ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি:
বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র

১২ মার্চ ২০১৫*

*২০১৫ সালের ১২ মার্চ ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত, এবং ২০১৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি: বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি

গবেষণা দল
ফাতেমা আফরোজ, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী, *প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাম্মী লায়লা ইসলাম, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
দিপু রায়, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*

গবেষণা সহযোগী
গুলে জান্নাত
ইসরাত জাহান পপি

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
গবেষণার ধরণাপত্র প্রণয়ন, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিচলনা ও তদারকির জন্য প্রাক্তন সহকর্মী ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা (*প্রাক্তন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার*), তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সহায়তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ, এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যায়ে অবদানের জন্য নীহার রঞ্জন রায়ের (*ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার*) প্রতি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য কাজী শফিকুর রহমানসহ (*প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জেন্ডার*) অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), (পুরানো ২৭)
ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৯৫১
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচি

মুখবন্ধ ৪
গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা ৫

***প্রথম অধ্যায়:* ভূমিকা** ৮
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ৮
১.২ নারীর সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক ৮
১.৩ নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব নিয়ে গবেষণা ৯
১.৪ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতা ১০
১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা ১১
১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য ১১
১.৭ গবেষণার আওতা ১১
১.৮ গবেষণা পদ্ধতি ১২
১.৯ গবেষণার সময় ১৩
১.১০ গবেষণার নৈতিকতা ১৩
১.১১ প্রতিবেদনের কাঠামো ১৩

***দ্বিতীয় অধ্যায়:* গবেষণা এলাকা পরিচিতি** ১৪
২.১ গবেষণাভুক্ত ইউনিয়নের সাধারণ তথ্য ১৪
২.২ অর্থনীতি ১৫
২.৩ যোগাযোগ ও অবকাঠামো ১৫
২.৪ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান ১৫
২.৫ সরকারি কার্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ১৬
২.৬ সামাজিক রীতিনীতি ১৬
২.৭ ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের ভূমিকা ১৭
২.৮ উপসংহার ১৭

***তৃতীয় অধ্যায়:* নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি** ১৮
৩.১ গ্রামীণ নারীদের চোখে দুর্নীতি ১৮
৩.২ দুর্নীতির শিকার হিসেবে নারী ১৮
৩.৩ দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারী ২৪
৩.৪ দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে নারী ২৭
৩.৫ নারীদের পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি ২৮
৩.৬ দুর্নীতির ধরন ২৮
৩.৭ দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত কৌশল ২৯
৩.৮ উপসংহার ৩০

***চতুর্থ অধ্যায়:* দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতার কারণ ও প্রভাব** ৩১
৪.১ দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতা: কারণ বিশ্লেষণ ৩১
৪.২ নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব ৩৫
৪.৩ উপসংহার ৩৭

***পঞ্চম অধ্যায়:* উপসংহার** ৩৯
৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৩৯
৫.২ সুপারিশ ৪১

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৪২

মুখবন্ধ

দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সব স্তরের ওপর পরলেও দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি হয় বলে ধারণা করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম দেখা গেলেও এককভাবে নারী ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণাকর্ম আমাদের দেশে হয়নি বললেই চলে। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সাথে নারী অধিকার আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর তাই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)'র সকল কর্মকাণ্ডে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (যেমন ধরন, কৌশল ও প্রভাব) বিশ্লেষণ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীবান্ধব নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে এবং দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা হলে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এই প্রেক্ষিতে টিআইবি বাংলাদেশের গ্রামীন নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার চিত্র তুলে আনার জন্য 'নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি: বাংলাদেশের দুইটি ইউনিয়নের চিত্র' বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে যা দুর্নীতির সাথে নারীর সম্পর্ক বোঝা ও একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

গ্রামীন নারীরা সেবা গ্রহণের সময় বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হওয়ার পাশাপাশি নিজেরাও সেবা প্রদানের সময় সংঘটক বা মাধ্যম হিসেবে দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের অভিগম্যতা এবং সুশাসনের ঘাটতিকে পল্লি নারীর দুর্নীতির শিকার কিংবা সংগঠক হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে গবেষণায়। দুর্নীতির শিকারের ক্ষেত্রে নারী কোনো সুবিধা ভোগ না করলেও যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। দুর্নীতির কারণে নারীর আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষতির প্রভাবও লক্ষনীয়। দুর্নীতি মোকাবেলায় নারীরা তাদের নিজস্ব কৌশল যেমন সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি, সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে থাকে। গ্রামীণ নারীরা দুর্নীতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে যা দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞায় নতুন মাত্রা যোগ করে।

গবেষণাটি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে যেসব গ্রামীন নারীরা তাদের জীবনে ঘটে যাওয়া তথ্য প্রদান করেছেন তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গবেষণার ধরণাপত্র প্রণয়ন, গবেষণা পদ্ধতি নির্ধারণ ও তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিচলনা ও তদারকির জন্য প্রাক্তন সহকর্মী ড. সাদিদ আহমেদ নূরেমাওলা (প্রাক্তন সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার), তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সহায়তার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক ফাতেমা আফরোজ, ড. শরীফ আহমেদ চৌধুরী (প্রাক্তন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার), শাম্মী লায়লা ইসলাম, দিপু রায় ও শাহজাদা এম আকরাম। তথ্য সংগ্রহের কাজে তাদেরকে সহায়তা করেছেন স্বল্প মেয়াদী গবেষণা সহকারী গুলে জান্নাত ও ইসরাত জাহান পপি। গবেষণার মানকে উন্নত করার জন্য বিভিন্ন সময়ে মূল্যবান মতামত ও সহযোগীতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর সুমাইয়া খায়েরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদন প্রণয়ন পর্যায়ে অবদানের জন্য নীহার রঞ্জন রায়, খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, এবং প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য কাজী শফিকুর রহমানসহ (*সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সিভিক এনগেজমেন্ট*) অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল ও অন্যান্য ট্রাস্টিগণ এই গবেষণা সম্পন্ন করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকরা দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীবান্ধব নীতি নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এই গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে নারীদের সচেতন, শিক্ষিত ও ক্ষমতায়ন করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল অংশীজনের সাথে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করতে টিআইবি আগ্রহী।

এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকদের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা

দুর্নীতি (Corruption)
দুর্নীতির অর্থ 'ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার'।[১] কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ববলে যে ক্ষমতা পেয়ে থাকেন তা ব্যবহার করে তার নিজের কোনো স্বার্থ আদায় করেন বা এ ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো কিছুর বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার স্বার্থ আদায়ে সহায়তা করেন তাকেই দুর্নীতি বলা হয়। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত সরকারি প্রতিষ্ঠান বোঝানো হয়; তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠান বলতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বোঝানো হয়েছে। এ গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্নীতির বিভিন্ন ধরন, যেমন ঘুষ, চাঁদাবাজি/জোর করে আদায়, প্রতারণা, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, দায়িত্ব অবহেলা, হয়রানি, খারাপ ব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

ঘুষ (Bribery)
কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য প্রণোদনা হিসেবে কোনো সুবিধা প্রস্তাব করা, অঙ্গীকার করা, দেওয়া, গ্রহণ করা বা চাওয়া যা বেআইনি, নৈতিকতাবিরোধী বা আস্থার লঙ্ঘন। এই প্রণোদনা নগদ অর্থ, উপঢৌকন, ঋণ, ফি, পুরস্কার বা অন্য কোনো ধরনের সুবিধা (কর, সেবা, অনুদান ইত্যাদি) হতে পারে।[২]

খরিদ্দারতন্ত্র (Clientelism)
এমন একটি অসম ব্যবস্থা যেখানে একজন অপেক্ষাকৃত বেশি বিত্তবান এবং/অথবা বেশি প্রভাবশালী 'পৃষ্ঠপোষক' ও একজন দুর্বলতর 'খরিদ্দারের' পরস্পরকে ব্যবহার করার সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি সম্পদ ও সুবিধা বিনিময় করে।[৩]

আত্মসাৎ (Embezzlement)
কোনো প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কোম্পানির উচ্চপদে আসীন থাকা অবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া বা অন্য কোনো কাজের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি দ্বারা তার দায়িত্বে থাকা তহবিল ও সম্পদ অসৎ ও বেআইনিভাবে আত্মসাৎ, ব্যবহার বা পাচার।[৪]

চাঁদাবাজি/ জোর করে আদায় (Extortion)
(পদাধিকারবলে) ক্ষমতা বা জ্ঞান ব্যবহার করে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে হুমকির মাধ্যমে অন্যায্য সহযোগিতা বা ক্ষতিপূরণ জোর করে আদায় করা হচ্ছে চাঁদাবাজি।[৫]

সহায়ক অর্থ (Facilitation Payments)
ছোট পরিমাণের ঘুষ যা আইনগতভাবে বা নিয়মমাফিক হওয়ার কথা এমন নিয়মিত কাজ দ্রুত করার জন্য দেওয়া হয়। এটি 'স্পিড মানি' বা 'গ্রিজ মানি' নামেও পরিচিত।[৬]

প্রতারণা (Fraud)
ঠকানো। কোনো অনৈতিক বা বেআইনি সুবিধা (আর্থিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো) লাভের জন্য কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঠকানো। এ ধরনের কাজ অপরাধমূলক বা ফৌজদারি আইনের লঙ্ঘন বলে ধরা হয়।[৭]

স্বজনপ্রীতি (Nepotism)
পরিচিতি ও পারিবারিক সম্পর্কের ভিত্তিতে দেওয়া অনৈতিক সুবিধা। একজন ব্যক্তি তার প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার ভিত্তিতে ক্ষমতা ও এখতিয়ার ব্যবহার করে তার পরিবারের কোনো সদস্য বা বন্ধু/ বন্ধুস্থানীয় কাউকে চাকরি বা অন্য কোনো সুবিধা দেয়, যদিও সেই ব্যক্তি ঐ সুবিধা পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না।[৮]

---

[১] "The abuse of entrusted power for private gain." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ১৪)।

[২] "The offering, promising, giving, accepting or soliciting of an advantage as an inducement for an action which is illegal, unethical or a breach of trust. Inducements can take the form of gifts, loans, fees, rewards or other advantages (taxes, services, donations, etc.)." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ৫)।

[৩] "An unequal system of exchanging resources and favours based on an exploitative relationship between a wealthier and/or more powerful 'patron' and a less wealthy and weaker 'client'." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ৭)।

[৪] "When a person holding office in an institution, organisation or company dishonestly and illegally appropriates, uses or traffics the funds and goods they have been entrusted with for personal enrichment or other activities." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ১৭)।

[৫] "Act of utilising, either directly or indirectly, one's access to a position of power or knowledge to demand unmerited cooperation or compensation as a result of coercive threats." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ১৯)।

[৬] "A small bribe, also called a 'facilitating', 'speed' or 'grease' payment; made to secure or expedite the performance of a routine or necessary action to which the payer has legal or other entitlement." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ২০)।

[৭] "To cheat. The act of intentionally deceiving someone in order to gain an unfair or illegal advantage (financial, political or otherwise). Countries consider such offences to be criminal or a violation of civil law." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ২১)।

ক্ষুদ্র দুর্নীতি (Petty Corruption)
হাসপাতাল, বিদ্যালয়, থানা-পুলিশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মৌলিক সেবা বা মালামাল/ পণ্য নিতে আসা সাধারণ জনগণের সাথে লেনদেনের সময় নিচু বা মধ্যম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিদিনের অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার।[৯]

ক্ষমতায়ন (Empowerment)
একজন ব্যক্তির পক্ষে তার নিজের জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তা ঠিক করা এবং পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করা হচ্ছে ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন ব্যক্তির ভেতরে আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করে যা তাকে পরামুখাপেক্ষী না হয়ে স্বনির্ভর করে তোলে এবং এর দ্বারা সে জীবন-ধারনের সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম হয়ে ওঠে। ক্ষমতায়ন কার্যকর করার জন্য প্রধানত তিনটি পর্যায়কে বিবেচনা করা হয়। প্রথমত, *ব্যক্তিগত* পর্যায়ে বিবেচিত হয় ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের ধারণা। দ্বিতীয়ত, *সম্পর্কের* পর্যায়ে দেখা হয় ব্যক্তির সম্পর্কযুক্ত ক্ষমতার সামর্থ্য, অর্থাৎ ব্যক্তি কতটা মধ্যস্থতাকারী ও অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারে সমর্থ। তৃতীয়ত, *সামষ্টিক* পর্যায়ে বিবেচিত হয় এক সঙ্গে কাজ করার দক্ষতা, অর্থাৎ বড় আকারে প্রভাব বিস্তার ও তার ফল লাভের জন্য একসঙ্গে সক্রিয় থাকার সামর্থ্য। এসব ক্ষেত্র বিবেচনায় নিয়ে ক্ষমতায়নের মাত্রা নির্ধারিত করা হয় যেখানে নারী বা পুরুষের জীবনের পথ পরিক্রমায় নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতাকে প্রধান নিয়ামক হিসেবে দেখা হয়।[১০]

নারীর ক্ষমতায়ন (Women Empowerment)
নারীর ক্ষমতায়ন পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রের সমতাভিত্তিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। নারীর ক্ষমতায়নকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়: অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। সাধারণত সম্পদের ওপর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূলধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ, বা বিস্তারিতভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে, বাস্তবায়নে, অভিগম্যতায়, নিয়ন্ত্রণে এবং সমতার ভিত্তিতে সুফল ভোগে নারীর পূর্ণমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এছাড়া সম্পদ অর্জন ও নিয়ন্ত্রণে নারীর সক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ক্ষমতায়ন বলতে সমাজে নারী কী ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সে ভূমিকা পালনে তার ক্ষমতার চর্চা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝায়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হলো রাজনীতি চর্চায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ, যেমন ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক দলে সমতার জায়গা কতটুকু নিশ্চিত তা বোঝায়। সার্বিকভাবে বলা যায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমতাভিত্তিক সুফল ভোগ করাই নারীর ক্ষমতায়ন হিসেবে বিবেচিত হয়।[১১]

মানবাধিকার (Human Rights)
আন্তর্জাতিকভাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, মতবাদ, জাতীয় ও সামাজিক পরিচয়, সম্পদ ভোগ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার যা তার জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য তা-ই মানবধিকার, যেখানে মানুষ হিসেবে প্রতিটি ব্যক্তি সর্বজনীন সমমূল্য ও সমমর্যাদা পাবে। এই সর্বজনীনতাই মানবধিকার সনদের মূল মর্ম। যেমন সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য ইত্যাদির ঘোষণায় সর্বজনীনতা নিহিত। আন্তর্জাতিক আইন, যথা জাতিসংঘের মানবধিকার সনদপত্র এবং মানবধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বহুপক্ষীয় চুক্তি দুটিতে মানবধিকারকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত মানবধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য অধিকারের মধ্যে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার, কথা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পাশাপাশি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় এমন অধিকার যেমন ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, শারীরিক এবং মানসিক সংহতি, সকল বৈষম্য থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য প্রতিটি মানুষই একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বসবাসের অধিকারী যে ব্যবস্থায় এসব অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হতে পারে।[১২]

অপরাধ (Crime/ Criminal Offence)
আইনের দিক থেকে অপরাধ হচ্ছে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক আইন-বিরুদ্ধ কাজ। দেশ বা অঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রণীত আইনের পরিপন্থী কার্যকলাপকেই অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। অপরাধ গুরুতর কিংবা লঘু-উভয় ধরনের হতে পারে এবং অপরাধের ধরন অনুযায়ী রাষ্ট্রভেদে বিভিন্ন পর্যায়ের শাস্তির বিধান রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রয়েছে।[১৩] সাধারণত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তি বা সমাজের সমস্যা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে যে কাজ করে তা-ই অপরাধ। অপরাধ হিসেবে হত্যা, জখম, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, জালিয়াতি, অর্থ-পাচার ইত্যাদি রয়েছে যা সারা বিশ্বে সকল সভ্য দেশেই অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত। এছাড়া নারীর প্রতি বিভিন্ন সংহিসতা ও নির্যাতন যেমন ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তি ও যৌন দাসত্বে বাধ্য করা, গর্ভধারণে বাধ্য করা ইত্যাদি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যে অপরাধ করে বা অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে সে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত।

---

[৮] "Form of favouritism based on acquaintances and familiar relationships whereby someone in an official position exploits his or her power and authority to provide a job or favour to a family member or friend, even though he or she may not be qualified or deserving." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ২৮)।

[৯] "Everyday abuse of entrusted power by low- and mid-level public officials in their interactions with ordinary citizens, who often are trying to access basic goods or services in places like hospitals, schools, police departments and other agencies." বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০০৯: ৩৩)।

[১০] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্প), *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড (অ-ন), পৃ. ৫৯৯।

[১১] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯৯-৬০০।

[১২] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮, ১১৬-১১৭।

[১৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন bn.wikipedia.org; www.icc-cpi.int (১০ জুলাই ২০১৪)।

জেন্ডার (Gender)

জেন্ডার শব্দটির আভিধানিক অর্থ সেক্স বা লিঙ্গ। তবে উন্নয়ন পরিভাষায় জেন্ডার ও সেক্সের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যসূচক শারীরিক ভিন্নতা বা স্বাতন্ত্র্য, যা নারীত্ব ও পুরুষত্বের জৈবিক উপাদান, শারীরবৃত্তীয়ভাবে নির্ধারিত, প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক অবস্থায় অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী পুরুষের পরিচয়, কর্মবিভাজন, সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও ভূমিকার ভিন্নতা হচ্ছে জেন্ডার। জেন্ডার নির্ধারিত এসব ভূমিকা সমাজ-সংস্কৃতি, কাল ও শ্রেণিভেদে পরিবর্তনশীল। জেন্ডার তাই জৈব-লিঙ্গের পরিণতি নয়, বরং সমাজ কর্তৃক নির্মিত। সংক্ষেপে বলা যায় সামাজিকভাবে গড়ে ওঠা নারী-পুরুষ সম্বন্ধীয় মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ হচ্ছে জেন্ডার যা সমাজ কর্তৃক আরোপিত।[১৪]

যৌন হয়রানি (Sexual Harassment)

আইন অনুযায়ী[১৫] অবৈধভাবে যৌনকামনা চরিতার্থ করার জন্য কোনো নারীর শ্লীলতাহানি বা অশোভন অঙ্গভঙ্গী করা যৌন হয়রানির অন্তর্ভুক্ত। নারী ও পুরুষ উভয়ের স্বীকৃতিতে যৌন সম্পর্ক না হলে বা নারীকে হেয় করার উদ্দেশ্যে পুরুষের কাছ থেকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে শারীরিক স্পর্শ বা অঙ্গভঙ্গী নারী অনুভব করলে তা যৌন হয়রানি হিসেবে বিবেচিত।[১৬] *যৌন হয়রানীমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা ২০০৯* অনুযায়ী যৌন হয়রানি বলতে বোঝায়:[১৭]

১. অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি বা ইঙ্গিতে);
২. প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারও সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;
৩. যৌন নিপীড়নমূলক উক্তি;
৪. যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন;
৫. পর্ণোগ্রাফি দেখানো;
৬. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা ভঙ্গী;
৭. অশালীন ভঙ্গী, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন উদ্দেশ্য পূরণে কোনো ব্যক্তির অলক্ষ্যে তার নিকটবর্তী হওয়া বা অনুসরণ করা;
৮. যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;
৯. চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার টেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণিকক্ষ, বাথরুমের দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কিছু লেখা;
১০. ব্ল্যাকমেইল বা চরিত্র হরণের উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ করা;
১১. যৌন হয়রানির কারণে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হওয়া;
১২. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা; এবং
১৩. ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।

বর্তমান গবেষণায় যৌন হয়রানি বলতে ওপরের সংজ্ঞাভুক্ত যে কোনো এক বা একাধিক বিষয়কে বোঝানো হয়েছে।

বৈষম্য/ জেন্ডার বৈষম্য (Discrimination)

জেন্ডার দ্বারা নির্দেশিত নারী পুরুষের সম্পর্ক, কর্ম-অধিকার, মৌলিক সেবাসহ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক জীবনে যে পার্থক্য করা হয়, তা-ই হচ্ছে জেন্ডার বৈষম্য।[১৮] পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে দমিয়ে রাখার জন্য নারী-পুরুষের বৈষম্য টিকিয়ে রাখে, যা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence against Women)

শুধু নারী হওয়ার কারণে নারীর প্রতি সংঘটিত হিংসাত্মক আচরণকে নারীর প্রতি সহিংসতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নারীকে শারীরিকভাবে আঘাত করা (ধর্ষণ, স্ত্রীনিগ্রহ), মানসিকভাবে অপদস্থ করা (গালমন্দ করা, অপমান করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা), পারিবারিক ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করা, কোনো সেবা বা অধিকার প্রাপ্তি হতে বিরত রাখতে যে কোনো ধরনের পুরুষতান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধা-নিষেধ আরোপ করা, যৌতুক, নারী পাচার ইত্যাদি। নারীর প্রতি সহিংসতা পরিবারের ভেতরে বা বাইরে যেকোনো স্থানে সংঘটিত হতে পারে।[১৯]

দাদন

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য একজনের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে বা কোনো দ্রব্যের অগ্রিম মূল্য বা মূল্যাংশ ঋণ হিসেবে নেওয়া বা দেওয়ার ব্যবস্থাকে দাদন বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে বড় ব্যবসায়ী বা 'ব্যাপারি' কর্তৃক সুদ নিয়ে ঋণ দেওয়া মহাজনি ব্যবসা হিসেবে পরিচিত ছিল। দাদন অনেকটা মহাজনি ব্যবসার মতো, তবে এক্ষেত্রে শুধু ব্যবসায়ী নয় বরং যে কেউ এমনকি পরিবারের মধ্যেও অন্য একজন সদস্যের কাছ থেকে সুদ বা পণ্যের বিনিময়ে টাকা ধার দেওয়া-নেওয়া হয়। এ ধরনের লেনদেনে কোনো লিখিত দলিল ও হিসাব থাকে না। পারস্পরিক পরিচিতি ও বিশ্বাস এ লেনদেনের নিশ্চয়তা হিসেবে কাজ করে।

---

[১৪] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্প), *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড (অ-ন), পৃ. ৫৭২।
[১৫] *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০*।
[১৬] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্প), *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, দ্বিতীয় খণ্ড (প-হ), পৃ. ৪০৩।
[১৭] *যৌন হয়রানীমুক্ত শিক্ষা ও কর্মপরিবেশ তৈরিতে মহামান্য হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালা*, ধারা-৪(১), ১৪ মে ২০০৯।
[১৮] সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্প), *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড (অ-ন), পৃ. ৫৮৮।
[১৯] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭৫।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

দুর্নীতি একটি বিশ্বজনীন সমস্যা এবং সাম্প্রতিক সময়ে সারাবিশ্বেই দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।[২০] বাংলাদেশেও রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে।[২১] দুর্নীতি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব সমাজের সব স্তরের ওপর পড়ে, বিশেষকরে ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে অবস্থানকারী দরিদ্র, প্রান্তিক, নীরব জনগোষ্ঠীর ওপর এই নেতিবাচক প্রভাব সবচেয়ে বেশি। দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতর হিসেবে নারীর ওপর দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি বলে ধারণা করা যায়।

নারী ও পুরুষের জন্য সমান সুযোগ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে উন্নয়ন-নীতিতে অগ্রাধিকার পাচ্ছে।[২২] জেন্ডার বৈষম্য একইসাথে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উন্নয়ন ডিসকোর্সে ক্রমবর্ধমান হারে জেন্ডার ও দুর্নীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। সমতা, অংশগ্রহণ ও ন্যায্যতা সুশাসনের তিনটি প্রধান পূর্বশর্ত যার প্রতিটি নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্কিত। নারী-পুরুষের সংখ্যাগত ভিন্নতা কম হলেও দেখা যায় নারীরা সরকারি সেবা ও অর্থ সম্পদে প্রবেশাধিকার, অধিকার নিশ্চিত করা ও অবমাননা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয় (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০), যা সুশাসন ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সুশাসন প্রতিষ্ঠার সাথে জেন্ডারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

১.২ নারীর সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক

দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা খুব বেশি পুরানো নয়। তবে জেন্ডারের সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বারবার নারীর সাথে দুর্নীতির সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জেন্ডারের সাথে দুর্নীতির সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাকে কয়েকটি ধারায় ভাগ করা যায়। প্রথম ধারার গবেষণায় দুর্নীতির সাথে নারীর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, যেখানে সরকার ও প্রতিষ্ঠানে নারীর অধিক অংশগ্রহণ দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক বলে যুক্তি দেওয়া হয়। এর বিপরীতে দ্বিতীয় ধারার গবেষণা লক্ষ করা যায়, যেখানে দুর্নীতির 'লৈঙ্গিক ভিন্নতা' যে সর্বজনীন নয়, বরং তা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে তা দেখানো হয়েছে। এই ধারার গবেষকদের মতে নারীরা দুর্নীতির 'পুরুষ-শাসিত নেটওয়ার্ক'-এর বাইরে অবস্থান করে বলে নারীর অধিক অংশগ্রহণ দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক বলে প্রমাণিত হয় না।

প্রথম দুটি ধারার গবেষণায় নারী কম না বেশি দুর্নীতিপ্রবণ তা নিয়ে গবেষণা হয়েছে।[২৩] দুর্নীতির সাথে নারীর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে কয়েকটি গবেষণায়। ডলার ও অন্যান্য (১৯৯৯) দেখান যে সরকারে অধিক সংখ্যক নারীর উপস্থিতির সাথে কম দুর্নীতির সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের মতে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও জন-সম্পৃক্ত, এবং সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব দুর্নীতির মাত্রা হ্রাসে ভূমিকা পালন করে। একইভাবে সোয়ামি ও অন্যান্যের (২০০০) মতে নারীরা ঘুষ দেওয়ায় কম যুক্ত থাকে ও ঘুষ নেওয়ায় কম আগ্রহী হয়। তাঁরা আরও দেখান যেসব দেশে দুর্নীতির মাত্রা কম সেখানে আইনসভা ও সরকারের প্রশাসনে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি, এবং শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ নারী। ওয়ার্ল্ড ভ্যালুজ সার্ভে (ডব্লিউভিএস) ও ইউরোপিয়ান

---

[২০] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই) 'দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৫' অনুসারে জরিপে অন্তর্ভুক্ত ১৬৮টি দেশের মধ্যে কোনো দেশই ১০০ স্কোর করতে পারেনি (যেখানে স্কোর ১০০ অর্থ সব ধরনের দুর্নীতি থেকে মুক্ত), এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ দেশই ৫০-এর নিচে স্কোর পেয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.transparency.org/cpi2015#results-table (১০ নভেম্বর ২০১৬)।

[২১] 'দুর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৫' অনুসারে বাংলাদেশের স্কোর ২৫, যার অর্থ বাংলাদেশে দুর্নীতির ব্যাপকতা উদ্বেগজনক। ২০১৪ সালেও এই স্কোর ছিল ২৫। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.transparency.org/cpi2015#results-table (১০ নভেম্বর ২০১৬)। অন্যদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫ অনুযায়ী বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণকারী খানার ৬৭.৮% সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/activities/4988-corruption-in-service-sectors-national-household-survey-2015 (১০ নভেম্বর ২০১৬)।

[২২] ২০১৫ সালে গৃহীত এবং ২০১৬-এর জানুয়ারি থেকে বাস্তবায়ন শুরু হওয়া জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের মধ্যে পঞ্চম লক্ষ্য হচ্ছে 'জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন'। এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনজীবনের সব পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিশেষকরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো। আরও বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন http://www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ (১০ নভেম্বর ২০১৬)।

[২৩] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ডলার ও অন্যান্য (১৯৯৯), সোয়ামি ও অন্যান্য (২০০১), সুং (২০০৩), গোটশে (২০০৪), ট্রেগলার ও ভালেভ (২০০৬), আলোলো (২০০৭), রিভাস (২০০৮), বোম্যান ও গিলিগান (২০০৮), আলাতাস ও অন্যান্য (২০০৯), ব্রানিসা ও জাইগলার ২০১০, সামিমি ও হোসেনমারদি (২০১১)।

ভ্যালুজ সার্ভের ১৯৮১ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে টর্গলার ও ভালেভ (২০০৬) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে দুর্নীতির একটি শক্তিশালী জেন্ডার প্রভাব রয়েছে। তাঁদের মতে পুরুষের চেয়ে নারী নিয়ম-নীতি মেনে চলতে বেশি আগ্রহী, এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক নারী কর দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও প্রতারণা করাকে ন্যায্য বলে মনে করে। বোম্যান ও গিলিগান-এর (২০০৮) মতে অস্ট্রেলিয়ার নারীরা তাদের দেশের পুরুষদের চেয়ে দুর্নীতির প্রতি কম সহনশীল, যদিও তাঁদের মতে জেন্ডার ভিন্নতা সকল পরিস্থিতিতে একইরকম নয়। এই গবেষণা দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে জেন্ডার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে নির্দেশ করে। নারী ও পুরুষ একই পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে কিনা, অথবা পুরুষের সাথে একই অবস্থানে থেকে একই ধরনের আচরণ করে কিনা তা দেখতে গিয়ে রিভাস (২০০৮) এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে নারী পুরুষের চেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত। তিনি আরও বলেন যে শ্রমশক্তি ও রাজনীতিতে নারীর অধিক অংশগ্রহণ দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সামিমি ও হোসেনমারদি'র (২০১১) মতে নারীরা বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিগত লাভ ত্যাগ করতে ইচ্ছুক, যা বিশেষত রাজনৈতিক ও জনজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে উপরিউক্ত ধারণার ব্যাপক সমালোচনা বিভিন্ন গবেষণায় প্রকাশিত হয়। এসব গবেষকের মতে দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ক মূলত কৃত্রিম, এবং নির্ভর করে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা জেন্ডার সমতা ও সুশাসনকে অগ্রসর করে এমন প্রেক্ষাপটের ওপর (সুং ২০০৩; ভিজয়ালক্ষ্মী ২০০৫; আলহাসান-আলোলো ২০০৭; আলাতাস ও অন্যান্য ২০০৯; ব্রানিসা ও জাইগলার ২০১০)। সুং (২০০৩) বলেন যে সরকারে নারীদের বেশি সংখ্যায় প্রতিনিধিত্বের ফলে দুর্নীতি হ্রাসের কারণ নারীদের সততা নয়, বরং একটি 'স্বচ্ছতর ব্যবস্থা'র উপস্থিতি। তাঁর মতে দুর্নীতির ওপর রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীদের প্রভাবের চেয়ে মুক্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব অনেক বেশি যা নিম্ন পর্যায়ের দুর্নীতির ক্ষেত্রে বেশি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। একইভাবে ভিজয়ালক্ষ্মী (২০০৫) বলেন যে দুর্নীতিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে জেন্ডার তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে না। তাঁর গবেষণায় দেখা গেছে ৪০ শতাংশেরও বেশি পঞ্চায়েতে (ভারতের তৃণমূল পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) নির্বাচিত পদে নারীরা অধিষ্ঠিত থাকলেও দুর্নীতির মাত্রার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য জেন্ডার পার্থক্য নেই। এছাড়া গোটশে (২০০৪) "সরকারে অধিক নারী থাকা দুর্নীতি হ্রাসে সহায়ক" - এই ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তিনি দেখান এই ধারণা ব্যাখ্যা করে না কিভাবে জেন্ডার সম্পর্ক দুর্নীতির সুযোগকে ব্যাহত করে, বিশেষকরে যখন দুর্নীতির সব প্রক্রিয়া পুরুষশাসিত ব্যবস্থা ও নেটওয়ার্ক দ্বারা প্রচলিত হয় এবং নারীরা সামাজিকভাবে এর বাইরে থাকে। নারীরা পুরুষের থেকে নৈতিকতায় এগিয়ে কিনা বা সকল পরিবেশে কম দুর্নীতিপরায়ণ কিনা তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আলোলো (২০০৭) বলেন যে সরকারি খাতে দুর্নীতির সুযোগ ও নেটওয়ার্কগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা বা না কমানো পর্যন্ত নারীরা কম দুর্নীতিপরায়ণ কিনা তা প্রমাণিত হয় না। চারটি দেশে (অস্ট্রেলিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুর) তথ্য সংগ্রহ করে আলাতাস ও অন্যান্য (২০০৯) দেখান যে নারী ও পুরুষের দুর্নীতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়নি। অস্ট্রেলিয়ায় নারীরা পুরুষদের চেয়ে দুর্নীতির প্রতি কম সহনশীল হলেও ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও সিঙ্গাপুরে দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার প্রবণতা বা এ বিষয়ে শাস্তির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো লৈঙ্গিক পার্থক্য নেই। ব্রানিসা ও জাইগলার (২০১০) দেখান যে গণতন্ত্র ও নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রতিনিধিত্বসহ অন্যান্য নির্দেশক বিবেচনা করেও দেখা যায় দুর্নীতি সেসব দেশে উচ্চমাত্রায় রয়েছে যেখানে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো নারীকে স্বাধীনভাবে সামাজিক জীবনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত করে।

বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে সরকারে নারীদের বেশি অংশগ্রহণ দুর্নীতির মাত্রা কমাবে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এটাও বলা যায় না যে নারীরা পুরুষদের চেয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম দুর্নীতিপ্রবণ, তবে জেন্ডার ও দুর্নীতির মধ্যকার সম্পর্ক অনেকখানি নির্ভর করবে কী ধরনের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হচ্ছে তার ওপর (ডিএফআইডি ২০১৫)।

১.৩ নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব নিয়ে গবেষণা

জেন্ডার ভেদে দুর্নীতির প্রভাবে কোনো তারতম্য আছে কিনা কিংবা নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব বেশি কিনা সে বিষয়ে বেশ কয়েকটি গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। বৈশ্বিক দুর্নীতি জরিপে দেখা যায় নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্নীতিকে উপলব্ধি করে কিন্তু প্রকাশ করতে কম চায় (নাওয়াজ ২০০৯)। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) (২০১০) ও ইউনিফেম-এর (২০০৯) তথ্য অনুযায়ী সরকারের জনসেবা ব্যবস্থার (যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) প্রাথমিক সেবা গ্রহণকারী হিসেবে নারীরা বেশি দুর্নীতির শিকার হয়। টিআই-এর গ্লোবাল করাপশন ব্যারোমিটারের ফলাফলে দেখা যায় নারীরা ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে কম আগ্রহী (টিআই ২০১৪), যা বিশ্বব্যাংকের তথ্যকে সমর্থন করে। অন্যদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ২০১২ ও ২০১৫ সালের জাতীয় খানা জরিপে দেখা যায় পুরুষদের তুলনায় নারী সেবাগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত কম দুর্নীতির শিকার (টিআইবি ২০১২, ২০১৬)।[২৪]

[২৪] জরিপে দেখা যায় সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ৩৮.২%, যেখানে পুরুষদের ৪৪.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। আবার ২০১২ সালের খানা জরিপে দেখা যায় সার্বিকভাবে নারীদের মধ্যে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন ২৬.৮%, যেখানে পুরুষদের ৩৫.৬% দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। দুই বছরের জরিপেই স্থানীয় সরকার, শিক্ষা, এনজিও, ব্যাংকিং, বিদ্যুৎ, ও শ্রম অভিবাসন খাতে নারীরা তুলনামূলক অধিকতর দুর্নীতির শিকার, যেখানে কোনো কোনো খাত, যেমন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও বিচারিক সেবা নিতে গিয়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অনেক বেশি হারে দুর্নীতির শিকার হয়েছেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ ২০১২ ও ২০১৫ প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ।

দুর্নীতি ও সেবা খাতে সেবা প্রদান না করার মধ্যে জেন্ডার সুনির্দিষ্ট দারিদ্র্য প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। নারী ও দরিদ্ররা বিশেষ করে দরিদ্র নারীরা স্বাস্থ্য ও সেবা খাতগুলোতে দুর্নীতির নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হওয়ার কারণে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ (সেপপানেন ও ভারতানেন ২০০৮)। প্রাথমিক পর্যায়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্নীতি হলে সকলেই ভুক্তভোগী হয়, তবে যেসব বিশেষ কারণে নারী ও কন্যা শিশুদের ওপর দুর্নীতির ভার বা প্রভাব অনেকাংশে বেশি পড়ে তার মধ্যে নারীদের প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারি সেবা বেশি গ্রহণ, সম্পদে অভিগম্যতার অভাব, নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগের অভাব, নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাবঞ্চিত, এবং নারীদের অধিকারসমূহ অপর্যাপ্তভাবে সুরক্ষিত থাকা উল্লেখযোগ্য। দুর্নীতি দারিদ্র্য ও জেন্ডার গ্যাপ বৃদ্ধি করে সামগ্রিক উন্নয়নকে ঝুঁকির মুখে ফেলে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর প্রভাব আরও বড় হয়ে দেখা দেয় যেখানে ইতোমধ্যেই জেন্ডার বৈষম্য অত্যধিক এবং সেবার মান নিম্ন (টিআই ২০১০)।

লিমপানগগ (২০০১) নারীর ওপর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির প্রভাবকে কতগুলো সূচকের মাধ্যমে চিহ্নিত করেন - (১) যৌন নিপীড়ন বা সেবার বিনিময়ে সুবিধা চাওয়া (যেমন পদোন্নতি বা চাকরি পাওয়া), (২) পেশাগত বিভাজন ও বেতন পার্থক্য, (৩) চাকরি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুযোগের অভাব (যেমন প্রতিষ্ঠানগুলো বিবাহিত নারীর থেকে কমবয়সী, সুন্দরী, অবিবাহিত নারীদের চাকরি দিতে বেশি আগ্রহী থাকে), (৪) কাজের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া (যেমন সেক্রেটারি হবে নারীরা এবং ম্যানেজার হবে পুরুষরা)। তাঁর মতে দুর্নীতি যখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে তখন অনেক যোগ্য নারী বাদ পড়ে যায়, আর যদি সুযোগ পায়ও, তাহলে অনেক সময় চাকরি ছেড়ে দিতে চায় বা তাদের নৈতিকতা অনেক সময় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিকে সমর্থন দিতে দ্বিধান্বিত করে থাকে। এছাড়া জেন্ডারের ওপর দুর্নীতির প্রভাবকে তিনটি ভিন্ন নিয়ামকের মাধ্যমে দেখা যায় - (১) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, (২) নিরাপত্তা, এবং (৩) অধিকার ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি (নাওয়াজ, ২০০৯)।

ওপরে আলোচিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় দুর্নীতির সাথে জেন্ডারের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার সময় দুর্নীতির সাথে কিছু বিষয়, যেমন বৈষম্য, মানবাধিকার, নারীর প্রতি সহিংসতা/ নারী নির্যাতন ও অপরাধ ইত্যাদি মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। আরও দেখা যায়, দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞায় তৃণমূল নারীদের অভিজ্ঞতালব্ধ দুর্নীতির ধারণা আড়ালে থেকে যায় এবং প্রায়ই প্রকাশিত হয় না (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০; মুতোনহুরি ২০১২)। নারীদের অবস্থান থেকে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রচলিত দুর্নীতির সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন বলে দেখা যায়, যার মধ্যে শারীরিক লাঞ্ছনা, যৌন নিপীড়ন, মৌলিক সেবা প্রদান বা গ্রহণে ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত (ইউএনডিপি ২০১২; মুতোনহুরি ২০১২), এবং একইসাথে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা প্রকাশের প্রধান অন্তরায়। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, দুর্নীতি পরিমাপে ব্যবহৃত সূচকসমূহ জেন্ডার সংবেদনশীল নয়, এবং দুর্নীতির জেন্ডার মাত্রা পরিমাপে নতুন সূচক উন্নয়ন ও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন (হোসেন ও অন্যান্য ২০১০)। দুর্নীতিকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে যৌন নিপীড়ন এবং পাচারকে যুক্ত করা হয়েছে, যা দুর্নীতিরই আরেকটি ধরন এবং তুলনামূলকভাবে নারীরা বেশি সম্মুখীন হয় বলে যুক্তি দেওয়া হয়েছে (নাওয়াজ ২০০৯)।

ওপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে জেন্ডার ও দুর্নীতির বিভিন্ন আলোচনায় দুর্নীতিকে নারীর অবস্থান থেকে বিশ্লেষণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অনেক গবেষকের মতেই দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পর্ক নিয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আরও বেশি গবেষণার প্রয়োজন (আলাতাস ও অন্যান্য ২০০৯; নাওয়াজ ২০০৯; টিআই ২০১০)। সম্প্রতি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশাল শ্রীলঙ্কা (টিআইএসএল) সেদেশের সরকারি সেবা নিতে গিয়ে নারীরা কী ধরনের দুর্নীতির শিকার হন তা ৫০১টি খানায় জরিপ করেছে (টিআইএসএল ২০১৪)। এ জরিপে দেখা যায় ৫২.৩% খানা কোনো না কোনো সেবা নিতে দিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়েছে, যেখানে খানাপ্রধান নারী এমন খানার ৫৯.৭% দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এ জরিপে আরও দেখা যায়, নারীদের লৈঙ্গিক ও জাতিগত পরিচয় এবং ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর দুর্নীতির শিকার হওয়া নির্ভর করে।

১.৪ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতা

বাংলাদেশের সংবিধানে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা, অবস্থান ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার[২৫] বিষয় উল্লেখ করা হলেও জেন্ডার-ভূমিকার কারণে নারীদের অবস্থান সাধারণত ক্ষমতা-কাঠামোর বাইরে। ফলে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সেবা খাত থেকে সেবা গ্রহণের হারও কম থাকে। টিআইবি'র ২০১৫ সালের খানা জরিপের তথ্য অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন সেবা খাতে নারী সেবাগ্রহীতার হার ছিল ৪২.৮%, যার ৩৮.২% দুর্নীতির শিকার।[২৬] তবে টিআইবি'র খানা জরিপে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী নারীর ঘুষ দেওয়ার বা দুর্নীতির কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হার কম হলেও এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না যে নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব কম, বরং বেশিরভাগ খাতেই তুলনামূলক কম সেবা নেওয়ার কারণে ঘুষ দেওয়ার প্রথম ধাপে (entry point) নারীদেরকে কম দেখা যায়।

---

[২৫] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, অনুচ্ছেদ ২৮ (১-৪), ২৯ (২, ৩গ), ৩২, ৩৮খ, ৬৫(৩)।

[২৬] উল্লেখ্য, টিআইবি'র ২০১২ সালের খানা জরিপে সেবাগ্রহীতাদের ৪৪.১% ছিল নারী, যাদের ২৬.৮% দুর্নীতির শিকার হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, টিআইবি, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২* (সার-সংক্ষেপ)।

পূর্ববর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা কেমন তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রথমে প্রশ্ন ওঠে বাংলাদেশের নারীদের কাছে দুর্নীতির অর্থ কী? তারা দুর্নীতিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করে? নারী হওয়ার কারণে কোনো বিশেষ খাতের বিশেষ কোনো সেবা থেকে বঞ্চিত হতে হয় কি? এসব খাতের সেবাগুলো নাগরিক জীবনের জন্য আবশ্যকীয় কি? এসব সেবা পেতে নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা কী?

পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে প্রশ্ন তোলা যায়, বাংলাদেশে নারীরা কি সবসময়ই দুর্নীতির শিকার হয়, নাকি তারাও দুর্নীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বা এর সাথে জড়িত থাকে? নারী হওয়ার কারণে তাদের কি বিশেষ কোনো দুর্নীতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, নাকি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একই ধরনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে? সার্বিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে নাকি লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য রয়েছে? যেখানে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে সেখানে নারী হিসেবে দুর্নীতি ছাড়াও সেবা পাওয়া যায় কি? কিভাবে?

আরও প্রশ্ন তোলা যায়, নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা কি গ্রাম ও শহরাঞ্চলভেদে একই, নাকি ভিন্ন? তারা কি সরাসরি এই অভিজ্ঞতা লাভ করে, নাকি পরিবারের অন্যান্যদের মাধ্যমেও তাদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়? দুর্নীতির এই অভিজ্ঞতা কি নারীদের জন্য সার্বজনীন, নাকি অভিজ্ঞতার ভিন্নতা রয়েছে? এর পেছনে কী কী নিয়ামক কাজ করে?

আরও প্রশ্ন তোলা যায়, নারীদের অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির মাধ্যম কী? এসব দুর্নীতির ক্ষেত্রে কি সবসময় আর্থিক লেনদেন হয়, নাকি অন্য কোনো কিছু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে? সেবা গ্রহণের কোন পর্যায়ে নারীরা দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে? বাংলাদেশে নারীদের ওপর দুর্নীতির প্রভাব কী? এই প্রভাব কি তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে একই, নাকি ভিন্ন? সবশেষে প্রশ্ন তোলা আবশ্যক, দুর্নীতি প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে নারীদের কোনো ভূমিকা আছে কি? থাকলে কিভাবে? না থাকলে কেন নেই?

১.৫ গবেষণার যৌক্তিকতা

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলে দেখা যায় বাংলাদেশি নারীরা যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয় তার ওপর উন্নয়ন ডিসকোর্সে বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদভাবে বিভিন্ন গবেষণাকর্ম দেখা গেলেও এককভাবে নারী ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণাকর্ম আমাদের দেশে হয়নি বললেই চলে, যদিও আন্তর্জাতিকভাবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণা হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাই।

টিআইবি'র মূল লক্ষ্য দুর্নীতি প্রতিরোধে একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের সাথে নারী অধিকার আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর তাই টিআইবি'র সকল কর্মকাণ্ডে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়, যার মাধ্যমে টিআইবি'র চলমান কার্যক্রমে দুর্নীতি ও নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পর্ক বোঝার মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন পরিচালিত করা হয়। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী যে ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা হলে তা দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এবং নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিক (যেমন ধরন, কৌশল ও প্রভাব) বিশ্লেষণ দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীবান্ধব নীতি নির্ধারণে সহায়তা করবে। সর্বোপরি এ গবেষণা দুর্নীতির সাথে নারীর সম্পর্ক বোঝার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এবং একটি জেন্ডার-সংবেদনশীল দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরা।

গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে -

১. নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করা;
২. দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা;
৩. আর্থ-সামাজিক উপাদানসমূহ নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে প্রভাবিত করে কিনা এবং করলে কিভাবে করে তা দেখা; এবং
৪. দুর্নীতি প্রতিরোধে জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি সুপারিশ করা।

১.৭ গবেষণার আওতা

এ গবেষণায় ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে "ব্যক্তিগত স্বার্থে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার" (টিআই ২০০৯)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ববলে যে ক্ষমতা পেয়ে থাকেন তা ব্যবহার করে তার নিজের কোনো স্বার্থ আদায় করেন বা এ ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো কিছুর বিনিময়ে অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার স্বার্থ আদায়ে সহায়তা করেন তাকেই দুর্নীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এখানে প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত সরকারি প্রতিষ্ঠান বোঝানো হয়; তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠান বলতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বোঝানো হয়েছে। এ গবেষণা প্রতিবেদনে দুর্নীতির

বিভিন্ন ধরন, যেমন ঘুষ, চাঁদাবাজি/জোর করে আদায়, প্রতারণা, আত্মসাৎ, জালিয়াতি, দায়িত্ব অবহেলা, হয়রানি, খারাপ ব্যবহার ইত্যাদি এবং নারী যেসব বিষয়কে দুর্নীতি বলে মনে করে সেসব অন্তর্ভুক্ত।[২৭]

বর্তমান গবেষণায় নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত:

- দুর্নীতি সম্পর্কে নারীর দৃষ্টিভঙ্গি এ গবেষণায় অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার নারীরা দুর্নীতিকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং কেন তা তাদের বক্তব্য/ মতামত থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
- লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে নারীর দুর্নীতির যে ধরনের অভিজ্ঞতা হয় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে দুর্নীতির শিকার ও দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে, সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ (ব্যক্তিগতভাবে বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের মাধ্যমে) অভিজ্ঞতা এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা, গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণার ব্যয়ের বিষয় বিবেচনায় রেখে শুধু পল্লি অঞ্চলের (ইউনিয়ন পর্যায়ে) নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হয়েছে। তবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভের স্থান পল্লি বা শহরাঞ্চল হতে পারে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসব খাতে নারীর অংশগ্রহণের উদাহরণ রয়েছে সেসব খাত গবেষণার আওতাভুক্ত। এসব খাতের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, থানা/পুলিশ, বিচারিক সেবা, ভূমি ও এনজিও, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য কয়েকটি খাত। উল্লেখ্য, এসব প্রাতিষ্ঠানিক খাতের বাইরে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত যেখানে নারীদের বঞ্চিত হওয়ার ঘটনা পরিলক্ষিত হয়েছে (যেমন পারিবারিক সম্পত্তি না পাওয়া, যৌতুক ইত্যাদি) সেগুলো এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।
- গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নারীদের জীবনের যেকোনো সময়ের দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে এ গবেষণায় নিয়ে আসা হয়েছে।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি

বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বোঝার জন্য এ গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৮.১ গবেষণা এলাকা নির্বাচন প্রক্রিয়া

নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা চিহ্নিত করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস ২০১০) তথ্যের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত কম দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল হিসেবে গাজীপুরের একটি এবং অন্যদিকে অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল হিসেবে জামালপুরের একটি ইউনিয়নকে বেছে নেওয়া হয়।[২৮] এ দু'টি ইউনিয়ন বেছে নেওয়ার পেছনে আরও যেসব বিষয় বিবেচনা করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম নিয়মিত তদারকির সুবিধা, যাতায়াত ও অন্যান্য অবকাঠামোর সুবিধা, এবং জেলা সদর থেকে দূরত্বের ভিন্নতা।

১.৮.২ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

গবেষণাধীন এলাকায় অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, নিবিড় সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ: কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং লিপিবদ্ধ করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ একটি বহুল ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। এ পদ্ধতি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতি এবং এসব ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে বিস্তারিত ও সুগভীর তথ্য অর্জনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা জরিপ বা অন্য কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা সম্ভব নয় (মে ১৯৯৭)। এ কারণে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়, যার মাধ্যমে গবেষণা এলাকার সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উপাদানগুলোর প্রভাব নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে কিভাবে প্রভাবিত করে সেসব বিষয় এ গবেষণায় তুলে ধরা যায়। এরই পরিপ্রক্ষিতে গবেষণাধীন দুইটি ইউনিয়নে চারমাস অবস্থান করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত দুইটি ইউনিয়নের মোট ২৩টি গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

নিবিড় সাক্ষাৎকার: দুর্নীতির বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন বা জ্ঞাত রয়েছেন এমন ৬৬ জন নারীকে শনাক্ত করে দুর্নীতি নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এসব নারীর জীবনের বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

---

[২৭] গবেষণা প্রতিবেদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রতিবেদনের শুরুতে দেওয়া হয়েছে।

[২৮] বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী গাজীপুরের অতি দরিদ্র ও দরিদ্রদের হার যথাক্রমে ৮.২% ও ১৯.৪%, যেখানে জামালপুরে অতি দরিদ্র ও দরিদ্রদের হার যথাক্রমে ৩৪.২% ও ৫১.১%। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, http://www.bbs.gov.bd/WebTestApplication/userfiles/Image/LatestReports/Bangladesh_ZilaUpazila_pov_est_2010.pdf

মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার: বিভিন্ন খাতে সেবাদাতা পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত নারী-পুরুষদের অভিজ্ঞতা/ বক্তব্য সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে দুইটি ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/ কর্তৃপক্ষ/ অংশীজন হিসেবে মোট ১৩ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও সচিব, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল কর্মকর্তা, ফার্মাসিস্ট, পরিবারকল্যাণ স্বেচ্ছাসেবক ও পরিবারকল্যাণ সহকারী, ইউনিয়ন ভূমি (তহশিল) কার্যালয়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষক, এবং স্থানীয় এনজিও'র কর্মকর্তা।

দলীয় আলোচনা: দুইটি ইউনিয়নে পেশা ও শ্রেণিভেদে চারটি দলীয় আলোচনায় ২৭ জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এসব দলীয় আলোচনায় বিভিন্ন খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, এবং অনেক সময় এর মাধ্যমে নিবিড় সাক্ষাৎকারদাতা শনাক্ত করা হয়।

১.৮.৩ পরোক্ষ তথ্যের উৎস

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, সরকারি প্রতিবেদন, এবং সংবাদ-মাধ্যম ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও বিশ্লেষণ ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৯ গবেষণার সময়

২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে এ গবেষণার ধারণাপত্র তৈরি, গবেষণা পদ্ধতি ও এলাকা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। ২০১৩ সালের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১.১০ গবেষণার নৈতিকতা

এ গবেষণায় নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য নিচের বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- গবেষণা এলাকার একজন সদস্য হিসেবে তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধের ওপর সম্মান রেখে আলোচ্য গবেষণাটি সম্পাদন হয়েছে।
- তথ্য সংগ্রহের শুরুতে প্রতিটি ক্ষেত্রে তথ্যদাতার কাছে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়, গবেষণার উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে, এবং তথ্যদাতার অনুমতি নিয়ে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।
- গবেষণায় অংশগ্রহণকারী তথ্যদাতার ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রতিবেদনে উল্লিখিত ঘটনা বা উক্তির ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।
- গবেষণা এলাকায় বসবাসরত জনগণের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সম্মান প্রদর্শনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাদের মতামত কোনো ধরনের বিকৃত বা অতিরঞ্জিত না করে সরাসরি উপস্থাপন করা হয়েছে।
- নারীদের অভিজ্ঞতাগুলোকে সঠিকভাবে তুলে ধরার জন্য তাদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গবেষণা কাজে তথ্যের যথার্থতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য অন্য উৎস থেকে যাচাই করা হয়েছে।

১.১১ প্রতিবেদনের কাঠামো

প্রতিবেদনে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, গবেষণার পরিধি ও গবেষণা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার ভৌগোলিক, প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার বিভিন্ন মাত্রা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে দুর্নীতিতে নারীর সম্পৃক্ততা, দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র ও দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে নারীর দৃষ্টিতে দুর্নীতি বিশ্লেষণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে নারীর কৌশল চিহ্নিত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সার্বিক বিশ্লেষণ আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ ও নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করা হয়েছে এবং গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ থেকে সুপারিশ পেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা এলাকা পরিচিতি

এ অধ্যায়ে গবেষণা এলাকার ভৌগোলিক, প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুটি ইউনিয়নের অবস্থান, আয়তন, জনসংখ্যাগত বিবরণ, বিভিন্ন মানবসম্পদ সূচকের তথ্য, সরকারি ও বেসরকারি সেবা ও প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য, অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক আচার-আচরণ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়েছে।

২.১ গবেষণাভুক্ত ইউনিয়নের সাধারণ তথ্য

গাজীপুরে অবস্থিত ইউনিয়নটি গাজীপুর সদর উপজেলা (যা একইসাথে জেলা শহর ও সিটি কর্পোরেশন) থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এই ইউনিয়নের আয়তন ১৫ বর্গ কিমি। ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডে গ্রামের সংখ্যা ৩১টি। ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা ৩৫,৭২৬ জন, যার মধ্যে নারী ১৬,৬৯৬ জন (৪৬.৭%) ও পুরুষ ১৯,০৩০ জন (৫৩.৩%)।[২৯] ইউনিয়নের বাসিন্দাদের ৯০% ইসলাম ও ৯.৯% হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ইউনিয়নে শিক্ষার হার ৬৮%; নারী-পুরুষের শিক্ষার হারের তারতম্য খুব সামান্য। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বেশিরভাগ ইউনিয়নের একপ্রান্তে বিলের মধ্যে একটি গ্রামে এবং অন্য দুইটি গ্রামে বসবাস করে। এছাড়া আরেকটি গ্রামে তিনটি খ্রীস্টান পরিবার বসবাস করে। ইউনিয়নের একটি গ্রামে বেদে সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবার বাস করে।

গবেষিত আরেকটি ইউনিয়ন জামালপুর জেলার সদর উপজেলা থেকে পূর্ব দিকে ৩০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। এই ইউনিয়নের আয়তন ১০.৫০ বর্গ কিমি। এ ইউনিয়নে নয়টি ওয়ার্ডে ৩০টি গ্রাম রয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ২৯,৫৪৪ জন, যার মধ্যে নারী ১৪,৪৮৬ জন (৪৯%) এবং পুরুষ ১৫,০৫৮ জন (৫১%)।[৩০] ইউনিয়নের বাসিন্দাদের মধ্যে মুসলমান ৯৫%, বাকি ৫% হিন্দু ধর্মাবলম্বী, যাদের বেশিরভাগ ইউনিয়নের একপ্রান্তে বিলের পাশে একটি গ্রামে বসবাস করে।

সারণি ১: গবেষণা এলাকা পরিচিতি

নির্দেশক	গাজীপুর জেলার ইউনিয়ন	জামালপুর জেলার ইউনিয়ন
জেলা সদর থেকে দূরত্ব	পাঁচ কিমি দূরে অবস্থিত	৩০ কিমি দূরে অবস্থিত
ওয়ার্ড সংখ্যা	৯	৯
গ্রামের সংখ্যা	৩১	৩০
জনসংখ্যা	মোট ৩৫,৭২৬, নারী ১৬,৬৯৬, পুরুষ ১৯,০৩০	মোট ৩০,৪৫৬, নারী ১৫,২২০, পুরুষ ১৫,২৩৬
ধর্মীয় বিন্যাস	মুসলমান ৯০%, হিন্দু ৯.৯৯%, খ্রিস্টান ০.০১%	মুসলমান ৯৫%, হিন্দু ৫%
শিক্ষার হার	৫৮.৫% (নারী ৫৬.৯%, পুরুষ ৬০.২%)	৩১% (নারী ২৫%, পুরুষ ৩৭%)
পেশা	প্রায় ৬০% কৃষিজীবী, ১৫% পশুপালন, ৮% দিনমজুর	প্রায় ৭৫% কৃষিজীবী, ১৩% কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা, ৩% ক্ষুদ্র ব্যবসা/ দোকান
গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নারী	▪ নারী ইউপি সদস্য - ৩ জন ▪ প্রধানশিক্ষক - ১০ জন ▪ পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৮ জন ▪ উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা - ১ জন	▪ নারী ইউপি সদস্য - ৩ জন ▪ প্রধানশিক্ষক - ৮ জন ▪ স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কর্মী - ২ জন ▪ পরিবার পরিকল্পনা কর্মী - ৬ জন
সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান (সরকারি)	▪ কমিউনিটি ক্লিনিক ▪ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র ▪ ইউনিয়ন পরিষদ ▪ ইউনিয়ন ভূমি অফিস	▪ কমিউনিটি ক্লিনিক ▪ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র ▪ ইউনিয়ন পরিষদ ▪ ইউনিয়ন ভূমি অফিস ▪ পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র
বেসরকারি সংস্থা, সমিতি ও এনজিও	▪ ব্র্যাক ▪ অ্যাসোসিয়েশন ফর ইউথফুল অ্যাসেট অ্যান্ড সোশাল হিউম্যান অ্যাকটিভিটিস (আয়েশা) ▪ বাঁচতে শেখা ▪ 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' (বাংলাদেশ	▪ ব্র্যাক ▪ আশা ▪ প্রত্যাশা ▪ পপি ▪ প্রিপ ট্রাস্ট

[২৯] সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।

[৩০] সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী।

নির্দেশক	গাজীপুর জেলার ইউনিয়ন	জামালপুর জেলার ইউনিয়ন
	পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত) ■ ব্যুরো বাংলাদেশ	■ হিলফুল ফুযুল সৌর বিদ্যুৎ ■ 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত)
আর্থিক প্রতিষ্ঠান	■ গ্রামীণ ব্যাংক	■ গ্রামীণ ব্যাংক ■ কৃষি ব্যাংক ■ জীবন বীমা (বেসরকারি)
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (জন)	ভিজিডি - ২০০, বিধবা ভাতা - ১৫৯, বয়স্ক ভাতা - ৭৫০, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩০, প্রসূতি ভাতা - ৩০	ভিজিডি - ১১২, বিধবা ভাতা - ১৬৫, বয়স্ক ভাতা - ২৫৫, প্রতিবন্ধী ভাতা - ১৩, প্রসূতি ভাতা - ২২

তথ্যের উৎস: সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সংগৃহীত, ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

২.২ অর্থনীতি

গাজীপুরের ইউনিয়নে বাসিন্দাদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ - তাদের প্রায় ৮০% এ পেশায় জড়িত। তবে অধিকাংশ কৃষক কৃষিকাজের পাশাপাশি গবাদি পশুপালন ও মুরগির খামারের ব্যবসার সাথেও জড়িত। গবাদি পশুর ব্যবসার সাথে জড়িতরা গরুর দুধ বিক্রি করে। দ্বিতীয় অন্যতম প্রধান আয়ের উৎস হচ্ছে দেশের বাইরে থেকে পাঠানো রেমিট্যান্স। এ ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য সৌদি আরব, কুয়েত, মালয়েশিয়া অথবা যুক্তরাজ্যে অভিবাসী কর্মী হিসেবে কাজ করে। ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যসেবা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী এলাকার ২৫% মানুষ বিভিন্ন দেশে বসবাস করছেন। অনেকে আবার দীর্ঘ কয়েকবছর বিদেশে থেকে টাকা আয় করে দেশে এসে ব্যবসা করছে। এছাড়া এলাকায় পরিচিত আরেকটি ব্যবসা হচ্ছে দাদন। এ ব্যবসায় সাধারণভাবে পুরুষদের প্রাধান্য থাকলেও নারীদের একটি অংশও এ ব্যবসায় জড়িত। ইউনিয়নের অধিকাংশ নারীই গৃহিনী, যাদের বেশিরভাগই গরু বা মুরগি পালনে জড়িত। এলাকার সামান্য সংখ্যক নারী তৈরি পোশাক খাতে ও ইলেকট্রনিক্স কারখানায় কাজ করে। এলাকায় দিনমজুরের সংখ্যা কম; অন্যের বাড়িতে কাজ করা নারী বা পুরুষের সংখ্যাও কম। এই ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল। রাজধানী ঢাকার কাছাকাছি এবং গাজীপুর পৌরসভা থেকে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হওয়ায় এই ইউনিয়নের জমির মূল্য তুলনামূলক বেশি। তাই এই এলাকার একজন গরীব কৃষক যে এক বিঘা জমিতে চাষাবাদ করেন অথবা কয়েক কাঠা জমিতে বসতভিটা রয়েছে সেও লক্ষপতি।

একইভাবে জামালপুরের ইউনিয়নও কৃষিপ্রধান অঞ্চল - প্রায় ৭০% বাসিন্দা কৃষিকাজে জড়িত। পুরুষরাই প্রধানত কৃষিকাজের সাথে জড়িত; নারীরা ক্ষেতে সাধারণত কাজ করে না, সামাজিকভাবে এটিকে অসম্মানজনক মনে করা হয়। দরিদ্র, বিধবা, পুরুষ অভিভাবকহীন ও ভূমিহীন নারীরা জমিতে শ্রমিক নিয়োগ করে, বর্গা দিয়ে বা নিজে বর্গা নিয়ে ও শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। ব্রহ্মপুত্রের পাড় ঘেঁষে ও ইউনিয়নের অভ্যন্তরে আবাদি জমির পরিমাণ তুলনামূলক বেশি। এসব জমির প্রধান ফসল ধান; এর পাশাপাশি শীত মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়স ও লাউ চাষ হয়। বর্ষাকালে পাট চাষ করা হয়। কৃষির পাশাপাশি এই ইউনিয়নে মনিহারী ব্যবসা, পোল্ট্রি, ডেইরি ফার্ম, মাছ চাষ, মাছ ধরা, ফেরি করা এবং ভ্যান, সিএনজি ও ভটভটি চালনার মত পেশা দেখা যায়। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক ও সৈনিক রয়েছে। এখানে সম্প্রতি একটি গার্মেন্টস কারখানা চালু হলেও এখানে কোনো নারী শ্রমিক নেই। ইউনিয়নের দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা থেকে নারী ও পুরুষরা ঢাকা, সাভার বা ময়মনসিংহে গিয়ে গার্মেন্টস, বাসা-বাড়িতে কাজ, রং মিস্ত্রী, নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জামা-কাপড় সেলাই এবং সুঁই-সুতার কাজের সাথে জড়িত। উল্লেখ্য, এই ইউনিয়নে কৃষি খাতসহ বাজার, দোকান ও ব্যবসা ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ কম। পুলিশ, ইউপি তহশিল অফিস, রেলওয়ে অফিসে কোনো নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নেই।

২.৩ যোগাযোগ ও অবকাঠামো

গাজীপুরের ইউনিয়নের সাথে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের যোগাযোগের মাধ্যম অটোরিকশা, টেম্পো, রিকশা ও ইজিবাইক। দূরত্ব কম হওয়ায় ইউনিয়নের বাসিন্দারা জেলা সদর বা উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক সুবিধা ও সেবা সরাসরি গিয়ে গ্রহণ করতে পারে। এমনকি দেখা যায়, এ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনেকেই জয়দেবপুর বা হারিনাল বা গাজীপুর সদরে স্থায়ী হয়। বাড়ির পুরুষ খানাপ্রধান যদি বিদেশে থাকে সেক্ষেত্রেও পরিবারের অন্য সদস্যরা শহরে স্থানান্তরিত হয়।

অন্যদিকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পাশ ঘেঁষে পাকা রাস্তা গবেষণাধীন ইউনিয়নটিকে জামালপুর সদরের সাথে যুক্ত করেছে। ময়মনসিংহ থেকে জামালপুর পর্যন্ত একটি রেল লাইন ইউনিয়নের ওপর দিয়ে গেছে। এই ইউনিয়নে একটি রেল স্টেশন থাকার ফলে সদরের সাথে যোগাযোগের একটি অন্যতম মাধ্যম ট্রেন। এছাড়া সিএনজি ও বাস দিয়েও সদরের সাথে যোগাযোগ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে ভ্যান, অটো, ভটভটি ও সিএনজি প্রধান যানবাহন।

২.৪ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান

গাজীপুরের ইউনিয়নে ১৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তিনটি আলিয়া মাদ্রাসা ও একটি কওমি মাদ্রাসা আছে। অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার জন্য ইউনিয়নে কোনো কলেজ নেই। ছেলে শিক্ষার্থীরা সহজে শহরে গিয়ে পড়ালেখা করতে পারলেও মেয়েদের জন্য তা এখনো কঠিন। প্রাথমিক বিদ্যালগুলোর মধ্যে ১২টির প্রধান শিক্ষক নারী। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালগুলোতে সহকারী শিক্ষক হিসেবেও নারীদের সংখ্যা বেশি। তবে এখানে প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়ার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বিদ্যালয় থাকলেও কয়েকটির অবকাঠামো এখনো দুর্বল। বাড়িয়া ইউনিয়নে চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক ও একটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র আছে। এছাড়া প্রধান বাজারে সপ্তাহে দুইদিন দুইজন এমবিবিএস ডাক্তার ওষুধের দোকানে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকেন। তবে চিকিৎসার জন্য এখনো অনেক ব্যক্তি স্থানীয় কবিরাজের কাছে দেখায়।

অন্যদিকে জামালপুরের ইউনিয়নে ১৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি নয়টি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড চারটি), তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (একটি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়), দুইটি কলেজ (একটি মহিলা কলেজ), একটি মাদ্রাসা (আলিয়া মাদ্রাসা) ও পাঁচটি কিন্ডারগার্টেন অবস্থিত। এখানে শিক্ষার হার ৪৯%। এই ইউনিয়নে চারটি কমিউনিটি ক্লিনিক, একটি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ও একটি ইউনিয়ন যক্ষ্মা কেন্দ্র আছে। এছাড়া তিনজন রেজিস্টার্ড ডাক্তার আছে। কিন্তু গ্রামের নারীরা কবিরাজের ওপর বেশি নির্ভর করে। কোনো অসুখের জন্য তারা সাধারণত ডাক্তারের কাছে না গিয়ে স্থানীয় কবিরাজ ও হুজুরের কাছ থেকে পানি পড়া ও তাবিজ নিয়ে আসে। ইউনিয়নে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের হার ৭০%।

২.৫ সরকারি কার্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান

গাজীপুরের ইউনিয়নে ভূমি অফিস রয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ ব্যাংক। বেসরকারি সংস্থা, সমিতি ও এনজিও'র মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, অ্যাসোসিয়েশন ফর ইউথফুল অ্যাসেট অ্যান্ড সোশাল হিউম্যান অ্যাকটিভিটিস (আয়েশা), বাঁচতে শেখা, এবং ব্যুরো বাংলাদেশ। বেশিরভাগ এনজিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এছাড়া বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' এ ইউনিয়নে তথ্য সংগ্রহের সময় চলমান ছিল।

অন্যদিকে জামালপুরের ইউনিয়নে ভূমি কার্যালয়ের পাশাপাশি একটি পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র রয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সরকারি কৃষি ব্যাংক ও দুইটি বীমা প্রতিষ্ঠান (পপুলার লাইফ ও ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স)। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, গ্রামীণ, আশা, প্রত্যাশা, পপি, প্রিপ ট্রাস্ট, হিলফুল ফুযুল সৌর বিদ্যুৎ। এর মধ্যে হিলফুল ফুযুল সৌর বিদ্যুৎ, ব্র্যাক ও গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যালয় ইউনিয়নে; অন্যদিকে আশা, প্রত্যাশা, পপি, প্রিপ ট্রাস্ট অন্য একটি ইউনিয়ন থেকে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্র্যাক, গ্রামীণ, আশা, প্রত্যাশার শুধুমাত্র ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প' এ ইউনিয়নেও চলমান ছিল।

২.৬ সামাজিক রীতিনীতি

গাজীপুরের ইউনিয়নে সামাজিক ও পারিবারিক রীতি ও নিয়ন্ত্রণের কারণে ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীদের থেকে পুরুষদের উপস্থিতি বেশি। তবে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে সেবা গ্রহণকারী হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি। দেখা যায় বিভিন্নভাবে পারিবারিক-সামাজিক রীতি-নীতির কারণে নারীকে গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যেই বেশি থাকতে হয়, যা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের কারণে আরও জোরালো হয়। তবে যেসব পরিবারে নারীরা শিক্ষিত তাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়। যেসব মেয়েরা বা পরিবার তাদের সন্তানের পড়ালেখার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী তাদের বাইরে চলাফেরার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি। এই এলাকায় জমির দাম অনেক বেশি, ফলে পরিবারের কন্যাদের পারিবারিক সম্পত্তি তুলনামূলকভাবে কম দেওয়া হয়। সম্পত্তির মূল্যের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ টাকা দিয়ে তাদের সাথে এক ধরনের পারিবারিক সমঝোতা করা হয়।

একইভাবে জামালপুরের ইউনিয়নেও জমিতে নারীর মালিকানা কম।[৩১] নারীরা জমির মালিক বেশি না হওয়ার পেছনে বড় কারণ হল মেয়েরা বিয়ে করে অন্য জায়গায় চলে যায়, জমি নারীর সাথে দিয়ে দেয়া যায় না, এ মনোভাবের কারণে ওয়ারিশরা বিশেষকরে ভাইরা টাকা দিয়ে জমি নিজস্ব মালিকানায় রেখে দেয়।[৩২] সামাজিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হওয়ার প্রবণতা কম, কারণ নারীদের বাড়ির বাইরে বের হওয়া পারিবারিক সম্মানের পরিপন্থী হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে বাড়িতে বেশি অবস্থান করলেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী কাঁথা সেলাই বা সুঁই-সুতার কাজ করে। তারা পারিশ্রমিক হিসাবে বিক্রয়মূল্যের শতকরা ১ ভাগ বা কখনো তারও কম টাকা পায়। স্থানীয় প্রতিনিধি শহর থেকে কাজ নিয়ে আসে, তবে তাদের

---

[৩১] উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১' অনুযায়ী জমির মালিকানা ৮১ শতাংশ পুরুষের যেখানে মাত্র ১৯ শতাংশ নারীর জমিরি মালিকানা রয়েছে। বাড়ির মালিকানার ক্ষেত্রেও ৮৬ শতাংশ পুরুষের বিপরীতে নারীর হার ১৪ শতাংশ। সূত্র: 'বিবিএসের জরিপ: ৮৫% নারীর উপার্জন করারও স্বাধীনতা নেই', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ জানুয়ারি ২০১৪।

[৩২] উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আবুল বারকাতের একটি গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রায় ৩৩ শতাংশ মুসলমান নারী উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জমির বদলে টাকা পান। এই টাকাও জমির চলতি বাজারমূল্যের ৪০ শতাংশ। গবেষণায় আরও দেখা যায় দেশের গ্রামীণ এলাকায় মোট জমির মাত্র ৪ শতাংশে নারীর কার্যকর মালিকানা রয়েছে। সূত্র: 'উত্তরাধিকার আইনে ভূমির অধিকার নিয়ে গবেষণা: ৩৩ শতাংশ মুসলমান নারী জমির বদলে টাকা পান', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৪ জানুয়ারি ২০১৪।

আয়ের টাকা সংসারের প্রয়োজনেই ব্যয় করতে দেখা যায়। পাশাপাশি কোনো কাজ করার জন্য, চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা-পয়সার লেনদেনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। তবে নারীরা টাকার চেয়ে পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে কাজ করাতে চায়।

উভয় এলাকাতেই মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ের হার বেশি। মেয়েদের ১২ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়ার হার বেশি। বিয়ের পর ঝরে যাওয়ার হার অনেক বেশি। যেসব মেয়েরা পড়ালেখার সাথে সম্পৃক্ত নয় তাদের বিয়ের বয়স শুরু হয় ১০ বছর থেকে। বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে মেয়ের বাবা-মা/ অভিভাবক মেম্বার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জাল জন্ম নিবন্ধনের সনদ তৈরি করে। জাল জন্ম সনদের জন্য এমনকি টাকা লাগে না; চেয়ারম্যান-মেম্বারদের অনুরোধ করলে তারা দিয়ে দেয়। বাল্যবিয়েতে মেম্বার বা চেয়ারম্যান বাধাও দেয় না। কোনো কোনো মেম্বারের মতে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া ভাল, কারণ মেয়েদের বয়স বেশি হলে যৌতুক বেড়ে যায়, ভাল বিয়ে হয় না।

দুই এলাকাতেই বহুবিবাহ ও যৌতুক স্বাভাবিক ঘটনা। যৌতুক হিসেবে নগদ টাকার পরিবর্তে ছেলেকে চাকরি দেওয়ার উদাহরণ যেমন আছে তেমনি যৌতুকের পরিবর্তে মেয়েকে চাকরি দিয়ে দেওয়া হবে এবং সেসময় টাকা লাগলে মেয়ের পরিবারকে দিতে হবে এমন চুক্তিও করা হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, একটি ছেলের বাবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিয়েতে শর্ত ছিল এক বছর পর যখন অবসর নেবেন তখন মেয়েকে তার চাকরিটা দেবেন এবং সেসময় যে টাকা খরচ হবে তা মেয়ের পরিবারকে দিতে হবে।[৩৩]

২.৭ ইউনিয়ন পরিষদে নারীদের ভূমিকা

দুটি ইউনিয়নেই পরিষদের বাজেট ও খরচের হিসাব জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য ওয়েবসাইট রয়েছে। পরিষদের নারী সদস্যদের অবস্থান একদিকে দুর্বল, এবং অন্যদিকে দলীয় রাজনীতির দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও কমিটিতে তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে কম, যেহেতু একদিকে পুরুষ সদস্যরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, নারী সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না, আর অন্যদিকে বেশিরভাগ নারী সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের কাজে জড়িত হতে চায় না। দুইটি ইউনিয়নেই বিভিন্ন সভা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যক্রম ও সালিশ চলাকালীন কোনো নারী সদস্যকে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় নি। আবার কিছু নারী সদস্যের পদের সুবিধা ভোগ করে কোনো পুরুষ, যেমন একজন নারী পরিষদের সদস্য হতে না চাইলেও তার স্বামীর চাপে নির্বাচন করতে হয়েছে এবং এখন তার স্বামী তার ক্ষমতা ব্যবহার করছে।

২.৮ উপসংহার

দেখা যাচ্ছে ভৌগোলিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও গবেষণাধীন দুইটি ইউনিয়নেই পারিবারিক-সামাজিক রীতি-নীতির কারণে নারীদের বাইরের কার্যক্রম, যেমন কৃষিকাজে অংশগ্রহণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, এনজিও প্রভৃতি খাত থেকে সেবা গ্রহণে অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। এটি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণের কারণে আরও জোরালোভাবে চর্চিত হয়। দুইটি এলাকাতেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও খাত থেকে নারীদের সেবাগ্রহণের জন্য বাইরে যাতায়াত সীমিত। উভয় এলাকাতেই নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সীমিত, তারা পারিবারিক সম্পত্তি পুরুষদের তুলনায় কম পায়। সম্পত্তির প্রকৃত মূল্যের তুলনায় অনেক কম পরিমাণ টাকা দিয়ে তাদের সাথে এক ধরনের পারিবারিক সমঝোতা করা হয়। দুইটি এলাকাতেই মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ের হার বেশি। দুইটি এলাকাতেই যৌতুক সামাজিকভাবে খুবই প্রচলিত এবং প্রায় বাধ্যতামূলক, এবং পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত। দুটি এলাকাতেই রাজনৈতিকভাবেও নারীরা কম ক্ষমতায়িত।

---

[৩৩] উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১৫' অনুযায়ী নারীদের এক-তৃতীয়াংশের বিয়ে হয় যৌতুক দেওয়ার শর্তে। আবার প্রায় ১০ শতাংশ নারীকে স্বামীরা বাবার বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র আনতে চাপ দিয়েছে। সূত্র: 'বিবিএসের জরিপ: নারীরা অর্থনৈতিক নির্যাতনেরও শিকার', *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ নভেম্বর ২০১৬।

তৃতীয় অধ্যায়

নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি

এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দুইটি ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখা যায় এ দুইটি এলাকায় সাধারণভাবে নারীদের কাজ ও চলাচলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তবে প্রায় সবগুলো খাতে নারীদের অংশগ্রহণ সীমিত হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও এনজিও খাতে নারীদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এসব এলাকায় নারীর অভিজ্ঞতায় দুর্নীতির বিভিন্ন বিষয় এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, যেখানে দুর্নীতি সম্পর্কে নারীদের ধারণা, দুর্নীতির বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা, এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নারীর কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ গ্রামীণ নারীদের চোখে দুর্নীতি

গবেষণাধীন দুইটি এলাকাতেই নারীরা দুর্নীতিকে একটি স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে গণ্য করে, যেমন কোনো কাজ করার জন্য বা চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা-পয়সার লেনদেনকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতি সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। তাদের ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক সেবার ক্ষেত্রে "সেবাদাতা যদি চায় তাহলে তা ঘুষ, নিজে থেকে দিলে তা ঘুষ নয়"। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র ছাড়াও পারিবারিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়, যেমন বঞ্চনা, বৈষম্য ও নির্যাতনকে তারা দুর্নীতি বলে মনে করে।[৩৪] এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাবা/ স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমির দখল না পাওয়া, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জমি বাজারদরের চেয়ে কম দামে ভাইদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হওয়া। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মসাৎ, যেমন ঋণের টাকা, স্বামীর টাকা আত্মসাৎ করাকেও তারা দুর্নীতি বলে মনে করে। গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে নয় তবে অন্য কোনো মাধ্যমে সুবিধা দেওয়া বা আদায়ও অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন, যেখানে যৌন সুবিধার বিনিময়ে কোনো সেবা বা সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয় (দেখুন বক্স ১)।[৩৫]

বক্স ১: সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে যৌন হয়রানি

- "চেয়ারমেন কয়, তোমারে চাকরি দিছি টাকা নেই নাই, তুমি বোঝ না কি চাই, তুমি আমার সাথে প্রেম করবা। আমি বলছি মামা আমার প্রেমের বয়স নাই। ৮ বছর বিয়া হইছে ৫ বাচ্চার মা হইছি। আর আমার ধর্মেও এগুলান নাই। বেশি করলে বড় অফিসাররে জানাব বইলা চইলা আসছি। চেয়ারমেনের নজর খুবই খারাপ - খালি হিন্দু না, মুসলমানগো লগেও এমন করত।" - *লক্ষ্মী, তথ্যদাতা*
- "ভিজিএফ কার্ড চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বণ্টন করা হয়। কম-বয়সী মেয়েদের এসব কার্ড দেওয়া হয়েছে টাকা বা অন্য কোনো সেবার বিনিময়ে (যৌন সুবিধার প্রতি ইঙ্গিত করে)।" - *মর্জিনা বেগম, নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*

উল্লেখ্য, নারীরা টাকা দিয়ে কাজ করানোর চেয়ে পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে সেবা নিতে বা কাজ করাতে চায়। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে (ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা জেলা সদর হাসপাতালে) নারীরা পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে বা লাইনে না দাঁড়িয়ে সেবা নেওয়া যায় কিনা তার সুযোগ খোঁজে।

গবেষণাভুক্ত দুটি ইউনিয়নে দেখা গেছে নারীরা তাদের জীবনযাপনের জন্য যেসব সেবাখাতে অংশগ্রহণ করেছে, সেখানেই তাদের দুর্নীতির শিকার হতে হয়েছে। এসব এলাকায় নারীদের বিভিন্নভাবে যেমন দুর্নীতির শিকার হতে হয়, তেমনি তাদের একটি অংশকে দুর্নীতিতে জড়িত হতেও দেখা যায়। নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতাকে কয়েকটি মাত্রায় ব্যাখ্যা করা যায়। নারীরা প্রধানত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। এর মধ্যে দুর্নীতির শিকার, সংঘটক ও মাধ্যম হিসেবে নারীর দুর্নীতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। নিচে নারীর প্রত্যক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেওয়া হলো।

৩.২ দুর্নীতির শিকার (victim) হিসেবে নারী

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে নারীর প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। দেখা যায় পল্লি অঞ্চলে নারীরা যেসব সেবা খাতে সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ),

---

[৩৪] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১' অনুযায়ী বাংলাদেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এছাড়া নারীদের ১৬ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন, ২৬ শতাংশ মানসিক নির্যাতন আর ২৯ শতাংশ যৌন নির্যাতনের শিকার হন। সূত্র: 'নারী নির্যাতন নিয়ে সরকারের প্রথম জরিপ: নারী ঘরেই বেশি নির্যাতিত', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৩ জানুয়ারি ২০১৪।

[৩৫] উল্লেখ্য, অন্যান্য গবেষণায়ও নারীদেরকে যৌন সুবিধা দিতে বাধ্য করার বিনিময়ে সরকারি সেবা দেওয়ার তথ্য উঠে আসে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন টিআই (২০১৪)।

এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। এছাড়া এসব খাতে নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা, যেমন স্বাস্থ্যখাতে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, স্থানীয় সরকার খাতে মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভিজিডি/ ভিজিএফ, মাটি কাটার কাজ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ) ও বিচারিক সেবা খাতে নারী নির্যাতন মামলা দায়ের, শিক্ষাখাতে উপবৃত্তি ইত্যাদি গ্রহণ করার সময়ও দুর্নীতির শিকার হয়। এসব খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। নিচে দুর্নীতির শিকার হিসেবে নারীদের অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো।

৩.২.১ স্বাস্থ্য খাত

নারী সেবাগ্রহীতারা এ খাতে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়, যার মধ্যে রয়েছে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে টাকা নেওয়া, সরকারি হাসপাতালে পরীক্ষা না করতে দিয়ে বাইরে থেকে পরীক্ষা করতে বলা, এবং সরকারি ওষুধ বাইরে থেকে কেনা। এছাড়া ডাক্তার দেখানোর সময় ডাক্তার ঠিকমত দেখে না বা সময় দিতে চায় না, খারাপ ব্যবহার করে, ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ দেয় বলে তথ্যদাতারা জানায়। তারা আরও জানায়, অনেকক্ষেত্রে ডাক্তার রোগী না দেখে (দায়িত্বে অবহেলা করে) অন্যের সাথে অপ্রয়োজনীয় ফোনালাপে ব্যস্ত থাকে। জেলা সদর হাসপাতালে অনেক সময় ডাক্তার বা ডাক্তারের সহযোগী বাইরের নির্দিষ্ট ক্লিনিকে সেবা নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। এছাড়া সদর হাসপাতালে হয়রানি ও দায়িত্বে অবহেলার কারণে সেবা পায় না বলে তথ্যদাতারা জানায়। দেখা যায়, সেবা নেওয়ার জন্য নারীরা অনেক সময় অনেক বড় লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কিন্তু এত কষ্টের পরে তারা ঠিকমত ডাক্তার দেখাতে পারে না। এমনকি যেসব নারী কম শিক্ষিত বা মোটেও পড়ালেখা জানে না, তারা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না কোন ভবন বা কক্ষে তাদেরকে যেতে হবে। আবার ঘন্টার পরে ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকার পরেও দেখা যায়, ডাক্তার তখনো চেম্বারে এসে পৌঁছাননি। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট সেবাদাতা (এক্ষেত্রে সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) এলাকায় থাকে না, ঢাকায় থাকে, এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সময়মতো যায় না, ফলে রোগীরা অপেক্ষা করতে বাধ্য হয়।

নারীদের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও তাদের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে এমআর করানোর কথা থাকলেও সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে ১,০০০-২,০০০ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। তবে আরও জানা যায়, যারা অবৈধ সম্পর্কের কারণে এ ধরনের সমস্যায় পড়ে এমআর করাতে আসে শুধু তারাই নিজে থেকেই এই টাকা দেয়, যেহেতু উভয়পক্ষ এতে লাভবান হচ্ছে এবং কেউ জানতে পারছে না। এছাড়া কপার-টি পরানোর জন্য প্রত্যেক সেবাগ্রহীতাকে ১০০-১৫০ টাকা দেওয়ার কথা কিন্তু তা না দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের জন্য না জানিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা জানা যায়, যার শিকার হয় নারী সেবাগ্রহীতারা।

বক্স ২: স্বাস্থ্যখাতে প্রশাসনিক দুর্নীতি

- "আমি ১৫ বছর আগে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ১ লাখ ৯৬ হাজার টাকা ঋণ তুলি। এই ঋণ তোলার জন্য আমাকে ৩,৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অফিসের কেরানিকে এই টাকা দিতে হয়েছে। কাগজপত্র তৈরি করা, ফাইলের দৌড়াদৌড়ির জন্য কেরানি আমার কাছে এই টাকা চেয়েছিল। এই টাকা না দিলে ঋণের টাকা পেতে অনেক সময় লাগত। কেরানি যার কাছ থেকে যে পরিমাণ টাকা আদায় করতে পারে, এছাড়া উঠানো টাকার পরিমাণের উপরও ঘুষের টাকার রকমের কম বেশি হয়। বর্তমানে আমাকে এত টাকা খরচ করতে হয় না। এখন কাগজ নিজেদের জমা দিতে হয়। এ কারণে কেরানিকে কাগজের ফটোকপি, স্বাক্ষর বাবদ খুশি হয়ে ৩-৪০০ টাকা দিলেই কাজ হয়ে যায়।" - *জাফরিন, নারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা*
- "আগে যখন হাতে টাকা দিত তখন বেতন থেকে টাকা কেটে দিত। প্রতি মাসেই উন্নয়ন খাত দেখিয়ে কিছু না কিছু টাকা কেটে রাখত। যখন আমরা ওয়েলফেয়ারে ছিলাম তখন আমাদের বেতন কেটেছে রাজস্ব আনবে বলে আবার পদোন্নতি দেবে বলেছিল।" - *জমিলা, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী*
- "যখন কল্যাণমূলক খাত থেকে সরকারি খাতে এসেছি তখন নয়মাস বেতন পাই নি। পরে বেতনের টাকা তুলতে গিয়ে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের হিসাবরক্ষককে টাকা দিতে হয়েছে। অন্যদেরকেও টাকা দিতে হয়েছে।" - *হোসনে আরা, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী*

অন্যদিকে স্বাস্থ্যখাতে নারী কর্মীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়ে দুর্নীতির শিকার হয় বলে জানা যায়। এসব দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে বেতন থেকে টাকা কেটে রাখা, বেতন না দেওয়া, সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত বাসা না পাওয়া, এবং নিয়ম-বহির্ভূতভাবে বদলি হওয়া। বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম (বিল, বেতন বা প্রভিডেন্ট ফান্ডের অর্থ উত্তোলন, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়া) তরান্বিত করতে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয় (দেখুন বক্স ২)। এমনকি নিজস্ব ইচ্ছামাফিক বদলির জন্য ৩০,০০০ টাকাসহ আবেদনপত্র জমা দিতে হয়। এছাড়া নানা অজুহাতে (স্ট্যাম্প, মসজিদ,কাজের বুয়া ইত্যাদি) বিভিন্ন সময় বেতন থেকে টাকা কেটে রাখা হয়। একজন পরিবার-কল্যাণ স্বেচ্ছাসেবক জানায় তার বিলের টাকা জমা দেওয়ার সময় ২% কেটে রাখে, এবং কেরানি আরও ১০০-২০০ টাকা কেটে রাখে নিজের জন্য। কারণ হিসেবে বার্ষিক নিরীক্ষা হওয়ার সময় সিনিয়র কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার জন্য আগে থেকে কেটে রাখে বলে জানায়।

বক্স ৩: সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নামে বরাদ্দকৃত বাড়ি দখল

"আমার নামে একটি বাড়ি বরাদ্দ আছে। শুধুমাত্র পরিবার পরিকল্পনা শাখার সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তার জন্য এই সুবিধা রয়েছে। এ বাবদ আমাকে মাসে ৫০০ টাকা ভাড়া এবং ২০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল দিতে হয় যা বেতন থেকে কেটে রাখা হয়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ওপর তলাতে দুটি কক্ষ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এটি দখল করে আছে একজন পুরুষ স্বাস্থ্যকর্মী। আমি সদরে থাকি বলে এখানে থাকা হয় না। অফিশিয়ালি বলা হয়েছিল একটি কক্ষ মাসিক মিটিং এর জন্য দেবার। এরপর সে পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। কোনো ভাড়াও দেয় না। চাবি চাইলে দেয় না, জোর করলে বলে, 'আপনি বয়স্ক মানুষ বেশি কথা বলবেন না'। তবে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যার জন্য উপরের স্তরে অভিযোগ করতে হবে। আমি ৭০০ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। সামান্য টাকার জন্য কোনো ধরনের ঝামেলা করতে চাই না।" - *মেহেরুন্নেসা, সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা*

৩.২.২ শিক্ষা খাত

তথ্যদাতারা এ খাতে যেসব দুর্নীতির উল্লেখ করেছে তার মধ্যে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, শিক্ষকদের দায়িত্বে অবহেলা, এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা উল্লেখযোগ্য। যেসব খাতে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় তার মধ্যে রয়েছে প্রাথমিকে ভর্তি, নতুন বই বাবদ, বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বিদায় সংবর্ধনা, মিলাদ ইত্যাদির জন্য ১০ থেকে ১০০ টাকা করে, কোনো কোনো বিষয়ের খাতা বা ব্যবহারিকের জন্য (কম্পিউটার কোর্সের দুই পার্টের খাতার জন্য ৩০০ টাকা, ভূগোল ব্যবহারিকের জন্য ৫০-১০০ টাকা) অতিরিক্ত টাকা আদায়। এছাড়া চারু-কারু বিষয়ে বিভিন্ন দ্রব্য (ঝাড়ু, জগ, গ্লাস, উলের কাপড়, মাটির দ্রব্য, সবজি, পিঠা) ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। অনেকক্ষেত্রে ব্যবহারিক পরীক্ষার খাতায় স্বাক্ষর করার জন্যও শিক্ষকদের টাকা দিতে হয়েছে, কারণ টাকা ছাড়া শিক্ষকরা খাতায় স্বাক্ষর করে না। তথ্যদাতারা আরও জানায়, উপবৃত্তির টাকা তোলার সময়ও কিছু টাকা কেটে রাখা হয়। একজন শিক্ষার্থী তথ্যদাতার ভাষায়, "উপবৃত্তি তোলার সময় প্রতিবার ১০ টাকা করে স্যাররা রেখে দেয় আবার টাকা তোলার পর ৩০ টাকা করে রেখে দেয়, এই টাকার কোনো রশিদ নাই, ১০ টাকা নেয় অফিসারদের চা-নাস্তার জন্য কিন্তু ৩০ টাকা কেন নেয় তা জানি না। শেষবার প্রথমে ২০ টাকা পরে ৪০ টাকা করে রেখেছে।" আবার অনেক ক্ষেত্রে উঁচু ক্লাসে সেশন ফি নেওয়ার সময় বাড়তি টাকা নেওয়া হয় এবং সমপরিমাণ টাকার রশিদ দেওয়া হয় না।

তথ্যদাতাদের মধ্যে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা জানায়, শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে কোচিং বা প্রাইভেটে পড়তে বাধ্য করা হয়, কারণ না পড়লে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যায় না। আবার কেউ যদি প্রাইভেট পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেয় তাহলেও তাকে পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়া হয়, ফলে অভিভাবকরা সন্তানদের প্রাইভেট পড়াতে বাধ্য হয়। এছাড়া প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষার্থীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়, এমনকি শারীরিক শাস্তিও দেওয়া হয়। এছাড়া সৃজনশীল প্রশ্ন ভালমতো বুঝিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে প্রাইভেট পড়তে বলা হয়। তথ্যদাতারা আরও জানায়, অনেকক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাসে ঠিকমত পড়ায় না বা পড়া বুঝিয়ে দেয় না।

অন্যদিকে নারী শিক্ষকরা নিয়োগ পেতে দুর্নীতির শিকার হয় বলে জানায়। একজন তথ্যদাতা জানায় তার বিদ্যালয়ে (কারিগরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়) একজন নারী শিক্ষক নিয়োগ হওয়ার কথা ছিল। প্রথমে দুইবার সার্কুলার দিয়ে কোনো নারী শিক্ষক পাওয়া যায় নি। তবে পরবর্তীতে একজনকে পাওয়া গেছে, যাকে সর্বনিম্ন ৭০ হাজার টাকা দিয়ে চাকরিটা নিতে হচ্ছে। সর্বনিম্ন এই কারণে যে অন্য বিদ্যালয়গুলোতে তিন থেকে চার লাখ টাকার নিচে মাধ্যমিক শিক্ষকের চাকরি পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, কারিগরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩০% নারী শিক্ষক থাকতে হবে বলে নিয়ম রয়েছে। আরও জানা যায়, বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নিয়োগের জন্য বোর্ড পর্যন্ত টাকা দিতে হয়, যা নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। আরও উল্লেখ্য, পুরুষ শিক্ষকের নিয়োগের জন্য ২-৩ লাখ টাকা প্রয়োজন হয়।

যেকোনো প্রয়োজনে বা কাজের জন্য উপজেলা বা জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে গেলে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয়, না দিলে কাজ করা যায় না। এসব কাজের মধ্যে রয়েছে সার্ভিস বুক খোলা, পিটিআই স্কেল যোগ করা, জিএফআই ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়া, বা এমপিওভুক্ত করা। একজন নারী শিক্ষক জানান, তাঁর সার্ভিস বুক খুলতে ৩০০ টাকা অফিস সহকারীকে দিতে হয়েছিল, এবং পিটিআই স্কেল যখন তার বেতনের সাথে যুক্ত হয় তখন ৫০০ টাকা দিতে হয়েছিল। আরেকজন শিক্ষককে জিএফআই ফান্ড থেকে ঋণ নেওয়ার সময় অতিরিক্ত ৫০০-১,০০০ টাকা দিতে হয়েছিল। এমনকি যিনি ফাইলটি এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলে নিয়ে যাবেন তাকেও চা-নাস্তার খাওয়ার জন্য ৩০০-৫০০ টাকা দিতে হয়।

৩.২.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

পল্লি এলাকায় বিভিন্ন সেবা গ্রহণের কাজে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীদের তুলনায় পুরুষরা বেশি গেলেও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাথে নারীদের যোগাযোগ রয়েছে, যেহেতু এর অধিকাংশ প্রকল্প এবং কর্মসূচি নারীদের জন্য পরিচালিত। এছাড়া জন্ম নিবন্ধন ও অন্যান্য সনদ, এবং বিচার-সালিশের জন্য নারীদের ইউনিয়ন পরিষদে যোগাযোগ করতে হয়। তবে

গবেষণায় দেখা যায় নারীরা নির্ধারিত ফি অপেক্ষা বেশি অর্থ না দিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারে নি। একজন তথ্যদাতা জানায় ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম নিবন্ধন সনদের জন্য ২৫ টাকা করে তার চারজন ছেলেমেয়ের জন্য ১০০ টাকা নিয়েছে কিন্তু সনদ দেয় নি। পরবর্তীতে তাকে আবার আবেদন করতে হয়েছে ও ১০০ টাকা দিতে হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদে দুস্থ ও দরিদ্র নারীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় যেসব কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কর্মসৃজন কর্মসূচি[৩৬] (মাটি কাটার কাজ), ভিজিডি[৩৭], ভিজিএফ[৩৮], বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা[৩৯], বয়স্ক ভাতা[৪০] ও মাতৃত্বকালীন ভাতা[৪১]। গবেষণায় দেখা যায় এসব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি এবং পরবর্তী নির্ধারিত প্রাপ্য গ্রহণ করার সময় জোর করে অর্থ আদায় করা হয় (দেখুন বক্স ৪)। যেমন মাটিকাটার কাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সময় ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকা, এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পের কাজের জন্য ১০,০০০ টাকা, মাতৃত্বকালীন ভাতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ২,৭০০ থেকে ৩,০০০ টাকা, পরিষদের গাছ পাহারা দেওয়ার কাজ পাওয়ার জন্য চেয়ারম্যানকে ১,৫০০ টাকা, ভিজিএফের চালের স্লিপ নেওয়ার জন্য ৫০০ থেকে ১০০০ টাকা, এবং ভিজিডি ও বয়স্ক ভাতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ টাকা আদায় করা হয়। একজন তথ্যদাতা জানায়, "কার্ড পাইতে হলে ৩/৪ হাজার টাকা লাগে। চেয়ারমেন কইছে টাকা দিলেই কার্ড দিব। এত টাকা দিতেও পারি নাই আর কার্ডও পাই নাই। ... চেয়ারমেনের সময় মেম্বার আছিল ... সে কার্ডের লেইগ্যা ৩,০০০ টাকা চাইছিল। তহন তারে ২,০০০ টাকা দিছিলাম। কিন্তু কার্ড আর দেয় না, টাকাও ফেরত দেয় না, খালি ঘুরায়। আরেকজনরে বেশি টাকা পাইয়া দিয়া দিছে। কয়দিন বাদে হেরে বাজারে পাইয়া বাজারেই খারা কইরা টাকা লইছি। তহন ভালা মানুষের মত টাকা দিছে।"

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকল্পে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করা হয়। যেমন কম লোক দিয়ে কাজ করিয়ে কাগজে কলমে বেশি লোক দেখিয়ে, টাকা আত্মসাৎ করা হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে মজুরি হিসেবে যে টাকা দেওয়ার কথা তার থেকে কম টাকা দেওয়া হয়, এবং টাকা ফেরত পাওয়া যায় না (দেখুন বক্স ৪)। বিভিন্ন প্রকল্পের চাল বিতরণের সময় পরিমাণে কম দেওয়া হয়। এমনকি মাটি কাটার কাজ দেওয়ার বিনিময়ে একজন চেয়ারম্যান যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দিয়েছে বলেও একজন তথ্যদাতা জানায় (দেখুন বক্স ১)।

বক্স ৪: মাটি কাটার কাজে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য দুর্নীতির শিকার

- "তিনবার মাটি কাটার কাজ করছি। এর মধ্যে গতবারের মিজান (ছদ্মনাম) মেম্বোরের আমলে একবার আর এবার জহির (ছদ্মনাম) মেম্বারের আমলে দুইবার। মিজান মেম্বার গ্রামে খবর দিছিল যখন মাটি কাটার কাজ আসে ২/৩ বছর আগে। তখন মিজান মেম্বার গ্রামের যারা কাজ করছে তাদের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা করে নিছিল কাজ দেবার বদলে। কিন্তু আমি মিজান মেম্বারকে অনুরোধ কইরা ৫০০ টাকা দিছি, এর বেশি আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সেবার ৪১ দিন কাজ ছিল দৈনিক ১৪৫ টাকা করে। কাজ পুরোটা করছি, টাকা সপ্তাহ হিসাবে দেয়া হয়। টাকা পাইতে কোনো সমস্যা হয় নাই। ... এইবার জহির মেম্বার মাটি কাটার কাজ দিছে। জহির মেম্বার প্রত্যেক শ্রমিকের কাছ থেকে ১,০০০ টাকা চাইছে কাজের

[৩৬] সরকার বিভিন্ন সময় অতিদরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য ১০০ দিনব্যাপী এবং পরবর্তীতে ৪০ দিনব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির অধীনে নির্দিষ্ট মজুরির সমপরিমাণ চাল বা গম দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, 'অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) নির্দেশিকা', ১৮ জুলাই ২০১৩।

[৩৭] ভিজিডি'র পরিমাণ মাসিক ৩০ কেজি চাল বা গম। দুস্থ নারীদের মধ্যে থেকে বয়স ২০ থেকে ৪৯ বছর, অতিমাত্রায় খাদ্য নিরাপত্তাহীন, প্রকৃত অর্থে ভূমিহীন অথবা ০.১৫ একর জমির মালিক (এক্ষেত্রে ভূমিহীন পরিবার অগ্রাধিকার পাবে), গর্ভবতী মা বা ২৪ মাসের কমবয়সী শিশুসন্তান রয়েছে, সুনির্দিষ্ট কোনো আয়ের উৎস নেই, পরিবার প্রধান নারী ও উপার্জনক্ষম পুরুষ সদস্য অথবা অন্য কোনো আয়ের উৎস নেই, পরিবারে স্কুলে অধ্যয়নরত কিশোরী আছে তার মা, এবং পরিবারে প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এমন শর্তের ওপর ভিত্তি করে ভিজিডি নারী নির্বাচন করা হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 'দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট - ভিজিডি) কর্মসূচির আওতায় পরবর্তী ২৪ মাস চক্রের (১ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮) ভিজিডি উপকারভোগী বাছাই / নির্বাচন সংক্রান্ত পরিপত্র', ৪ আগস্ট ২০১৬।

[৩৮] ভিজিএফ-এর পরিমাণ মাসিক ১০ কেজি চাল। দুস্থ নারী-পুরুষের মধ্যে দিনমজুর অথবা সাময়িক মজুর যাদের আয় অনিয়মিত, অতি সামান্য বা পারিবারিক আয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই, এমন পুরুষ বা নারী, ভূমিহীন বা ০.১৫ একরের জমির মালিকানাসম্পন্ন পুরুষ বা নারী, পঙ্গু স্বামীর স্ত্রী বা প্রতিবন্ধী, নদী ভাঙ্গন/বন্যা/পাহাড়ি ঢলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র নারী/পুরুষ ভিজিএফ কার্ড পাওয়ার যোগ্য। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, 'মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা ২০১২-১৩', ২৯ জুলাই ২০১২।

[৩৯] বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতার পরিমাণ মাসিক ৩০০ টাকা। হতদরিদ্র নারীরা এ ভাতা পাবেন তবে তারা অন্য কোনো ভাতা বা সরকারি সুবিধা পাবেন না। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, 'বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত)', ২০১৩।

[৪০] বয়স্ক ভাতার পরিমাণ মাসিক ৩০০ টাকা। দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউপি'র ৬৭ বছর বা তদূর্ধ বয়সী হতদরিদ্র নারী বা পুরুষ, যার বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ্ব ৩০০০ টাকা, তারা বয়স্ক ভাতা পাবেন। তবে তারা অন্য কোনো ভাতা বা সরকারি সুবিধা পাবেন না। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, সমাজসেবা অধিদফতর, সমাজসেবা মন্ত্রণালয়, 'বয়স্কভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত)', ২০১৩।

[৪১] সন্তান-সম্ভবা মা ও নবজাতক শিশুর পুষ্টি নিশ্চিকরণে সরকার ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে 'মাতৃত্বকালীন ভাতা' কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। সেবাগ্রহীতা যাচাই ও চিহ্নিত করার দায়িত্ব পালন করে ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যরা। মাসিক ৩৫০ টাকা হারে ২৪ মাস এ ভাতা দেওয়া হয়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, 'দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচিঃ বাস্তবায়ন নীতিমালা', মার্চ ২০১১।

জন্য। আমিও মেম্বারকে ১,০০০ টাকা দিছি। কম দিলে কাজ দিবে না মেম্বার। দুই দফায় ৪১ দিন করে কর্মসূচি ছিল। প্রত্যেকবার আলাদা আলাদা করে ১,০০০ করে টাকা দিতে হইছে। ৪১ জনের কাজের কথা ছিল কিন্তু জহির মেম্বার ৩৬/৩৭ জনরে দিয়া কাজ করাইছে। টাকা দেয়ার দিন ৪১ জনরে ভূর কইরা আনে। আর কেউ কাম দেখতে আইলে তহনও ৪১ জনরে দেহায়। এইগুলার টেকা মেম্বারে খায়। ১৭৫ টেকা দিনমজুরি, ৪১ দিন কাম হওয়ার কথা কিন্তু ছয়দিন কাম কম হইছে, এই টেকাও জহিরে খাইব... এই কাজ দেওয়ার কথা গরীবগো, জহিরে অনেকরে কাম দিছে যাগো জমি আছে, ২০ মণ ধান পায়। মুখ চিইন্যা কত জনরে কাম দিছে।" - *জরিনা, তথ্যদাতা*

- "আমার কাছ থেকে মাটি কাটার কাজের জন্য চেয়ারম্যান ১০,০০০ টাকা দাবি করে। যারা টাকা দিতে পারবে তাদের কাজ দিব। যাগো নাম উঠছে তাগো আলাদা ঘরে নিছে। ... চেয়ারমেন নিজের মুখে ২০,০০০ টাকা চাইছে। যারা টাকা দিতে পারব কাজ তাগো দিব। ১০ জনের কাজ ছিল, সবাই বেটিন আছিল। সবার কাছ থেকাই এমন টাকা নিছে। ভাবছি পাঁচবছরের কাজ, মাসে ১৬০০ টাকা বেতন, টাকা দেই। টাকাটা জমাইলে পাঁচবছর পর একবারে প্রায় ৫০,০০০ টাকা তুলতে পারব। তখন কাজে লাগাইতে পারমু। তবে পাঁচ মাস পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বন্ধ হয়। চেয়ারমেনরা জানত কাজ বন্ধ হইয়া যাব, তারপরেও টেকা খাওয়ার লেইগ্যা কাজ দিছে। প্রতি বিষুদবারে কাজ শেষে হাজিরা দেওন লাগছে। পাঁচমাস শেষে হাজিরা দেওয়ার সময় শুনি কালকা থেকে আর কাজ নাই, কাজ বন্ধ। চৌকিদার, সেক্রেটারি কইছে, কাগজ আইছে, চিঠি আইছে, আমাগো পইড়া শুনাইছে। শুইনা আমি ওই খানে ফিট হইয়া গেছি। পরে কতবার চেয়ারমেনের কাছে গেছি টাকার লেইগা। চেয়ারমেন কয় আমরা কই থেইকা দিমু আমরা কি কাজ বন্ধ করছি, কাজ তো সরকার থেইকা বন্ধ হইছে। চেয়ারমেনের বাড়ি গেছি, আমার মারে নিয়া গেছি, টাকা তো দেয় নাই আরও মুখ করছে, অনেক খারাপ কথা কইছে। কার কাছে যামু, কারে নিয়া সালিশ করমু, আমরা গরীব মানুষ আর সব মহিলারা একসাথে আছিল না। চেয়ারমেনের এলাকার যারা তাগো চেয়ারমেন একটা কইরা চালের স্লিপ দিছে। আমি চেয়ারমেনেr এলাকার না বইলা স্লিপ পাই নাই। ওরাও স্লিপ পাইয়া আর কিছু কয় নাই চেয়ারমেনরে।" - *সখিনা, তথ্যদাতা*

গবেষণা এলাকায় মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগী নারীদের তথ্য অনুযায়ী কর্মসূচিতে তালিকাভুক্তির জন্য তাদেরকে সংশ্লিষ্ট নারী সদস্যকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দিতে হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে সংশ্লিষ্ট নারী সদস্য জোর করে এ টাকা সুবিধাভোগীর কাছ থেকে আদায় করে বলেও জানা যায়। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "মেম্বারনি আমারে কয় '(মাতৃত্বকালীন ভাতার) কার্ড আছে, করবেন? চারটা কার্ড পাইছি, এহন একটাই আছে। নিলে নেন, না নিলে আরেকজনরে বেশি টাকায় দিয়া দিমু'। আমি করমু (নিতে চাই) কইলে কয়, 'টাকা লাগব, ২৭০০ টাকা দিতে হইব'। দশ হাজারের মত পামু, ৩,০০০ দিয়াও যদি ৭,০০০ পাই তাইতো লাভ। কিন্তু বলে নাই সরকার ফ্রি দিতেছে। তাইলে হয়ত টাকা দিতাম না। আমরা গরীব মানুষ অল্প কিছুর বদলে কিছু পাইলেই তো লাভ।"

এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদে সালিশে স্বল্প খরচে দ্রুত বিচারের কথা থাকলেও এর বিপরীত চিত্র দেখা যায়। সালিশে দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে নির্ধারিত ফি'র বাইরে অতিরিক্ত টাকা আদায়, এবং অর্থের বিনিময়ে বিচারের রায় প্রভাবিত করা (পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেওয়া)। একজন তথ্যদাতা জানায় তার কাছ থেকে নেওয়া ঋণের টাকা আদায়ের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে সালিশ করার সময় তার কাছ থেকে নির্ধারিত ফি'র বাইরে ফরমের নামে অতিরিক্ত টাকা (৪০০ টাকা) আদায় করা হয়। দেখা যায় বিবাদির কাছে নোটিশ পাঠানোর জন্য টাকা আদায় করা হয়, বাদির (এক্ষেত্রে নারী তথ্যদাতা) পক্ষে রায় দেওয়ার জন্য টাকা চাওয়া হয় (দেখুন বক্স ৫)।

বক্স ৫: ইউনিয়ন পরিষদে সালিশের রায় অনুকূলে দেওয়ার জন্য অর্থ দাবি

- "প্রথম সালিশের মাঝখান থেকে কয়েকজন চলে যায়। তারা আমাকে বলে, 'খালি মুখে সালিশ হয় না'। জমি নিয়ে সমস্যা শুরু হবার আগে এরা কয়েকজন আমার কাছে আসে এবং এক শতাংশ জমির দাম (প্রায় ১ লক্ষ টাকা) চায়। তারা বলে এই টাকা দিলে জমি নিয়ে আর কোনো সমস্যা হবে না। যারা টাকা চায় তাদের কথা হল যে, আমি বিলের পাশ থেকে রাস্তার পাশের দামি জমিতে চলে আসছি, এর জন্য মূলত চাঁদা দিতে হবে।" - *সালমা, তথ্যদাতা*
- "চেয়ারমেন আমাকে সরাসরি বলে ৩,০০০ টাকা দিলে আমার পক্ষে কথা বলবে আর যদি ছেলে পক্ষ বেশি টাকা দেয় তাহলে তাদের পক্ষে কথা বলবে। আমি তাকে টাকা দেই কিন্তু ছেলে পক্ষ ৫,০০০ টাকা চেয়ারমেনকে দেয়ায় তাদের পক্ষে সে কথা বলেছে।" - *রহিমা, তথ্যদাতা*

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদেরকে বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয়, যার পেছনে দুর্নীতি অন্যতম একটি কারণ। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসেবে উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রণয়ন ও সালিশ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, এবং উন্নয়ন কর্মসূচি তদারকিতে তাদের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয় বলে তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি কোনো কোনো

ক্ষেত্রে পরিষদের পুরুষ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ারও উদাহরণ রয়েছে (দেখুন বক্স ১৩)।[৪২] নারী সদস্য হিসেবে তাদের নানা বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন পরিষদের সব কাজে তাদের সব সময় সম্পৃক্ত করা হয় না (শুধু স্বাক্ষর করার সময় ডাকা হয়), অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না, বাজেট বা পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাখা হয় না, কাজ দেওয়া হয় না, বিভিন্ন ভাতার ক্ষেত্রে বরাদ্দ কম দেওয়া হয়, খারাপ ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি। অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের সাথে চেয়ারম্যানের সম্পর্ক ভালো হওয়ায় পুরুষ সদস্যরা কাজ ভাগাভাগি করে নেন। একজন নারী সদস্যের ভাষায়, "আমরা মহিলা (মেম্বার), আমাদের দাম নাই। সব কাজ থেইকা দূরে রাখে। কাজ করতে চাইলে ঝগড়া হয়। আমরা কার্ড কম পাই, যে কোনো কাজ আসুক আমরা কম পাই। এবার ভিজিএফের ২,৩৫০টা কার্ড আসছে, তার মধ্যে আমার ভাগে পরছে ৬০টা, এর মধ্যে আবার কেরানি রাখছে একটা। চেয়ারমেন, সচিব সবাই রাইখা ১৪টা কম পাইছি। এগুলা কারে দিব? কেউ আইসা না পাইলেই তো কয়, 'তোমারে পাশ করাইলাম ক্যান? আবার ভোট চাইতে যাইও'। রাস্তার কাম আসে আমাগো দেয় না। কেউ যদি ঝগড়া কইরা নিতে পারে তয় পায়। আমাগো কমিটিতে রাখে কিন্তু কোনো কাম নাই। আরও দায়িত্ব পালন করতে গেলে মাইর খাওয়া লাগে।"

৩.২.৪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী (পুলিশ)

গবেষণায় দেখা গেছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষকরে থানা-পুলিশের সেবা নিতে গিয়ে, এমনকি নারীদের জন্য পুলিশের যেসব সেবা বিশেষভাবে দেওয়ার কথা সেসব সেবা নিতে গিয়েও নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে জিডি করা, নারী নির্যাতনের মামলা দায়ের, এবং পরবর্তীতে আসামি/ বিবাদিকে গ্রেফতার করা। এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বাদিকে (এক্ষেত্রে নারী বাদি) বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ দিতে হয়েছে, যেমন জিডি করার জন্য ১০০ থেকে ১,৫০০ টাকা, মামলা করার জন্য ২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা, বাড়িতে এসে মামলার বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা, আসামি ধরতে যাওয়ার জন্য পুলিশের গাড়ির তেলের খরচ ও যাতায়াত বাবদ ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা। এসব ক্ষেত্রে টাকা দিতে হয় কাজটা ঠিকমতো করানোর জন্য। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "থানায় কনস্টেবলকে টাকা দিতে হয়েছে, আসামীর বাড়িতে যখন আসামীর বাবা-মাকে ধরে নিয়ে যায় সেসময় ৪/৫ জন পুলিশ ছিল তাদের টাকা দিতে হয়েছে। গাড়ি করে আসছে সেই গাড়ির তেল খরচ দিতে হয়েছে। এই দেশের পুলিশকে টাকা না দিলে কোনো কাজ করানো যায় না। টাকা না দিলে ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে না। মেয়ের জীবনের কথা ভেবে আমি টাকা দিয়েছি। এর বাইরেও মেয়ে যতদিন উদ্ধার না হয়েছে ততদিন থানায় পুলিশদের টাকা দিয়েছি, কারণ তারা বলত টাকা দিলে মেয়েকে এনে দিবে। পুলিশরা সরাসরি টাকা নিয়েছে, আলাদা করে দালাল ধরতে হয় নাই। পুলিশের পেছনে আমার এ পর্যন্ত ৪০ হাজারের মত টাকা খরচ করতে হয়েছে।"

অন্যদিকে বিবাদি পক্ষের প্রভাব বিস্তারের কারণে পুলিশের সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রেও নারীদের সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। এমনকি থানায় সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্কের বিনিময়ে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে বলে একজন তথ্যদাতা জানায়। তার ভাষায়, "দারোগা আমাকে প্রস্তাব দেয় যদি আমি তার সাথে থাকি তাহলে আমার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। থানার নিচের পদের আরও কয়েকজনও এ ধরনের ইঙ্গিত করেছে।"

৩.২.৫ বিচারিক সেবা

আদালতে বিচারিক সেবা নিতে গিয়েও, এমনকি নারী নির্যাতন সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রেও, নারীদের দুর্নীতির শিকার হতে হয়। তথ্যদাতাদের কাছ থেকে জানা যায় মামলা পরিচালনার জন্য উকিলকে নির্ধারিত ফি'র বাইরেও প্রতি শুনানিতে ঘুষ, কাগজ ও পেশকার বাবদ টাকা দিতে হয়। প্রতি শুনানিতে ঘুষের পরিমাণ ১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা। প্রতিবার কোর্টে হাজিরা দেওয়ার সময় মুহুরিদের কমপক্ষে ১০০-১৫০ টাকা দিতে হয় বলে জানা যায়। মামলা আদালতে ওঠানো থেকে শুরু করে ২-৩টি শুনানির মধ্যে ব্যয়ের পরিমাণ ৪০-৫০ হাজার টাকায় দাঁড়ায়।

সারণি ২: 'নারী নির্যাতনের মামলা' পরিচালনায় একজন নারীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত টাকার পরিমাণ

পর্যায়	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ (টাকা)
থানায় মামলা করার জন্য ঘুষ	২,০০০ - ৫,০০০
বাড়িতে এসে মামলার অনুসন্ধানের জন্য চা-নাস্তা বাবদ	৩০০ - ৬০০
মামলা কোর্টে উঠানোর জন্য	৫,০০০
আসামী ধরতে যাওয়ার জন্য পুলিশের গাড়ির তেলের খরচ ও যাতায়াত বাবদ	২০,০০০ - ৪০,০০০
প্রতি শুনানিতে ঘুষ বাবদ	১০,০০০ - ১৫,০০০

সূত্র: গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

৩.২.৬ ভূমি

[৪২] ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা বিরল নয়। আরও দেখুন, 'ভিজিএফের তালিকায় সই না করার জের: ঈশ্বরগঞ্জে নারী ইউপি সদস্যকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ', *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ আগস্ট ২০১৪।

ইউনিয়ন পর্যায়ে তহশিল অফিসে নারীদের সেবাগ্রহীতা বা সেবাদাতা হিসেবে কম দেখা যায়। ভূমি সেবা নিতে গিয়ে নারীরা সাধারণত তথ্য না জানার কারণে বাড়তি টাকা দিয়ে দ্রুত কাজ করাতে চায়। এ গবেষণায় দেখা যায় ভূমি কার্যালয়ে নিয়ম-বহির্ভূত টাকা ছাড়া কাজ করা সম্ভব হয় না। জমি রেজিস্ট্রি, দানপত্র করা, খারিজ, খাজনা দেওয়া, জমি মাপাসহ বিভিন্ন কাজে নারীদেরকে বিভিন্ন অংকের ঘুষ বা অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়েছে বলে দেখা যায়। জমির দলিলপত্র লেখার জন্য ৩,০০০ থেকে ৩,৫০০ টাকা, জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য ৫,০০০ টাকা, দানপত্র করার জন্য মুহুরিকে ২,৭০০ টাকা, নামজারি করতে ৪,০০০ টাকা দিতে হয়েছে, এবং জমি খারিজের জন্য বিঘাপ্রতি ২০,০০০ টাকা করে ঘুষ চেয়েছে বলে তথ্যদাতারা জানায়। এছাড়া ভূমি নিবন্ধন করতে নাবালকের সম্পত্তিকে সাবালক হিসেবে কাজ চালিয়ে দেওয়ার জন্য ৫,০০০ টাকায় ঘুষ দিয়ে কাজ হয়েছে এমন তথ্যও পাওয়া যায় (দেখুন বক্স ৬)। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে জমির খাজনা বাবদ বেশি টাকা দাবি করা হয়।

বক্স ৬: নাবালককে সাবালক দেখিয়ে ভূমি নিবন্ধন করার জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায়

"ম্যাজিস্ট্রেট 'বাচ্চা-নাবালক' বলে দলিল ছুঁড়ে ফেলেন। কিছুতেই তিনি স্বাক্ষর করবেন না। কোনো অনুরোধেই কাজ হয়নি। বাইরে এসে তারপরে মোক্তার ফোন দিল কাকে জানি। তারপরে দলিল কুড়ায় নিয়ে আবার গেল ম্যাজিস্ট্রেটের কক্ষে। আমি তখন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। ফাঁক দিয়ে দেখলাম যে মোক্তার শুধু টেবিলের নিচে দিয়ে হাত দিল, তারপরে ম্যাজিস্ট্রেট দলিলে সই করল। যখন মোক্তার বের হল আমি তাকে বললাম, আধ ঘন্টা আগে নাবালক ছিল, এখন কিভাবে সাবালক হয়ে গেল? আসলে টেবিলের নিচে দিয়ে ৫,০০০ টাকা দিয়েছিল। ওরা সব কাজই করে টাকা খরচ করার পরে। টাকা ছাড়া আসলে কিছুই হয় না।" - *জরিনা, তথ্যদাতা*

৩.২.৭ অন্যান্য সেবা

ব্যাংকে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে গবেষণায় দেখা যায়। এসব দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে বেতন তোলার সময় টাকা কেটে রাখা, এবং ঋণ তোলার জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা দাবি করা (দেখুন বক্স ৭)। এছাড়া পল্লি বিদ্যুতের সংযোগ বা সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে দেখা যায়। নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ নারী সেবাগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে সাত হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। একইভাবে স্থানীয় জেলা পর্যায়ের আদালতে প্রতিবার হাজিরার সময় মুহুরিকে ১০০ টাকা করে দিতে হয়, পিটিশন হলেও ৫০/৬০ টাকা দিতে হয়। টাকা না দিলে মুহুরিরা কাজ করে না বলে একজন তথ্যদাতা জানায়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়েও একইভাবে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি জেলার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মামলা সংক্রান্ত কাজে পেশকারদের জন্য ২০০ টাকা, জমির মামলা সংক্রান্ত কাজে হাজিরার সময় ১০০-২০০ টাকা করে আদায় করা হয়।

বক্স ৭: কৃষি ব্যাংক থেকে ঋণ তোলার জন্য নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায়

"আমি চারবছর আগে কৃষি ব্যাংক থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ তুলি। কৃষি ব্যাংকের মাঠ কর্মীকে ৩০০ টাকা দিতে হয়েছে। এই টাকা সে চেয়ে নিয়েছে। টাকা না দিলে ঋণ দিবে না বললে আমি তাকে এই টাকা দেই। এই টাকার কোন রশিদ নাই, এমনকি তার খাতাতেও এই টাকা তোলা হয়নি। ... একটা জরিপ করে, তারপর ২৫ জনের একটা দল গঠন করা হয়, বলা হয় ঋণ নেওয়ার পর মাসিক কিস্তি জমা দিলে তা জমা হতে থাকবে এবং একবারে লাভসহ পুরো টাকা পাওয়া যাবে। ১৭০ টাকা করে সপ্তাহে কিস্তি। ৬ মাস কিস্তি দেয়ার পর রিকভারী করা হয় ব্যাংক থেকে। সে সময় ... আবার ১,৫০০ টাকা চায় আমার কাছ থেকে। ব্যাংকে লাভ বাড়িয়ে দেবে বলে এই টাকা চায়। লাভ বাড়ালে তাড়াতাড়ি ঋণ শোধ হবে বলেছে ...। তাকে টাকা দেয়ার পর আমি কিস্তি দেয়া বন্ধ করে দেই। আর কোনো টাকাও দেইনি আর কোনো ঋণ তুলিনি। প্রথম দিকে ... এসে বকা ঝকা করত, কিস্তি না দিলে সমস্যা হবে বলত। আমি তাকে বলি, যেহেতু তাকে এত টাকা ঘুষ দিয়েছি আর কিস্তি দেব না।" - *জরিনা, তথ্যদাতা*

৩.৩ দুর্নীতির সংঘটক (actor) হিসেবে নারী

গবেষণায় দেখা যায়, সেবা খাতে জড়িত নারীদের একটি অংশ দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে কাজ করছে। বিশেষকরে দায়িত্বসম্পন্ন কোনো পদে কাজ করার জন্য প্রাপ্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে তারা দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে বলে তথ্য পাওয়া যায়। তবে যেহেতু স্থানীয় পর্যায়ে কয়েকটি খাত (যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য) বাদে অন্যান্য খাতের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীদের অবস্থান এখনো অনেক সীমিত, সে কারণে দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীদের অভিজ্ঞতাও সীমিত। আবার অন্যদিকে সেবা নিতে গিয়ে নারীদের একটি অংশ নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা নেওয়ার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় নেয় বলেও দেখা যায়। নিচে নারীদের বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়ার চিত্র তুলে ধরা হলো।

৩.৩.১ স্বাস্থ্য খাত

স্বাস্থ্য খাতে সেবাদাতা হিসেবে নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিতে জড়িত হতে দেখা যায়। এসব দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে বিনামূল্যের সেবার ক্ষেত্রে বা নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া,

ভুল তথ্য দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন করা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নেওয়ার ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতাদের জন্য নির্ধারিত প্রণোদনা আত্মসাৎ করা, বিনামূল্যের জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, কনডম) ও ওষুধ বিক্রি করা এবং অর্থ আত্মসাৎ করা, দায়িত্বে অবহেলা (নিয়মিত ও সময়মত উপস্থিত না হওয়া), এবং রোগীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা।

গবেষণায় দেখা গেছে এক সেবার বদলে (যেমন এমআর করানো) তার অজ্ঞাতে অন্য একটি সেবা (যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য কপার-টি পরিয়ে দেওয়া) দেওয়া হয়। এছাড়া সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কপার-টি গ্রহণকারী প্রত্যেক নারীকে ১০০-১৫০ টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও এ টাকা রোগীকে না দিয়ে আত্মসাৎ করা হয়, যেহেতু বেশিরভাগ নারীই এ বিষয়ে জানে না। আবার এই স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নারীকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। বিশেষকরে স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলে তাদের চাকরি টিকিয়ে রাখায় সমস্যা হয়। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য অনেক নারী স্বাস্থ্যকর্মী অর্থ দিয়ে দালালের মাধ্যমে রোগী কিনে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে থাকে (দেখুন বক্স ৮)। এছাড়া সরকারি ওষুধ বাইরে বিক্রি করার মত জালিয়াতির সাথেও নারী স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়।

বক্স ৮: জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণকারী রোগী বিক্রি করে টার্গেট পূরণ

"টার্গেট পূরণ করতে না পারলে বেতন আটকে রাখে। এজন্য মাঝে মাঝে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে হয়। স্থায়ী পদ্ধতির রোগী যেহেতু পাওয়া যায় না, সেজন্য দালালের মাধ্যমে রোগী কিনি। এ পর্যন্ত ২০টারও বেশি রোগী কিনেছি। আগে ৩০০ টাকা দিয়েছি কিন্তু এখন ১,০০০ টাকার কমে হয় না। একটা রোগী পেতে অনেক মোটিভেশন দিতে হয়। দালাল হিসেবে ... নামে একজন নারী কাজ করেন। তিনি রোগী পেলে তাদেরকে মোটিভেশন দিয়ে উপজেলার কোনো না কোনো এফডব্লিউএ'র কাছে বিক্রি করে দেন টাকার বিনিময়ে। আমাদের মধ্যে যার যার খাতার কোটা পূরণ হয় না তারা উনার কাছ থেকে রোগী কিনে নেয়, তাকে ১,০০০-১,২০০ টাকা দিতে হয়। এমনকি কোনো রোগী নিজে থেকে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ নিতে আসলে তাকে দেরি করার কথা বলে কারও কাছে বিক্রি করে দেয়।" - *রাশেদা, পরিবার পরিকল্পনা সহকারী*

কোনো নারীর দুটি সন্তান থাকলে তৃতীয়বার অন্তঃস্বত্তা হওয়ার দুই মাসের মধ্যে এমআর করাতে চাইলে সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে তা করাতে পারে। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে সরকারি হাসপাতালে নারী স্বাস্থ্যকর্মীরা অর্থের বিনিময়ে এমআর করছে, এবং এ বাবদ তারা এক থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করে। এছাড়া দেখা গেছে নারী ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী ও নার্সরা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে অফিসে আসে না, দেরি করে হাসপাতালে পৌঁছায় এবং নির্দিষ্ট সময় অবস্থান না করেই হাসপাতাল ছেড়ে চলে যায়, রোগীদের সঠিকভাবে দেখে না, কর্তব্য পালন না করে ঘুমায় বা মোবাইলে গল্প করে, সঠিকভাবে রোগ নির্নয় না করতে পেরেও রোগীর সাথে অহেতুক কথাবার্তা বলে সময় নষ্ট করে। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "ডাক্তারনি ঠিকমতো আসে না। সকালে দেরি কইরা আসে, ১০টায় আসে, ১টায় চইলা যায়।"

অন্যদিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী সেবাগ্রহীতাদের মধ্যে দুর্নীতির মাধ্যমে সেবা নেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এমনকি নিয়ম না থাকলেও বিভিন্ন কাজে নারী সেবাগ্রহীতারা খুশি হয়ে ৩০০-৪০০ টাকা দিয়ে থাকে। এছাড়া ওষুধ প্রাপ্তি, সিরিয়াল আগে নেওয়া, দ্রুত কাজ করানোর জন্য নারী সেবাগ্রহীতাদের একটি অংশ ঘুষ দিয়ে থাকে। অনেক নারী রোগী ডাক্তারের জন্য উপহার সামগ্রী (ডিম, দুধ, সবজি ইত্যাদি) নিয়ে আসে। এছাড়া প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে দুর্নীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করার উদাহরণ দেখা যায়। একজন তথ্যদাতা ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে দেখানোর সময় ডাক্তার চাচাতো ভাইয়ের মাধ্যমে কোনো সিরিয়াল ছাড়া দেখায়। একইভাবে কয়েক বছর আগে কম টাকায় সিজারিয়ান অপারেশন করিয়েছে।

স্বাস্থ্য খাতে প্রশাসনিক কাজে কোনো কোনো নারী কর্মীর দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। একজন নারী স্বাস্থ্যকর্মী দুর্নীতির মাধ্যমে দীর্ঘদিন একই এলাকায় বদলি না নিয়ে থেকেছে বলে জানা যায়। এছাড়া কোনো কোনো তথ্যদাতার কাছ থেকে চাকরি পাওয়ার জন্য টাকা ঘুষ দেওয়ার কথা জানা যায়, যেমন পরিবার পরিকল্পনা সহকারী (এফডাব্লিউভি) পদে তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা দেওয়ার কথা বলেছেন একজন তথ্যদাতা।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর নিজের প্রভাব বা অর্থ না থাকলেও সে তার পরিচিত পুরুষের প্রভাব ও পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে সুবিধা নেয়। একজন তথ্যদাতা তার মেয়ে জামাই ও তার বাবার বাড়ির পরিচিত পুরুষের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে সুবিধা গ্রহণ করেছে। আরেকজন তথ্যদাতা অন্য কমিউনিটি ক্লিনিক যেখানে তার মামাতো বোন কাজ করে সেখানে সেবা নিতে যায়।

৩.৩.২ শিক্ষা খাত

শিক্ষা খাতে নারী শিক্ষকদের একাংশের দ্বারা বিভিন্ন কাজে অতিরিক্ত টাকা আদায়, উপবৃত্তি বিতরণে ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে টাকা আদায়, কোচিং পড়তে বাধ্য করা, এবং দায়িত্বে অবহেলার উদাহরণ দেখা যায়। অতিরিক্ত টাকা যেসব খাতে নেওয়া হয় তার মধ্যে বই বাবদ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে যেমন বিদায় সংবর্ধনার জন্য ৫০-১০০ টাকা, মিলাদের জন্য ১০-১০০

টাকা, ভূগোল ব্যবহারিকের জন্য অতিরিক্ত ৫০-১০০ টাকা, এবং কম্পিউটার কোর্সের দুই পার্টের খাতার জন্য ৩০০ টাকা করে ফাইনালের আগে সই করার জন্য, রেজিস্ট্রেশনের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। একজন শিক্ষার্থীর ভাষায়, "সবাইকে এই টাকা দিতে হয়েছে, তাবে স্যারের যারা পরিচিত তাদের কিছু কম দিতে হয়েছে। টাকা না দিলে কোনো স্যার-ম্যাডামই খাতা সই করে না।" এছাড়া চারু-কারু বিষয়ে বিভিন্ন দ্রব্য যেমন ঝাড়ু, জগ, গ্লাস, উলের কাপড়, মাটির দ্রব্য, সবজি, পিঠা ইত্যাদি আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। নারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ক্লাশ ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা, নিয়মিত ক্লাশ না নেওয়া ও যতটুকু পড়ানোর কথা তা না পড়ানোর তথ্য পাওয়া যায়। পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক যাদের মধ্যে নারী শিক্ষকরাই বেশি তাদের কাছে প্রতি বিষয়ের জন্য ২০০ টাকা হিসাবে প্রাইভেট পড়তে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করে। কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া হয়, যা কলেজের নিজস্ব আয় হিসেবে ধরে সব শিক্ষকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় ও কলেজের সংস্কারের কাজে লাগানো হয়।

শিক্ষা খাতে বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে নারী শিক্ষকরা দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন বলেও দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষক হিসেবে নিবন্ধন ও নিয়োগ পাওয়া, এমপিওভুক্তি, এবং বদলি, পদোন্নতি ও বিদ্যালয় সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের জন্য ঘুষ দেওয়া। এজন তথ্যদাতা জানায়, "নরুন্দি কলেজের অধ্যক্ষ আমার আপন চাচাতো ভাই, কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আমার মামা। এই পরিচিতির কারণে অন্যান্যদের মতো টাকা লাগে নাই; খুবই কম - হাজার পাঁচেক টাকার মত টাকা খরচ হয়েছে এমপিওভুক্ত করার জন্য। স্বামী ঢাকায় যেয়ে যেখানে প্রয়োজন সেখানে টাকা দিয়ে কাজ করিয়ে এনেছে।" এছাড়া গবেষণার তথ্য থেকে জানা যায়, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য সরকারি প্রথমিক বিদ্যালয়ে চার লাখ টাকা দিতে হয়, এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১.৫ থেকে দুই লাখ টাকা দিলে চাকরি পাওয়া সহজ হয়ে যায় (দেখুন বক্স ৯)। এছাড়া শিক্ষা খাতে প্রভাব কাজে লাগিয়েও কাজ করানোর উদাহরণ দেখা যায়। একজন নারী শিক্ষক দাপ্তরিক কাজের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিসে আসলে কোনো ঝামেলায় পড়লে স্কুলের সভাপতি সাহেবকে ফোন দেন। উল্লেখ্য, উক্ত স্কুল সংসদ সদস্যের নামে, যার সভাপতি স্থানীয় চেয়ারম্যান।

বক্স ৯: শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য ঘুষ

- "আপা এ ধরনের কথা কেউ বলবে না বা স্বীকার করতে চায় না, তবে এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। প্রায় সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েই টাকার হিসাবে চার লক্ষ আর হাই স্কুলে দেড় থেকে দুই লক্ষ টাকা করে দিতে হয়। এমনকি এখন প্রাথমিক স্কুলে দপ্তরি নিয়োগেও এক লক্ষ টাকা লাগে।" - *কল্পনা, তথ্যদাতা*
- "আমি দুইবার শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়েছি কিন্তু কৃতকার্য হতে পারি নি। আমার পরীক্ষা ভাল হলেও নিবন্ধন হচ্ছে না। কারণ যদি আমার কোনো পরিচিত লোক থাকত তাহলে তাকে টাকা দিয়ে নিবন্ধন সহজে হয়ে যেত। ছেলেরা সহজেই ঘুষ দিয়ে নিবন্ধন নিয়ে নিতে পারছে। যেহেতু আমি একজন নারী সেহেতু আমার কোনো 'চ্যানেল' নাই। ফলে আমি এ জায়গায় পিছিয়ে আছি।" - *সুরাইয়া, তথ্যদাতা*

অন্যদিকে শিক্ষা খাতে নারী সেবাগ্রহীতাদের পক্ষ থেকেও দুর্নীতি করার তথ্য পাওয়া যায়। একজন তথ্যদাতা তার ছেলেকে একইসাথে দুটি স্কুলে ভর্তি করে রেখেছে। তার স্বামী ঐ বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক হওয়ার কারণে ছেলে ক্লাস না করেও উপবৃত্তি পাচ্ছে। তাকে অন্যান্য ছাত্রদের মতো বাড়তি টাকা দিতে হয় না, বা কোনো টাকা কাটা হয় না। উপবৃত্তি বিতরণের সময় ভিড় ঠেলে টাকাও নিতে হয় না।

৩.৩.৩ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের তথ্য গবেষণায় উঠে এসেছে। যেসব সেবার জন্য অবৈধ অর্থ আদায় করে তার মধ্যে রয়েছে মাতৃত্বকালীন ভাতা ও ভিজিডি কার্ড দেওয়া। গবেষণায় দেখা যায়, একজন নারী সদস্য চারটি মাতৃত্বকালীন ভাতার কার্ড পেয়েছিল। এই কার্ড যেসব মায়েদের দেওয়া হবে তাদের কাছ থেকে এই নারী সদস্য অবৈধভাবে টাকা আদায় করে। একইভাবে ভিজিডি'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও অবৈধভাবে টাকা আদায় করা হয় (দেখুন বক্স ১০)।

বক্স ১০: ইউনিয়ন পরিষদের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে নারী সদস্যদের নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়

- "এতদিন আমরা ঠকছি কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে। কম টাকায় কার্ড দিছি। এখন থেকে বেশি টাকায় কার্ড দিব, লাভ রেখে নিব।" - *রাশেদা, নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*
- "কার্ড আমরা মহিলারা কম পাই। সবাইরে তাই দেয়া যায় না। কার্ডের জন্য ৫০০ টাকা করে রাখি আমাদের যাতায়াত বাবদ কিছু খরচ আছে সেজন্য। পুরুষ মেম্বাররা তো ৪,০০০ - ৫,০০০ এর নিচে কার্ডই দেয় না। আর আমরা মহিলারা বয়স্ক, বিধবা বা অন্য কোন ভাতা কার্ডই পাই না।" - *আয়েশা, নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের দায়িত্বে অবহেলার তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যায় নারী সদস্যদের একটি বড় অংশ পরিষদের কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্যক্রম, এমনকি বাজেট প্রণয়ন ও শালিসের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করে না। তবে কোনো ধরনের আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হলে তাদেরকে সেটি গ্রহণ করতে দেখা গেছে। তারা শালিসে অংশগ্রহণ করতে চায় না কারণ তাকে কোনো একটি পক্ষ নিতে হবে। আর কোনো একটি পক্ষে গেলে তারা তাদের ভোট হারাবে। এভাবে তারা তাদের দায়িত্ব থেকে বিরত থাকে। একজন নারী সদস্যের ভাষায়, "আমি ৮-৯ মাস ধরে ইউনিয়ন পরিষদে যাই না, কারণ চেয়ারম্যান খারাপ ব্যবহার করে। কোনো বিচার-সালিশে যাই না কারণ কারও না কারও বিরুদ্ধে রায় দিতে হবে, এবং ফলে সে পক্ষ ব্যাজার হবে ও ঝামেলা হতে পারে।"

অন্যদিকে এ খাতে প্রশাসনিক কার্যক্রমে নারীদের দুর্নীতির তথ্য পাওয়া যায়। দেখা যায় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মাসে ৯০০ টাকা করে বেতন দেওয়া হয় যা তিনমাস পর পর জামালপুর ইউএনও'র অফিস থেকে তুলতে হয়। এই টাকা তোলার সময় যে টাকা দেয় সে একজন নারী, তাকে ৫০/১০০ টাকা করে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে দিতে হয়। এর বাইরে স্ট্যাম্প বাবদ আরও ২০ টাকা আদায় করা হয় যার কোনো রশিদ দেওয়া হয় না।

এ খাতে তথ্যসেবা প্রদানকারী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের তথ্যসেবা কেন্দ্রের নারী উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিয়নে তথ্যসেবা কেন্দ্রের নারী উদ্যোক্তা ১৮ বছরের কমবয়সীদের জন্ম নিবন্ধনের জন্য অবৈধভাবে ৫০ টাকা করে আদায় করে। কাগজ কালির খরচ রাখার জন্য টাকা রাখার কথা বলা হলেও সরকারিভাবে কোনো টাকা রাখার নিয়ম নেই। আরও উল্লেখ্য, পরিষদের চেয়ারম্যানের প্রভাবে এ চাকরি হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া যায়, যিনি সম্পর্কে তার মামা।

অন্যদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে কাজ পাওয়ার জন্য নারীর পক্ষ থেকে ঘুষ দেওয়ার উদাহরণ দেখা যায়। যেমন একজন নারী তার মামা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বন্ধু হওয়ার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে রাস্তার ধারে লাগানো সরকারী গাছের পাহারাদার হিসেবে কাজ পান, যদিও এর জন্য তাকে ঘুষ দিতে হয়েছে। একই পরিচয় কাজে লাগিয়ে সে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একাধিক সুবিধাও ভোগ করে বলে দেখা যায় (দেখুন বক্স ১১)।

বক্স ১১: পরিচিতি ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান থেকে অবৈধভাবে সুবিধা আদায়

"আমি পরিষদে গেছি। তারপর ... চেয়ারমেনরে বলছি আমার মামার দাবি আপনে তার বন্ধু আমারে চাকরিটা দিতে হইবই। পরিষদে আরও অনেক মহিলা ছিল। তহন আমারে বলছে তুমি আমার বন্ধুর ভাগ্নী তার উপর গরীব তোমারেই চাকরিটা দিব। প্রথমে চেয়ারমেন কাজের লেইগ্যা ৫,০০০ টাকা চাইছিল, পরে যখন মামার দোহাই দিছি আর অনেক অনুরোধ করছি তখন ১,৫০০ টাকায় রাজি হইছে। এই টাকাডা তারে চা-পান খাওয়ার জন্য দিছি। সে আবার এই টাকার কথা কাউরে বলতে মানা করছিল। সবাইতো ৪/৫ হাজার করে টাকা দিছে। .... গাছের পাহারাদার হবার পরেও বিধবা ভাতা পাই। ... মেম্বার ৯/১০ বছর আগে আমার মামীকে বিধবা ভাতার নাম লিষ্ট করাতে আসে। মামী আকবর মেম্বারকে ছেলে ডাকেন। মামী বাইরে যান না বলে আমাকে কার্ড দিতে বলেন, এবং ... মেম্বার আমার নাম লিখে নিয়ে যায়। এর জন্য কোন টাকাও লাগে নাই। মামী 'ছেলে' ডাকে বলে মেম্বার দুইবার ভিজিএফ-এর চালের স্লিপও দিছে।" - *দুলালী, তথ্যদাতা*

৩.৩.৪ ভূমি খাত

ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়েও নারী সেবাদাতাদের ঘুষ আদায়ের তথ্য পাওয়া যায়। এই ঘুষের পরিমাণ সাধারণত জমির দামের ওপর নির্ভর করে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ে একজন নারী কর্মচারী খুব অল্প সময়ের মধ্যে অর্থের বিনিময়ে কাজ করিয়ে দেয়। এখানে সংশ্লিষ্ট নারী কর্মচারী তার কাজে অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে সাথে সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের পথ অবলম্বন করাও অর্জন করেছে। আবার এ খাতের সেবাগ্রহীতা হিসেবে নারীদেরও দুর্নীতি করতে দেখা যায়। একজন নারী অবৈধভাবে টাকা দিয়ে তার জমি খারিজ দ্রুত করিয়েছে বলে জানায়। তার ভাষায়, "এখানে এসে ...র সাথে বা কেরানির সাথে কথা বললেই হয়। ... তো আছে এখানে অনেকদিন থেকে, তাড়াতাড়ি ভাও (কাজ শেষ) করে দিতে পারে। তখন বলেই দেয় কত দিতে হবে। জমির দাম বুঝে টাকা নেয়। ... আগে যখন নতুন ছিল তখন অনেক কিছুই বুঝত না। কিন্তু এখন আগের থেকে চটপটে হয়ে গেছে। কাগজ দেখে বলে দিতে পারে কখন কী করতে হবে, কত টাকা লাগবে।"

৩.২.২.৫ অন্যান্য খাত

উপরোক্ত খাতগুলো ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন খাতেও সংশ্লিষ্ট নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুর্নীতিতে জড়িত বলে দেখা যায়। এসব খাতে সেবা দেওয়ার বিনিময়ে তারা সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায়, একটি এলাকায় কৃষি ব্যাংকের ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে কর্মরত নারী কর্মকর্তা ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণ দেওয়ার জন্য ঘুষ আদায় করে। এক্ষেত্রে ২৫ জনের একটি দলের প্রতিজনের কাছ থেকে একহাজার টাকা ঘুষ আদায় করে পাঁচহাজার টাকা করে ঋণ

দেওয়া হয়। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট থানায় সেবা নেওয়ার সময় কোনো কোনো নারী স্বপ্রণোদিত হয়ে ঘুষ দিয়েছে। একজন তথ্যদাতা আর তার স্বামী স্থানীয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে 'খুশি' করার জন্য ঘুষ দিয়েছে বলে জানায়। আরেকজন তথ্যদাতা আনসার-ভিডিপি'র একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য স্থানীয় একজন কর্মকর্তাকে অবৈধভাবে টাকা দিয়েছে বলে জানায়।

৩.৪ দুর্নীতির মাধ্যম (instrument) হিসেবে নারী

গবেষণা এলাকায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির অংশ হিসেবে নারীদের ব্যবহার করার তথ্য পাওয়া যায়। ইউনিয়ন পরিষদে উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হিসেবে খালি চেকে নারী সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়, যার বিনিময়ে তাদের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নারী সদস্যদের বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং কমিটির নামমাত্র চেয়ারম্যান করে খালি চেকে তাদের স্বাক্ষর নেওয়া হয়, এবং এ বাবদ নারী সদস্যদের ১০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। একজন নারী সদস্যের ভাষায়, "পরিষদের বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন এসব ব্যাপারে আমাদের কোনো মতামত, বিশেষ করে মহিলা মেম্বারদের মতামত তারা নেয় না। এছাড়া পরিষদে হোক আর চেয়ারম্যানের বাড়ি গিয়ে হোক, আমাদের কাছ থেকে চেকে সই নিয়ে নেয়। এ পর্যন্ত আমি চারটা চেকে সই দিছি। এর জন্য আমারে ৪০ হাজার টাকা দিছে। চেয়ারম্যানের বাড়িতে গেলে একটা ঘর আছে সবাইকে বসায়। তারপরে ভিতরে একজন একজন করে ডেকে চেকে সই নেয়। আমিতো পড়ালেখা করি নাই, বেশি জানি না এসব খবরাখবর।" এভাবে নারী সদস্যরা একদিকে যেমন চেয়ারম্যনের জালিয়াতির শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে কোনো প্রতিবাদ না করে বা পদক্ষেপ না নিয়ে জালিয়াতি করাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সাহায্য করছে। একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্যের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান অন্য নারীদের ব্যবহার করে মামলা করার চেষ্টা করেছে (দেখুন বক্স ১২)।

বক্স ১২: ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্যের বিরুদ্ধে অন্য নারীদের ব্যবহার করে মামলা দায়ের

"চেয়ারম্যান আমার নামে সাতটা মামলা করেছে বিভিন্ন অভিযোগে, যেমন নলকূপ স্থাপনের জন্য সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ৫,০০০ টাকা, বয়স্ক ভাতা, ওয়ারিশ সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য টাকা নেওয়ার অভিযোগ। এজন্য সাতজন মহিলাকে বয়স্ক ভাতার লোভ দেখিয়ে সাক্ষী করা হয়। পরে টিএনও'র কাছে যেয়ে বলার পর সাক্ষীরা লিখিত দেয়। তবে আমার নামে মামলাগুলো আদালতে বাতিল হয়ে যায় ।" - *মর্জিনা বেগম, নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*

পারিবারিক পর্যায়ে নারীকে ব্যবহার করে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেওয়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বরাদ্দ, এনজিও'র ক্ষুদ্রঋণ, ব্যাংক ঋণ বা দাদনের টাকা আত্মসাৎ করার উদাহরণ রয়েছে। একজন তথ্যদাতার কাছ থেকে জানা যায় ভিজিডি কার্ডে তার নাম আছে, কিন্তু কীভাবে আছে তা জানে না। এই নারীর ভাসুর তার নামে কার্ড করে ত্রাণ তোলে। এছাড়া ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ে, উপজেলা স্বাস্থ্য কার্যালয়ে, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে, এবং ব্যাংকে সংশ্লিষ্ট নারী কর্মীর মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা হয়, যার প্রতিটি ক্ষেত্রে এসব অর্থ আদায় দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলাফল। অন্যদিকে একটি ইউনিয়নে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের বিনিময়ে মাটি কাটার কাজ দেওয়ার প্রস্তাবের ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে আরেকজন নারীকে ব্যবহার করা হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যেসব নারী সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে দুর্নীতি সংঘটক হিসেবে কাজ করেছে তারাই এই দুর্নীতির সুবিধা ভোগ করেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারাও দুর্নীতির সুবিধা নিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করেছে। সুতরাং এটা খুব সহজেই বলা যায়, দুর্নীতির সুবিধাভোগী হিসেবে নারী সেবাদাতার সাথে সাথে নারী সেবাগ্রহীতারাও জড়িত। এক্ষেত্রে যারাই দুর্নীতির সংঘটক তারা দুর্নীতির সুবিধাভোগীও। এখানে পুরুষ সেবাদাতা হিসেবে যেমন সুবিধা ভোগ করে নারী সেবাদাতারাও দুর্নীতির একইরকম সুবিধা ভোগ করে। আবার যেসব ক্ষেত্রে নারী সেবাগ্রহীতারা দুর্নীতির সুবিধাভোগী সেসব ক্ষেত্রে পুরুষ সেবাগ্রহীতারাও দুর্নীতির সুবিধাভোগী। যেমন, ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে চাকরি পাওয়া বা পছন্দমতো জায়গায় বদলির ক্ষেত্রে একই চিত্র দেখা যায়।

৩.৫ নারীদের পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় দুর্নীতি

বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে নারীদের পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। বাল্যবিবাহের সময় অভিভাবকরা সংশ্লিষ্ট মেম্বার বা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে জাল জন্ম নিবন্ধন সনদ তৈরি করে, যেখানে পরবর্তীতে বিবাহ নিবন্ধনকারীকে (কাজি) দুর্নীতির মাধ্যমে বিয়ে সম্পন্ন করানোর জন্য রাজি করানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন সেবা নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিচিতদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতাও নারীদের পরোক্ষভাবে দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভে সহায়ক।

৩.৬ দুর্নীতির ধরন

ওপরে বর্ণিত নারীদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে কয়েক ধরনের দুর্নীতি চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত, এক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে আর্থিক দুর্নীতি, যেখানে ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ, বা প্রতারণার মাধ্যমে অর্থের বিনিময় হয়ে থাকে। অর্থের পরিমাণ খাতভেদে ও কাজের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

দ্বিতীয় ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি, যেমন সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার ও স্বজনপ্রীতি। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক আর্থিক লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, তবে সেবা প্রাপ্তিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

তৃতীয় ধরনের যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয় নারীরা তা হচ্ছে লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি, যেখানে পুরুষ সেবাদাতা যৌন সুবিধার বিনিময়ে কোনো প্রাপ্য সেবা বা সুবিধা দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতাকে যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি করে। যেমন, ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে মাটিকাটার কাজ দেওয়ার জন্য পুরুষ চেয়ারম্যান এবং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য পুরুষ কর্মকর্তা মামলা সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করে দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে যৌন সুবিধা দাবি করে।

৩.৭ দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত কৌশল

এই গবেষণার অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিলো দুর্নীতি মোকাবেলায় নারী কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করে তা উদঘাটন করা। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দুটি এলাকায় নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুর্নীতি মোকাবিলায় নারী বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকে। নারীরা দুর্নীতি প্রতিরোধে নিম্নলিখিত কয়েক ধরনের কৌশল নেয় বলে দেখা যায়।

৩.৭.১ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এলাকায় কয়েকটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট নারীদের প্রতিবাদ করার তথ্য পাওয়া যায়। একটি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্য মাটি কাটার কাজে আরেকজন ইউপি সদস্যের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন (দেখুন বক্স ১৩)। অন্য একজন তথ্যদাতা নারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিয়ে উর্ধ্বতন পর্যায়ে অভিযোগ করেছেন। ১৯৯৭ সালে অন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের অনিয়মিত আসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে অন্যান্য শিক্ষকেরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। তিনি তাৎক্ষণিক তদন্তের ব্যবস্থা করেন এবং পাঁচজন শিকক্ষককে বদলি করে দেন, আর তাকে পাশের একটি গ্রামের অন্য একটি বিদ্যালয়ে বদলি করে দিলেও একবছর পরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। অন্য একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় পূর্বতন স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে একজন নারী পরিবার-কল্যাণ স্বেচ্ছাসেবক অভিযোগ দায়ের করেছেন। তার আগে যে মহিলা ছিলেন তার বাড়িতে অনেক ওষুধ মাটির নিচে লুকানো ছিল। খাতাপত্রেও অনেক গরমিল ছিল। এটি তিনি ওপর মহলে জানানোর পর তদন্ত করা হচ্ছে।

বক্স ১৩: দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত

"২০১২ সালের কর্মসৃজন কর্মসূচির আওতায় মাটি কাটা কাজের কমিটির সভাপতি ছিলাম। ৪০ দিনের কাজে ৩৬ জন শ্রমিকের থাকার কথা ছিল, এবং কার্ডে সই করে দেয়ার দায়িত্ব আমার ছিল। আমার ব্লকের মেম্বার ... ৩৬ জনের বদলে ২৪ জন দিয়ে কাজ করিয়েছে এবং ৪০ দিনের বদলে ৪ দিন কম কাজ করিয়েছে। ২০ জুলাই আমি আমার ছেলেকে সাথে করে কাজ রেকি করতে গেলে কম শ্রমিক দেখতে পাই এবং জব কার্ড না পেয়ে রেজিস্ট্রারে সই করতে মানা করি। তখন মেম্বার ... প্রথমে ফোনে আমাকে গালাগালি করে ও হুমকি-ধামকি দেয়। এরপর রাস্তায় আমাকে ও আমার ছেলেকে মেম্বার তার লোকদের দিয়ে মারধোর করে। আমি একটি ঘরে আশ্রয় নিলে সেখানে সারাদিন আটকে রাখে। পরে শ্রমিকরা এসে আমাকে বের করে নেয়। আমি এই বিষয় নিয়ে পরিষদে প্রথমে মৌখিক নালিশ করি। চেয়ারমেন কোনো বিচার না করে আমাকে বলে ...কে সে নোটিশ দিয়েছে এমন আর হবে না। চেয়ারমেন আসলেই তাকে কিছু বলেছে কিনা তা আমি জানি না। আমার পক্ষে একজন নারী মেম্বার ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এখানে বিচার না পেয়ে আমি ইউএনও'র অফিসে লিখিত নালিশ জানাই আর ইউএনও'র সাথে দেখা করি। ইউএনও'র অফিস থেকে বিচারের কাগজ এসি ল্যান্ড অফিসে পাঠানো হয়। আমি সেখানেও এসি ল্যান্ডের সাথে দেখা করি। বিচারের জন্য কিছু দিন আগে নোটিশ আসলে আমি ২৪ জন শ্রমিককে সাক্ষী হিসেবে নিয়ে এসি ল্যান্ড অফিসে যাই। বিবাদী পক্ষ ছিল কিন্তু এসি ল্যান্ড না থাকায় সেদিন বিচার হয় নি।" - *মমতাজ, নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*

৩.৭.২ দুর্নীতিকে এড়িয়ে যাওয়া

নিজে দুর্নীতি না করা: নারীদের একটি অংশ দুর্নীতিতে জড়িত হতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে হয় তারা নিজেরা দুর্নীতি করে না, অথবা সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যকে পাঠানোর মাধ্যমে নিজে দুর্নীতির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে।

পরিবারের বা পরিচিত পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে সেবাকেন্দ্রে যাওয়া বা সেবার জন্য যোগাযোগ করা: যেসব ক্ষেত্রে জরুরি মনে করে সেসব ক্ষেত্রে নারীরা পরিবারের পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে যাওয়াকে নিরাপদ বলে মনে করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা পুরুষের সহায়তা নেয়া একটি কার্যকর কৌশল বলে মনে করে। নিজেকে অনিরাপদ মনে করে বলে নারী অনেক ক্ষেত্রেই একা সেবা গ্রহণ করতে যাওয়া থেকে বিরত থাকে। একজন তথ্যদাতা মাতৃত্বকালীন ভাতা তৃতীয়বার উঠানোর সময় স্বামীকে নিয়ে

গেছেন যার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "এইবার আমার স্বামী সাথে ছিল তাই কোনো কিছু আর কয় নাই।" আরেকজন তথ্যদাতার আপন ভাই স্কুলের শিক্ষক হওয়ার কারণে তার মেয়ের নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশনের সময় অন্যান্যদের চেয়ে কম টাকা দিতে পেরেছেন।

কয়েকটি সেবাখাত সম্পর্কে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। যেমন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা ও এর সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে বেশি মাত্রায় হয়রানির শিকার হওয়ার আশংকায় নারীরা সেবাগ্রহীতা হিসেবে থানা-পুলিশ-উকিলের সাথে কিংবা ভূমি অফিসে সরাসরি কোনো মিথষ্ক্রিয়ায় যাওয়া থেকে বিরত থাকে, এবং এসব ক্ষেত্রে তারা পরিবারের পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে যায়।

৩.৮ উপসংহার

এ অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সরাসরি দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক হিসেবে আবার কখনো কখনো দুর্নীতির মাধ্যম বা সুবিধাভোগী হিসেবে নারীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যদিকে সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির নেটওয়ার্কে জীবন-যাপনের কারণে নারীর দুর্নীতির পরোক্ষ অভিজ্ঞতাও রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে নারীরা দুর্নীতির এ বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে দেখছেন।

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে নারীর প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। পল্লি অঞ্চলে নারীরা যেসব সেবা খাতে সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। এসব খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। এছাড়া এসব খাতে নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা গ্রহণ করার সময় দুর্নীতির শিকার হয়। স্থানীয় সরকার খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদেরকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসেবে উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রণয়ন ও সালিশ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, এবং উন্নয়ন কর্মসূচি তদারকিতে তাদের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিষদের পুরুষ সদস্যদের পক্ষ থেকে তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হওয়ারও উদাহরণ রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র, যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী কোটায় নিয়োগ, পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে টার্গেট পূরণের জন্য রোগী কেনা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অধীনে গাছ পাহারা দেওয়ার কাজ, পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ডের সেবা নিতে গিয়েও নারীদের দুর্নীতির শিকার হতে দেখা যায়।

অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারীর অবস্থানে থেকে নারীদের একটি অংশের দুর্নীতিতে সংঘটক হিসেবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়। এসব নারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনে ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। কোনো কোনো তথ্যদাতার কাছ থেকে চাকরি পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়ার কথা জানা যায়। এছাড়া বিভিন্ন খাতে নারী সেবা প্রদানকারীদের একাংশ দুর্নীতির সাথে জড়িত বলে দেখা যায়। উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করে থাকে।

নারীদের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে কয়েক ধরনের দুর্নীতি চিহ্নিত করা যায়। এক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে আর্থিক দুর্নীতি, যেখানে ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ, বা প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক লেন-দেন হয়ে থাকে। আরেক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি, যেমন সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার ও স্বজনপ্রীতি। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক আর্থিক লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, তবে সেবা প্রাপ্তিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তৃতীয় ধরনের যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয় নারীরা তা হচ্ছে লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি, যেখানে পুরুষ সেবাদাতা যৌন সুবিধার বিনিময়ে কোনো প্রাপ্য সেবা বা সুবিধা দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতাকে যৌন নিপীড়ন বা যৌন হয়রানি করে।

নারীরা দুর্নীতি প্রতিরোধে কয়েক ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে বলে তথ্য পাওয়া যায়। নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়, যেখানে অন্য একটি অংশ দুর্নীতিতে জড়িত হতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে হয় তারা নিজেরা দুর্নীতি করে না, অথবা সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যকে পাঠানোর মাধ্যমে নিজে দুর্নীতির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত থাকে। নারীদের আরেকটি অংশ পরিবারের বা পরিচিত পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে সেবাকেন্দ্রে যায় বা সেবার জন্য যোগাযোগ করে, যাতে ঐ পুরুষ সদস্য সংশ্লিষ্ট সেবাদাতার সাথে দর-কষাকষি করতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতার কারণ ও প্রভাব

দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করে প্রতীয়মান হয় যে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক পরিমণ্ডলে নারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতির শিকার হচ্ছে, ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে বা দুর্নীতির মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ অধ্যায়ে নারীর অভিজ্ঞতার পেছনে কী কী কারণ ক্রিয়াশীল এবং উল্লিখিত দুর্নীতি নারীর জীবনে কী ধরনের প্রভাব নিয়ে আসছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪.১ দুর্নীতিতে নারীর অভিজ্ঞতা: কারণ বিশ্লেষণ

পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন, নারীদের অভিগম্যতা এবং সুশাসনের বিদ্যমান অবস্থার ওপর পল্লি নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে। উল্লেখ্য, এসব কারণ গভীরভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এবং একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে।

চিত্র ১: নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ

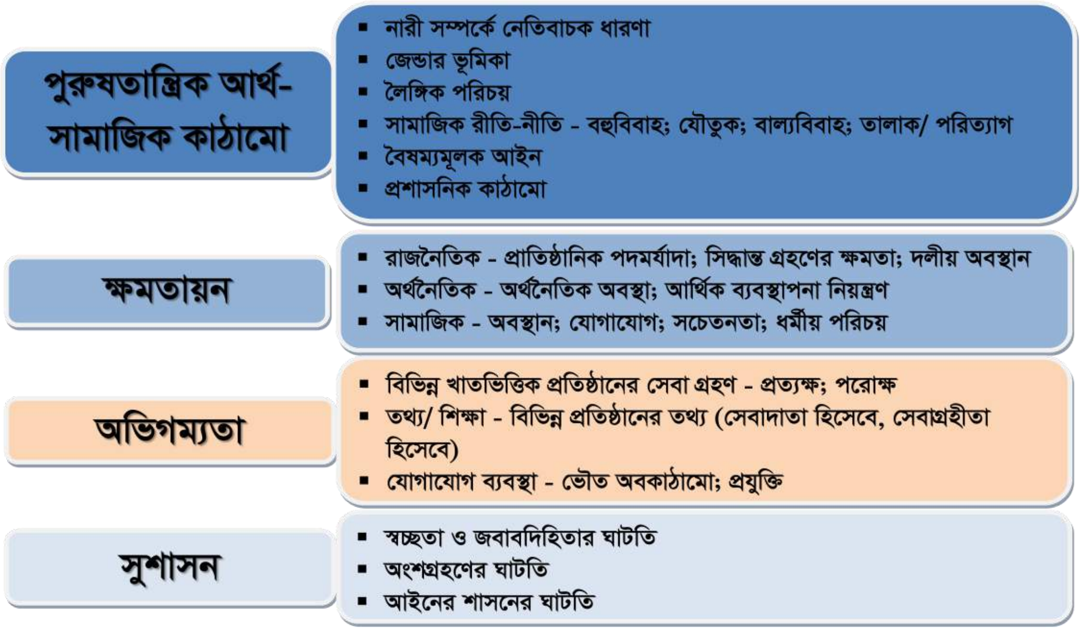

৪.১.১ পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো

দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর বড় ভূমিকা রয়েছে। এর মধ্যে নারী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা, জেন্ডার ভূমিকা, লৈঙ্গিক পরিচয়, বিদ্যমান সামাজিক রীতি-নীতি যেমন বহুবিবাহ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, তালাক/ পরিত্যাগ, বৈষম্যমূলক আইন, এবং বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো অন্তর্ভুক্ত।

নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের নেতিবাচক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেখানে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীদেরকে তাদের জেন্ডার ভূমিকা দিয়েই মূল্যায়ন করা হয়। গ্রামীণ সমাজে এখনো নারীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে মোটামুটি কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। নারী হিসেবে সম্পত্তিতে নিজের অধিকার আদায়ে ভূমি অফিসে যাওয়া, থানা পুলিশ থেকে সেবা নেওয়া, বেকার স্বামীর সংসারে রোজগারের জন্য ক্ষেতে (মাঠে) যেয়ে কৃষিকাজে অংশগ্রহণ করা, বা উৎপাদিত পণ্য ফেরি করা বা বাজারে গিয়ে বিক্রি করাও পারিবারিক ও সামাজিক সম্মানের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "আমার জমিনের ল্যাইগা আমি কখনো ভূমি আফিসে যাই নাই। গেলে পাঁচজনে পাঁচকথা কইবো। আবার আমি পুরা সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত হইতে পারি এর ল্যাইগা। আবার কইতে পারে যে সম্পত্তির দাবি করতেছে। ভাসুর যা দেন তাতেই রাজি হই। কিন্তু ভাগের জমিতে পরিচিত বর্গা চাষি ধানে কম দেয়। অন্য জনকে দিতে পারি না বলব বেইট্যা ঝগড়াটে।" পরিবারের পুরুষ সদস্যের (পিতা/ স্বামী) অবর্তমানে নিজেদের চাকরির জন্য যোগাযোগের করার চেষ্টা করাকেও অনেকসময় সম্মানহানি বলে মনে করা হয়। অনেকক্ষেত্রেই পুরুষের কাজ কেন করল এ জন্য পারিবারিক নির্যাতনেরও শিকার

হতে হয়। এসব ক্ষেত্রে নারীকে কোনো না কোনো পুরুষের সাহায্য নিতে হয়, এবং এ প্রক্রিয়ায় নারীর অভিগম্যতা না থাকায় দুর্নীতির শিকার হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে তাকে দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়। কেবল নারী হওয়ার কারণে বিভিন্ন সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হতে হয়, অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে হয়, যোগাযোগ না থাকার কারণে কাজ হয় না বা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "আমি গরীব বিধবা, মহিলা আর বিবাদী পক্ষ আমার ভাসুর পুরুষ, টাকা আছে, বড় বড় নেতাদের সাথে উঠা-বসা আছে, তাই আমি বিচার পাচ্ছি না। আজকে আমার টাকা থাকলে ঠিক বিচার হয়ে যেত" (আরও দেখুন বক্স ১৪)। পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাধারণ সেবা গ্রহণ করার সময় নারী দুর্নীতির শিকার হন। নারীরা সেবা গ্রহণের জন্য সরকারি হাসপাতালে একা বা পুরুষ সদস্য ছাড়া গেলে তাদেরকে অনিয়মের শিকার হতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ডাক্তার বা সহযোগীরা রোগীকে ক্লিনিকে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। এমনকি দালালরাও সরকারি হাসপাতাল থেকে বুঝিয়ে বেসরকারি ক্লিনিকে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করে।

বক্স ১৪: নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির মোকাবেলা

- "নারী হবার কারণে মূল ধারার দুর্নীতি করার মধ্যেও বৈষম্যের মধ্যে পড়তে হয়।" - *রহিমা খাতুন, নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*
- "পরীক্ষা ভাল হলেও নিবন্ধন হচ্ছে না, কারণ আমার যদি কোনো পরিচিত লোক থাকত তাহলে তাকে টাকা দিয়ে নিবন্ধন সহজে হয়ে যেত। ছেলেরা সহজেই ঘুষ দিয়ে নিবন্ধন নিয়ে নিতে পারছে। যেহেতু আমি একজন নারী এ কারণে আমার কোনো 'চ্যানেল' নাই, ফলে এ জায়গায় পিছিয়ে আছি।" - *আল্পনা, তথ্যদাতা*
- "নারী হওয়ার কারণে ট্রেনের টিকিট কাটার সময় বেশি টাকা রাখে। স্বামী সাথে থাকলে তা সম্ভব হয় না।" - *সখিনা, তথ্যদাতা*
- "নারী হওয়ার কারণে হাসপাতালের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে হয় যেমন হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া, যা আমার করার কথা না।" - *সহকারী স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র*
- "নারী-পুরুষ একসাথে কোনো কাজের জন্য আসলে আগে পুরুষদের কথা শুনবে। সে হচ্ছে অভিভাবক। একেতো নারী, তার উপর আবার গরিব। আমাগো তো দাম কম। অল্প সময় দেওয়া হয় তার মধ্যে সবসময় কাজ আবার শেষ হয় না।" - *রহিমা, তথ্যদাতা*
- "বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ১৫,০০০ টাকা খরচ করতে হয়েছে। একা মহিলা হয়ে যেহেতু ব্যাপারটা দেখেছি সেজন্য মনে হয় টাকার পরিমাণ একটু বেশি।" *রাশিদা, তথ্যদাতা*

বিদ্যমান সামাজিক রীতি-নীতি, যেমন পুরুষদের বহুবিবাহ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ও তালাক/ পরিত্যাগের কারণে গ্রামীণ নারীর সামাজিক অবস্থান দুর্বল। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ের সময় যৌতুক দেওয়া হয়, এবং বিয়ে সংক্রান্ত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বাবদও অর্থ ব্যয় হয়, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারীর যেটুকু প্রাপ্য সেখান থেকে করা হয়। অন্যদিকে যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর গ্রাম্য সালিশের মাধ্যমে নারীকে তার অধিকার ফিরে পাওয়ার বদলে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। যৌতুক ও নির্যাতনের বিচার চেয়ে নারী যে সালিশের শরণাপন্ন হয় সেখানে আরও টাকা দিয়ে নারীকে আপোস করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, কারণ সালিশে দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই থাকে অভিযুক্ত পুরুষের পক্ষে, এবং স্বামীর পক্ষে সালিশের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। এই সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রাম্য সালিশে বিচার না পেয়ে আইনের আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করলেও আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্তদের দুর্নীতি বা আদালতে দুর্নীতির শিকার হতে হয়।

এছাড়া কোনো কোনো বৈষম্যমূলক আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক 'দুর্নীতি কাঠামো' তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যার কারণে নারী দুর্নীতির শিকার হয়। যেমন ইউনিয়ন পরিষদের প্রতি তিনটি ওয়ার্ডের জন্য একটি সংরক্ষিত আসনে একজন নারী সদস্যকে নির্বাচিত করা হয় যেখানে অন্যান্য সদস্যরা একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হয়।[৪৩] ফলে একজন নারী সদস্যকে তিনটি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়, কিন্তু চাহিদার তুলনায় তাদের বরাদ্দ কম থাকে। নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কাজের আওতা সম্পর্কে কোনো বিধিমালা নেই (টিআইবি, ২০১৪)। এর সুযোগ নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদের কাজ করতে বাধা দেয়।[৪৪] আমাদের দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুরুষদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এবং

[৪৩] *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯*, ধারা ৩ (২)।

[৪৪] একই ধরনের পর্যবেক্ষণ দেখা যায় কবির ও মাহতাব (২০১৩) এর গবেষণায়, যেখানে তাঁরা দেখিয়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও পুরুষ সদস্যরা স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে বিভিন্ন ত্রাণ, ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড বিতরণে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি করে থাকে। তাঁরা আরও দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বরাদ্দ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যানসহ পুরুষ ইউপি সদস্য, স্থানীয় রাজনীতিক ও সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা (উপজেলা পর্যায়ের) গ্রহণ করে থাকে এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প এদের স্বজনপ্রীতি ও

ভূমি সংক্রান্ত কার্যক্রম অনেক জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া। ফলে এটি নারীবান্ধব নয়। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "বসত বাড়িটি আমার স্বামী আমার নামে দলিল করে লিখে দিয়েছে। কিন্তু আমি রেজিস্ট্রি অফিসে যাই নাই। মহিলাদের নামে সম্পত্তি থাকা আর না থাকা একই কথা। পুরুষরাই সব বোঝে, তারাই সবকিছু করে।"

৪.১.২ ক্ষমতায়ন

কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন নারীর পদমর্যাদাগত অবস্থান, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও রাজনীতিতে তার দলীয় অবস্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে তার কর্তৃত্ব; এবং সবশেষে তার সামাজিক অবস্থান, সামাজিক যোগাযোগ, সচেতনতা, ও ধর্মীয় পরিচয় দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

গবেষণায় দেখা যায় যেসব নারী দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে কাজ করছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উঁচু পদে আসীন বা দায়িত্বপ্রাপ্ত। উদাহরণ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ বা ইউনিয়ন ভূমি কার্যালয়ের উল্লেখ করা যায়, যেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে নারী কর্মরত। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার দায়িত্বের সাথে প্রাপ্ত ক্ষমতা নিজের স্বার্থের জন্য অপব্যবহার করে বলে দেখা যাচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও দলীয় রাজনৈতিক অবস্থানও দুর্নীতিতে জড়িত হতে ভূমিকা পালন করে। এর বিপরীতে দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাহীন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই বা দলীয় রাজনীতির প্রভাব নেই এমন নারীরা দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি এখনও কাগজে-কলমে রয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থে ক্ষমতায়ন হয়েছে বলে মনে করেন না পরিষদের নারী সদস্যরাও। অন্যদিকে পুরুষ সদস্যরা নারী সদস্যদেরকে পুরুষদের সমকক্ষ বলে মনে করেন না। যার নেতিবাচক প্রভাব কর্মবন্টনের ওপর পড়ে। একদিকে পরিষদের চেয়ারম্যানরা নারীর শিক্ষার অভাব ও অজ্ঞতাকে পুঁজি করে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, আবার অন্যদিকে নারী সদস্যদের সম্পর্কে পুরুষ সদস্যদের মূল্যায়ন বেশ নেতিবাচক (দেখুন বক্স ১৫)।

বক্স ১৫: ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের ক্ষমতায়নের ঘাটতি

- "আমি নির্বাচিত হলেও আমাকে কোনো কাজ দেওয়া হয় নি। চেয়ারম্যানের সাথে যাদের ভাল সম্পর্ক তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। আবার বিরোধী দলের কোনো সদস্য যদি নির্বাচিতও হয়ে আসে তাকেও কাজ দেওয়া হয় না। এ নিয়ে আমি জেলা প্রশাসকের কাছে অভিযোগ করেছিলাম। পরে কুমুন থেকে বন্দানে যাওয়ার রাস্তা বানানোর জন্য পাঁচ লাখ টাকার কাজ গত মেয়াদে পাই। কোনো ধরনের পরিকল্পনা, বাজেট এসবের মধ্যে আমাদেরকে (নারী সদস্য) রাখা হয় না। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্ড (ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা) এগুলোও পাই না। এমনকি এগুলো বিতরণ করার সময়ও আমাদের ডাকা হয় না। আমি ৮-৯ মাস ধরে ইউনিয়ন পরিষদে যাই না কারণ চেয়ারম্যান খারাপ ব্যবহার করে, কোনো বিচার-সালিশে যাই না কারণ কারও না কারও বিরুদ্ধে রায় দিতে হবে এবং ফলে সে পক্ষ ব্যাজার হবে ও ঝামেলা হতে পারে।" - *রহিমা খাতুন, নারী সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*
- "তাদের (নারী সদস্য) কিছুই করতে হয় না। অথচ দেখেন আমাদের ২/৩ টা সালিশে উপস্থিত থাকতে হয়। তারা পরিষদে তেমন আসে না। তাদের দায়িত্ববোধ এবং চিন্তা-চেতনাবোধ কম। আবার আমরা রাস্তা করার বাজেট পাই, এটা অনেক ঝামেলাদায়ক কাজ। এখানে আমরা তাদেরকে যুক্ত করতে চাই, কিন্তু তারা কোনো রকম ঝুট ঝমেলায় থাকতে চায় না।" - *আনোয়ার, পুরুষ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ*

সম্পদে নারীর অভিগম্যতা কম এই বাস্তবতা নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ওপর প্রভাব ফেলে। নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা কম হওয়ায় ঘুষ দেওয়ার ক্ষমতাও কম। আর তাই শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মৌলিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়, কারণ এসব সেবা পেতে হয় ঘুষের বিনিময়ে। আর যেসব ক্ষেত্রে ঘুষের বিনিময়ে নারী সেবা গ্রহণ করে সেসব ক্ষেত্রে তা হয় নারীর নিজস্ব আয়ের একটি বড় অংশ। পরিবারের গৃহস্থালী আয়ের ওপর নারীর কর্তৃত্ব না থাকায় ঘুষের টাকা দেওয়ার মতো সামর্থ্য তার থাকে না। সেজন্য তাদের সেবাপ্রাপ্তিও ব্যাহত হয়। গবেষণা এলাকা থেকে জানা যায়, সেবার মান নির্ভর করে টাকার অংকের ওপর। অনেকসময় দেখা যায় দরিদ্র নারীদের পক্ষে সেবা পাওয়া কষ্টকর এমনকি অপ্রত্যাশিত হয়ে যায়। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "গেছি ডাক্তার দেখাইতে। লাইনে খাড়াইয়া আছি তো আছি, ডাক্তার যেমন তেমন, নার্সদের ব্যবহার ভাল না। নার্সরা পারলে মারতে আসে। পরে কইছি 'আপনাগোরে বেতন দেয় আমাগোরে দেখার লাইগ্যা'। কিন্তু দেখে না। তার উপর আমরা গরীব মানুষ, আমাদের লগে তো আরও খারাপ ব্যবহার করে। যারা আগে লাউয়ের ডগা, একটু কচু লইয়া যায় তাদের আগে দিব।" সুতরাং নারীর আর্থিক অসচ্ছলতা দুর্নীতির শিকার হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে কাজ করে।

গ্রামীণ কাঠামোতে নারীদের সামাজিক অবস্থানের পাশাপাশি ধর্মীয় পরিচয় তাদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সমাজে তাদের প্রান্তিক অবস্থান, শিক্ষা ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়াসহ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর

অনিয়মের কারণে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। চেয়ারম্যানের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়া কোনো নারী ইউপি সদস্য কোন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন কবির ও মাহতাব (২০১৩)।

বাইরে অবস্থানের কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীরা প্রাত্যহিক ও প্রশাসনিক জীবনে বহুমাত্রিকভাবে দুর্নীতির শিকার হয়ে থাকে - প্রথমত নারী হিসেবে, দ্বিতীয়ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী হিসেবে, এবং তৃতীয়ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে। প্রান্তিক এসব নারী যখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাথে লেনদেন বা আন্তঃক্রিয়ায় লিপ্ত হয় তখনই তারা প্রতারণা, হয়রানি বা আর্থিক দুর্নীতির ঝুঁকিতে পড়ে। আবার প্রচলিত সামাজিক সালিশ কিংবা বিচার ব্যবস্থা হতে প্রতিকার পেতে এসব নারী বিভিন্নভাবে দুর্নীতির শিকার হয় এবং ন্যায়বিচার হতে বঞ্চিত হয়। বিচার কাঠামোতে নারীর অভিগম্যতা না থাকা, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতায়ন না থাকার কারণে ন্যায়বিচার না পাওয়ার ঝুঁকিও সৃষ্টি হয়। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিয়নে হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন বিধবা বৃদ্ধ নারী তার অর্জিত আয় একজন মুসলমান পুরুষের সাথে বিনিয়োগ করার পর প্রতারণার শিকার হয়। পরবর্তীতে গ্রামীণ পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতাবলয় দ্বারা পরিবেষ্টিত সালিশ হতে আর পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক বিচার কাঠামো থেকেও ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। আর্থিক প্রতারণার বিচার চাইতে গিয়ে বিচারকের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, “আমি একা মহিলা মানুষ, তারপরে হিন্দু সেই জন্য আমারে এই কথা বলতে পারে না। আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম তাহলে আমি অনেক জায়গায় যাইতাম, দৌড়াদৌড়ি করতে পারতাম।”

৪.১.৩ অভিগম্যতা

বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণে নারীর অভিগম্যতা তার ‘দুর্নীতির অভিজ্ঞতা’র পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সেবা গ্রহণ প্রত্যক্ষ না পরোক্ষভাবে নেওয়া হয় সেটি নারীকে দুর্নীতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণে কখনো কখনো ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্যে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে নারীর অভিগম্যতা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ওপরও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে।

গবেষণায় দেখা যায়, বাইরে বের না হওয়ার কারণে মেয়েরা কম দুর্নীতির শিকার হয়। একটি ইউনিয়ন পরিষদের একজন নারী সদস্যের মতে মেয়েরা সহজে ঘরের বাইরে বের হয় না। সরকারি বা বেসরকারি হোক কোনো কাজের দরকার হলে মেয়েরা কোনো পুরুষকে পাঠায়। পরিষদে সাধারণ সেবা নিতে তিনি খুব কম মেয়েকেই আসতে দেখেছেন। নারীরা সাধারণত সেসব কাজে আসে যেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণ কম, যেমন জন্ম নিবন্ধন। তার মতে এ কারণে মেয়েরা দুর্নীতির শিকার হয় কম। একজন তথ্যদাতা জানায় তার স্বামী ভূমি সংক্রান্ত কাজে তহশিল অফিসে যেয়ে খারিজ করেছেন। তিনি জানান খারিজ করতে সরকারি ফি ২৪৫ টাকার বেশি লেগেছে, কিন্তু কত টাকা বেশি লেগেছে এবং কাকে, কেন, কত টাকা দিতে হয়েছে তা তিনি জানেন না, কারণ সেখানে তিনি যান নি। তার মতে এ ধরনের কাজে নারীরা যায় না; বাড়ির পুরুষরা এসব কাজ করে।

যোগাযোগ ও পরিচিতির ওপরও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে। যেসব নারীর সামাজিক যোগাযোগ ও পরিচিতি ভাল তারা দুর্নীতির শিকার কম হয় বলে জানায়। একজনের ভাষায়, “চেয়ারম্যানরে আগে তো চিনতাম না, বঞ্চিত হইতাম। এখন চিনি, উনার বাড়িতে গিয়া কই। এখন লিস্টে আমার নাম আছে।” আরেকজন তথ্যদাতা তার চাচাশ্বশুরের সাথে জমি নিয়ে বিরোধে গ্রাম আদালতে যাওয়ার পর চেয়ারম্যান সব শোনার পর শুনানির তারিখ আরেক দিন ধার্য করে, যার অর্থ এই সময়ের মধ্যে যে টাকা খরচ করতে পারবে, রায় তাদের দিকে দেওয়া হবে। এরপর তার মামাতো ভাইয়ের সাথে চেয়ারম্যানের ভাল জানাশোনা বলে তাকে এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য অনুরোধ করে। এই তথ্যদাতা জানান পরে কেউ আর ঝামেলা করে নি, অর্থাৎ তার কাজ উদ্ধার হয়ে গেছে।

দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতা হিসেবে নারীদের শিক্ষা ও বিশেষকরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যে অভিগম্যতা বিশেষ ভূমিকা রাখে। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কোনো খাত বা প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে তথ্য জানা না থাকার কারণে অনেক নারী দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নারী সেবাগ্রহীতারা সরকারি হাসপাতাল, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে তথ্য না জানার কারণে দুর্নীতির শিকার হচ্ছে। সেবা গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলো একটু জটিল হলে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তথ্যের অভাবে নারীরা সেবা নিতে পারে না। ইউনিয়ন পরিষদের কোন সেবা নিতে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা দিতে হয় এ ধরনের তথ্যের অভাবে অনেক সময় নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়। ভিজিডি, ভিজিএফ কার্ড সম্পর্কে অনেক সময় সেবা গ্রহণকারীকে প্রকৃত তথ্য দেওয়া হয় না। এছাড়া বিভিন্ন স্কিমে কাজ দেওয়ার নাম করে মোটা অংকের টাকা নিলেও তাদেরকে যথাসময়ে তথ্য না দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভূমি অফিস থেকে সেবা নেওয়া একজন সেবাগ্রহীতার ভাষায়, “ভূমি কেন সমস্ত জায়গাতেই যদি না বোঝেন, না কথা বলতে পারেন তাহলে হয়রানির শিকার হতে হবে। আমি তো প্রথমে আমার মামা শ্বশুরকে এনেছিলাম। পরের থেকে এখন আমিই বুঝি।” অন্যদিকে নারীরা দুর্নীতিতে জড়িত হয় প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রশিক্ষণের অভাবে। উদাহরণস্বরূপ, দায়িত্ব সম্পর্কে জানা না থাকার কারণে ইউনিয়ন পরিষদের প্রকল্পগুলোর সভাপতি হিসেবে নারী সদস্যরা অনেকসময় অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে চেকে স্বাক্ষর দিয়ে দেন এবং এ ব্যাপারে কোনো ধরনের প্রশ্ন করেন না।

যোগাযোগ ব্যবস্থা যার মধ্যে ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত সেটিও দুর্নীতির অভিজ্ঞতার পেছনে ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন উদাহরণ থেকে দেখা যায় ইউনিয়নের কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্বল এমন এলাকার নারীরা বিভিন্ন খাতের সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে কম যায়, এবং দুর্নীতির মুখোমুখি হয় কম। কিন্তু অন্যদিকে তারা প্রয়োজনীয়

সেবাপ্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হয়। একইভাবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নারীরা আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির অভাবে প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয় এবং এর ফলে দুর্নীতির শিকার হয়।

৪.১.৪ সুশাসন

এটি নিশ্চিত যে সুশাসনের ঘাটতির কারণে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়। গবেষণা এলাকায় সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, অংশগ্রহণের ঘাটতি, এবং সর্বোপরি আইনের শাসনের ঘাটতি লক্ষণীয়।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি গবেষণায় লক্ষণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। দেখা যায় গবেষণাধীন দুটি ইউনিয়নেই বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে যথাযথ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা নেই, এবং জবাবদিহিতার প্রয়োজনীয় কাঠামো নেই। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় তথ্যের স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ নেই। ফলে ভুক্তভোগী সেবাগ্রহীতাদের পক্ষে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিকারের সুযোগ খুবই সামান্য।

অংশগ্রহণের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে, যার ফলে সংশ্লিষ্ট নারী সদস্যরা একদিকে দুর্নীতির শিকার হয় ও অন্যদিকে নিজেরাই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। দেখা যায় পরিষদের দায়িত্ব পালন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কার্য প্রক্রিয়া, এবং বাজেট প্রণয়ন সম্পর্কে তাদের কোনো মতামত গ্রহণ করা হয় না। এমনকি সালিশেও তাদেরকে ডাকা হয় না। তারা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্ড (ভিজিডি, ভিজিএফ, টিআর, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা) পান না; এমনকি এগুলো বিতরণ করার সময়ও তাদের ডাকা হয় না। একজন নারী সদস্যের ভাষায়, "পরিষদের নির্বাচিত নারী মেম্বাররা পরিষদে কোনো মূল্যায়ন পায় না। পুরুষ মেম্বাররা তাদের কোনো মূল্য দেয় না। বাজেট ফাঁকি দেওয়া বা কোনো সরকারি সহায়তা আসল তা সরিয়ে ফেলা এসব দিকে নারী মেম্বাররা ঠিকমত বোঝে না। পুরুষ মেম্বাররা যা বোঝায় তাই তারা বোঝে। কম পড়ালেখা ও হীনমন্যতা তাদেরকে পিছিয়ে রাখে। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের দুর্নীতিতে নারী মেম্বারদের কোনো অংশগ্রহণ নেই। মাসিক মিটিংগুলোতে নারী মেম্বাররা ঠিকমতো উপস্থিত থাকে না। তাদের স্বাক্ষর জাল করে জমা দিয়ে দেয় চেয়ারম্যান-মেম্বাররা।"

সর্বোপরি আইনের শাসনের ঘাটতি নারীদের দুর্নীতি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার পেছনে আরেকটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করে। গবেষণাধীন কোনো এলাকাতেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আইনের যথাযথ শাসন পরিলক্ষিত হয় না - বিভিন্ন অপরাধের বিচার ও শাস্তির ঘটনাও অনুল্লেখ্য। বরং দেখা যায় দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রতিকার পেতে সংশ্লিষ্ট নারীদের অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে।

৪.২ নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব

পুরুষ বা নারী সকলের ওপরেই দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব বহুমাত্রিক। এই প্রভাব ব্যষ্টিক পর্যায় থেকে শুরু করে সামষ্টিক পর্যায় পর্যন্ত হতে পারে। আবার দুর্নীতির প্রভাব নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপরও হতে পারে।

৪.২.১ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রভাব

শারীরিক ক্ষতি: নারীর ওপর দুর্নীতির একটি চরম ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে মৃত্যু। বেসরকারি ক্লিনিকে ডাক্তারের অবহেলার কারণে নারী রোগীর মৃত্যু হয়েছে বলে গবেষণায় তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া দুর্নীতির কারণে নারীদের অন্যান্য শারীরিক ক্ষতি হয়েছে বলেও জানা যায়, যেমন ভুল চিকিৎসার কারণে জরায়ু কেটে ফেলা, অনুপযোগী জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্থাপন, এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি। আবার স্থানীয় সরকার খাতে দুর্নীতির কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাপ্য কাজ পেতে নারী সদস্যদের শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হওয়ার ঘটনাও দেখা যায়। বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে চাইলেই মৌখিক ও শারীরিক লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে।

আর্থিক ক্ষতি: ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি। দুর্নীতির কারণে নারীর অতিরিক্ত ব্যয় হয়, যেমন বিভিন্ন সেবা খাতে সেবা নিতে গিয়ে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হয় বা ঘুষ দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারী তার নির্ধারিত প্রাপ্য, যেমন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অধীনে প্রাপ্য অর্থ (মাতৃত্বকালীন ভাতা) বা প্রাপ্য কর্মসংস্থান (মাটি কাটা কর্মসূচির অধীনে কাজ) বা শিক্ষাখাতে প্রাপ্য উপবৃত্তি পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়, যেমন জমি বিক্রি করে ঘুষের টাকা দেওয়ায় উপার্জনের মাধ্যম হারাতে হয় এবং/ অথবা ঋণগ্রস্ত হয়ে যায়, যার ফলে নারীর নিজের ও তার পরিবারের আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এমনকি এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিকার চাইতে গিয়েও আবার দুর্নীতির শিকার হতে হয় ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় বলে গবেষণায় দেখা যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষাখাতে নিয়োগের জন্য যেসব নারীদের ঘুষ দিতে হয়েছে তাদের ওপরে এই ঘুষের একটি আর্থিক প্রভাব তাদের এবং তাদের পরিবারের উপরে পড়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য যেসব নারীর চার লাখ টাকা ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য দেড় থেকে দুই লাখ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে

সেসব নারীর পরিবারকে বড় ধরনের আর্থিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই পরিমাণ অর্থ দেওয়ার জন্য জমি বিক্রি বা ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে।

প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া: ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী দুর্নীতির কারণে বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। উদাহরণ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, ভূমি ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্য সেবার উল্লেখ করা যায়। এমনকি যেসব খাত ও প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য বিশেষ সেবা রয়েছে যেমন শিক্ষাখাতে উপবৃত্তি, স্বাস্থ্যখাতে পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত সেবা, স্থানীয় সরকার খাতে নারীদের উন্নয়নে গ্রহণকৃত প্রকল্প থেকে সেবা পেতে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। নারীদের কর্মক্ষম করার জন্য ৪১ দিন কাজ করানোর কথা থাকলেও ৩৭ দিন করানো হয় যার ফলে তাদের উন্নয়নের জন্য যে কাজ দেওয়ার প্রকল্প নেওয়া হয় তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হয় না। ফলে যেভাবে এই প্রকল্পের প্রভাবে নারীর অবস্থার উন্নতি হওয়ার কথা সেভাবে হচ্ছে না।

অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া: নারীদের ওপর দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাবের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হওয়া। বিশেষকরে ইউনিয়ন পরিষদের সালিশ ও আদালতের মামলায় দেখা যায় বিচারপ্রার্থী নারীরা দুর্নীতির কারণে একদিকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়, আবার অন্যদিকে বিরোধী পক্ষ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির দুর্নীতির কারণে তাদের বিরুদ্ধে সালিশের রায় দেওয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদালতেও নারীরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। এছাড়া গ্রামীণ নারীরা দুর্নীতির কারণে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়।

ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া: অন্যদিকে দুর্নীতির ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। এটি ঘটে নারী নিজে দুর্নীতি করার কারণে, যার ফলে হয় সে আর্থিকভাবে লাভবান হয়, অথবা দুর্নীতির মাধ্যমে তার কাজ আদায় হয়। বিভিন্ন খাতে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, ভূমি ইত্যাদি খাতে এভাবে লাভবান হওয়ার উদাহরণ দেখা যায়।

৪.২.২ সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব

সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রভাব লক্ষ করা যায় দুইভাবে - দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় - যার প্রভাব নারীদের ওপর স্পষ্ট।

দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ: দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারীরা দুর্নীতিকে স্বাভাবিক, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে। দুর্নীতির যে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে তা বোঝা যায় যখন অনেকের মতেই "যে কোন কাজ করতে গেলে ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। পরিচিত লোক থাকলে টাকা কম লাগে কিন্তু টাকা লাগবেই", কিংবা "টাকা ছাড়া কেউ কাজ করে না আর কোর্টের আর থানার চেয়ার টেবিল পর্যন্ত টাকা ছাড়া নাড়ে না। টাকা না দিলে বসে থাকতে হবে কোন কাজ সময় মত হবে না।" শুধু আর্থিক দুর্নীতিই নয় বরং এর সাথে হয়রানিও রয়েছে তা-ও অনেকের জানা। একজন পরিবার পরিকল্পনা সহকারীর ভাষায়, "২০১১ সালে যারা অবসরে গেছে তারা এখনো পেনশনের টাকা পান নি। তাই আমি খুব টেনশনে আছি। ঢাকায় পরিবার পরিকল্পনা প্রধান কার্যালয়ে নাকি অনেক দৌড়াতে হয়।"

দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাত্রাও অনেক নারীর কাছে স্পষ্ট, যখন তারা বোঝে যে ব্যক্তি পরিবর্তন হলেও দুর্নীতির ধারা একই থাকবে। ইউনিয়ন পরিষদের ডিজিটাল সেন্টারের একজন নারী উদ্যোক্তা বলেন, "পরিষদের চেয়ারমেন মেম্বাররা দুর্নীতি করে একথা আমরা বার বার বলতেও পারি আবার লিখতেও পারি কিন্তু বলিনা কারণ আজকে লিখলে কাল বিচার হবে আর আমাকে পরশু ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ... একই ঘরে একসাথে কাজ করতে হলে এগুলো মেনে নিতে হয়। আবার তাদের মাধ্যমেও আমরা কিছু কাজ পাই, যেমন নিবন্ধনের কাজগুলো। চেয়ারমেন মেম্বাররা এখন সবকিছুতে ব্যবসা দেখে। আমি কিছু বলি না কারণ আমি বললেও করবে, না বললেও করবে, যে আসবে সে-ই করবে।"

সামাজিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির আরেকটি প্রভাব হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। দুর্নীতির ফলে পুরো গ্রামীণ সমাজে বিশেষ করে নারীদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ করা যায়, যা সমাজ-সংস্কৃতির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সামাজিকভাবে দুর্নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এবং এ ধরনের চর্চাকে নৈতিকতার ব্যত্যয় বলে মনে করা হয় না। এর প্রতিফলন দেখা যায় মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মে। উদাহরণ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে কোনো সেবা নেওয়ার জন্য নিজে থেকে টাকা দেওয়া বা প্রস্তাব করা (যেমন রোগীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা আদায় বা মাতৃত্বকালীন ভাতা পাওয়ার জন্য ঘুষ দেওয়া), বা যৌথভাবে দুর্নীতি করার (যেমন এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশনের সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাড়তি টাকা নেওয়া যা কলেজের নিজস্ব আয় হিসেবে ধরে সব শিক্ষকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় ও কলেজের সংস্কারের কাজে লাগানো হয়, অথবা এমপিওভুক্ত করার জন্য ঘুষ দেওয়া) উল্লেখ করা যায়। এক্ষেত্রে সামাজিকভাবে দুর্নীতিকে স্বাভাবিক বলে মনে করা হয় যা ছাড়া কোনো কাজ সম্পন্ন হবে না। এটি একইসাথে দুর্নীতির শিকার হওয়া ও দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে কাজ করাকে উৎসাহিত করে।

দেখা যায় বিভিন্ন খাতে সেবা বা কাজ আদায়ের জন্য অবৈধভাবে টাকা দেওয়াকে অনেক নারীই অন্যায় মনে করে না, যেহেতু নারী এখানে সুবিধাভোগী। এই টাকার পরিমাণ পাঁচ-দশ টাকা থেকে শুরু করে কয়েক হাজার টাকা পর্যন্তও হতে পারে। একজন তথ্যদাতার ভাষায়, "স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ৫ টাকা দেয়াকে আমি অন্যায় ভাবি না কারণ এখানে টাকার পরিমাণ কম। ৫-১০ টাকা দেয়া বা কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে কখনও হাজার টাকাও ঘুষ বা দুর্নীতি হিসেবে মানি না। যেমন জমি রেজিস্ট্রি কারার সময় কাজীকে দেয়া ৫০০০ টাকার খরচের কোন রশিদ না থাকলেও একে দুর্নীতি হিসেবে দেখি না।" আরেকজন তথ্যদাতার ভাষায়, "জমি-জায়গার মালিক হবা আবার টাকা-পয়সা খরচ করবা না এসব হবে না। টাকা ছাড়া আসলে কিছুই হয় না।" একইভাবে ইউনিয়ন পরিষদে ভিজিডি'র চাল পরিমাণে কম দেওয়া, আদালত বা থানায় টাকা ব্যয় হবে তা স্বাভাবিক বলেই নারীরা মনে করে। যারা কাজ করবে তাদের চা-নাস্তার খরচ হিসেবে দেখার মাধ্যমে এই টাকা নেওয়াকে অনেকে অনুমোদন করে। কারও কারও মতে "হাজারের ওপর টাকা খরচ না হলে ঘুষ বলা যায় না"।

৪.২.৩ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব

দুর্নীতির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি দুর্নীতির একটি ফলাফল হচ্ছে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যাহত হওয়া। বিশেষকরে স্থানীয় সরকার খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে তাদের ক্ষমতায়নের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে, যখন পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোতে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এর ফলে দেখা যায় নারীর ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে যেসব নীতিগত কৌশল বাস্তবায়ন করা হয় (যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত আসন, নারীদের জন্য বিশেষ সেবা যেমন উপবৃত্তি, স্বাস্থ্যসেবা) সেগুলো তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য প্রত্যাশিত পর্যায়ে অর্জন করতে পারছে না। ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা গেলেও তাদের অংশগ্রহণ যথাযথ পর্যায়ে এখনো নিশ্চিত করা যায় নি।

৪.৩ উপসংহার

এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা, নারীদের অভিগম্যতা এবং সুশাসনের ঘাটতিকে পল্লি নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এসব কারণ গভীরভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এবং একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে। নারী সম্পর্কে পুরুষদের নেতিবাচক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেখানে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীদেরকে তাদের জেন্ডার ভূমিকা দিয়েই মূল্যায়ন করা হয়। গ্রামীণ সমাজে এখনো নারীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে মোটামুটি কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে তাকে দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়। সামাজিক রীতি-নীতি, যেমন পুরুষদের বহুবিবাহ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ও তালাক/ পরিত্যাগের কারণে নারীর সামাজিক অবস্থান দুর্বল হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো কোনো বৈষম্যমূলক আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক দুর্নীতি কাঠামো তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যার কারণে নারী দুর্নীতির শিকার হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা অর্থাৎ নারীর পদমর্যাদাগত অবস্থান, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে তার দলীয় অবস্থান; অর্থনৈতিক অবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে তার কর্তৃত্ব; এবং সবশেষে তার সামাজিক অবস্থান, সামাজিক যোগাযোগ, সচেতনতা, ও ধর্মীয় পরিচয় দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণে নারীর অভিগম্যতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সেবা গ্রহণ প্রত্যক্ষ না পরোক্ষভাবে নেওয়া হয় সেটি নারীকে দুর্নীতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণে কখনো কখনো ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্যে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে নারীর অভিগম্যতা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ওপরও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে।

সুশাসনের ঘাটতির কারণে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় বলে নিশ্চিত করা যায়। গবেষণা এলাকায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, অংশগ্রহণের ঘাটতি, এবং সর্বোপরি আইনের শাসনের ঘাটতি লক্ষণীয়।

নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব বহুমাত্রিক, যার মধ্যে নারীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, সামাজিক, এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ওপর দুর্নীতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুর্নীতির একটি চরম ক্ষতিকর প্রভাব নারীর মৃত্যু। এছাড়া দুর্নীতির কারণে নারীদের শারীরিক ক্ষতিও হয়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি। দুর্নীতির কারণে নারীর অতিরিক্ত ব্যয় হয়, এবং তার নির্ধারিত প্রাপ্য পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়, যার ফলে নারীর ও তার পরিবারের আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এছাড়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী দুর্নীতির কারণে তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে অন্যদিকে দুর্নীতির ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা আর্থিকভাবে অথবা দুর্নীতির মাধ্যমে তার কাজ আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারীরা দুর্নীতিকে স্বাভাবিক, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে। ফলে সমাজে বিশেষকরে নারীদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে

মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। এছাড়া দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়, বিশেষকরে স্থানীয় সরকার খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে তাদের ক্ষমতায়নের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

৫.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

এ গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরা। সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার প্রকৃতি, ক্ষেত্র ও প্রভাব চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দুইটি ইউনিয়নকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য বাছাই করা হয়। গবেষণার পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারী দুর্নীতির অভিজ্ঞতা লাভ করে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সরাসরি দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক হিসেবে আবার কখনো কখনো দুর্নীতির মাধ্যম বা সুবিধাভোগী হিসেবে নারীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যদিকে সরাসরি সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির পরিসরে জীবন-যাপনের কারণে নারী দুর্নীতির পরোক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে। অনেকক্ষেত্রে নারীরা দুর্নীতির এ বিষয়গুলোকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখে।

বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে নারীর প্রত্যক্ষ দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। পল্লি অঞ্চলে নারীরা যেসব সেবা খাতে সরাসরি অংশ নিয়ে থাকে, যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), এনজিও, বিচারিক সেবা, ভূমি, ব্যাংক, পল্লি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হয়। এসব খাত-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে নারীরা নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ আদায়, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি ও দায়িত্বে অবহেলার শিকার হয়ে থাকে। এছাড়া এসব খাতে নারীদের জন্য বিশেষায়িত সেবা গ্রহণ করার সময় দুর্নীতির শিকার হয়। স্থানীয় সরকার খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী সদস্যদেরকে দুর্নীতির শিকার হতে হয়। ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য হিসেবে উন্নয়ন বরাদ্দ, বাজেট প্রণয়ন ও সালিশ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, এবং উন্নয়ন কর্মসূচি তদারকিতে তাদের অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানকারীর অবস্থানে থেকে নারীদের একটি অংশের দুর্নীতিতে সংঘটক হিসেবে জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া যায়, যারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্ম সম্পাদনে ঘুষ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য, এসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নারী তার প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে দুর্নীতি করে থাকে।

নারীদের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে কয়েক ধরনের দুর্নীতি চিহ্নিত করা যায়। এক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে আর্থিক দুর্নীতি, যেখানে ঘুষ, জোর করে আদায় (চাঁদাবাজি), আত্মসাৎ, বা প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক লেন-দেন হয়ে থাকে। আরেক ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে সরাসরি আর্থিক নয় এমন দুর্নীতি, যেমন সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বে অবহেলা ও খারাপ ব্যবহার, হয়রানি, প্রভাব বিস্তার ও স্বজনপ্রীতি। এসব ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার বা সংঘটক আর্থিক লাভ-ক্ষতির সম্মুখীন হয় না, তবে সেবা প্রাপ্তিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তৃতীয় ধরনের যে দুর্নীতির মুখোমুখি হয় নারীরা তা হচ্ছে লৈঙ্গিক পরিচয়ভিত্তিক দুর্নীতি, যেখানে পুরুষ সেবাদাতা যৌন সুবিধার বিনিময়ে কোনো প্রাপ্য সেবা বা সুবিধা দেওয়ার জন্য নারী সেবাগ্রহীতাকে যৌন নিপীড়ন ও যৌন হয়রানি করে।

নারীর ওপর দুর্নীতির প্রভাব বহুমাত্রিক। ব্যক্তিগত পর্যায়ে দুর্নীতির একটি চরম ক্ষতিকর প্রভাব নারীর মৃত্যু। এছাড়া দুর্নীতির কারণে নারীদের শারীরিক ক্ষতিও হয় বলে দেখা যায়। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আরেকটি ক্ষতিকর প্রভাব হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি। দুর্নীতির কারণে নারীর অতিরিক্ত ব্যয় হয়, এবং তার নির্ধারিত প্রাপ্য পায় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ তৈরি হয়, যার ফলে নারীর ও তার পরিবারের আয়ের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এছাড়া ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে নারী দুর্নীতির কারণে তার প্রাপ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হয়। তবে অন্যদিকে দুর্নীতির ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীরা আর্থিকভাবে অথবা দুর্নীতির মাধ্যমে তার কাজ আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়। সামাজিক প্রভাবের ক্ষেত্রে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারীরা দুর্নীতিকে স্বাভাবিক, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করে। ফলে সমাজে বিশেষকরে নারীদের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব হিসেবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। এছাড়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন ব্যাহত হয়, বিশেষকরে স্থানীয় সরকার খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির পেছনে তাদের ক্ষমতায়নের যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে।

নারীরা দুর্নীতি প্রতিরোধে কয়েক ধরনের কৌশল নিয়ে থাকে বলে দেখা যায়। নারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দেখা যায়, যেখানে অন্য একটি অংশ দুর্নীতিতে জড়িত হতে অস্বীকার করে। এক্ষেত্রে হয় তারা নিজেরা দুর্নীতি করে না, অথবা সংশ্লিষ্ট সেবাকেন্দ্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যকে পাঠানোর মাধ্যমে নিজে দুর্নীতির মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত

থাকে। নারীদের আরেকটি অংশ পরিবারের বা পরিচিত পুরুষ সদস্যকে সাথে নিয়ে সেবাকেন্দ্রে যায় বা সেবার জন্য যোগাযোগ করে, যাতে ঐ পুরুষ সদস্য সংশ্লিষ্ট সেবাদাতার সাথে দর-কষাকষি করতে পারে।

গবেষণা থেকে আরও দেখা যায় পুরুষতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামো, গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা, নারীদের অভিগম্যতা এবং সুশাসনের ঘাটতিকে পল্লি নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এসব কারণ গভীরভাবে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, এবং একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করে। নারী সম্পর্কে পুরুষদের নেতিবাচক ধারণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেখানে গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে নারীদেরকে তাদের জেন্ডার ভূমিকা দিয়েই মূল্যায়ন করা হয়। গ্রামীণ সমাজে এখনো নারীকে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও যাতায়াতের ক্ষেত্রে মোটামুটি কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে তাকে দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়। সামাজিক রীতি-নীতি, যেমন পুরুষদের বহুবিবাহ, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ও তালাক/ পরিত্যাগের কারণে নারীর সামাজিক অবস্থান দুর্বল হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো কোনো বৈষম্যমূলক আইন ও প্রশাসনিক কাঠামো পুরুষতান্ত্রিক দুর্নীতি কাঠামো তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যার কারণে নারী দুর্নীতির শিকার হয়।

নারীর ক্ষমতায়নের অবস্থা অর্থাৎ নারীর পদমর্যাদাগত অবস্থান, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, এবং রাজনীতিতে তার দলীয় অবস্থান; অর্থনৈতিক অবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণে তার কর্তৃত্ব; এবং সবশেষে তার সামাজিক অবস্থান, সামাজিক যোগাযোগ, সচেতনতা, ও ধর্মীয় পরিচয় দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

বিভিন্ন খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণে নারীর অভিগম্যতা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সেবা গ্রহণ প্রত্যক্ষ না পরোক্ষভাবে নেওয়া হয় সেটি নারীকে দুর্নীতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণে কখনো কখনো ভূমিকা রাখে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা সংশ্লিষ্ট তথ্যে সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতা হিসেবে নারীর অভিগম্যতা, এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো ও প্রযুক্তির ওপরও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা নির্ভর করে।

সুশাসনের ঘাটতির কারণে নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা হয় বলে নিশ্চিত করা যায়। গবেষণা এলাকায় সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, অংশগ্রহণের ঘাটতি, এবং সর্বোপরি আইনের শাসনের ঘাটতি লক্ষণীয়।

চিত্র ২: নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা: কারণ-ফলাফল-প্রভাব বিশ্লেষণ

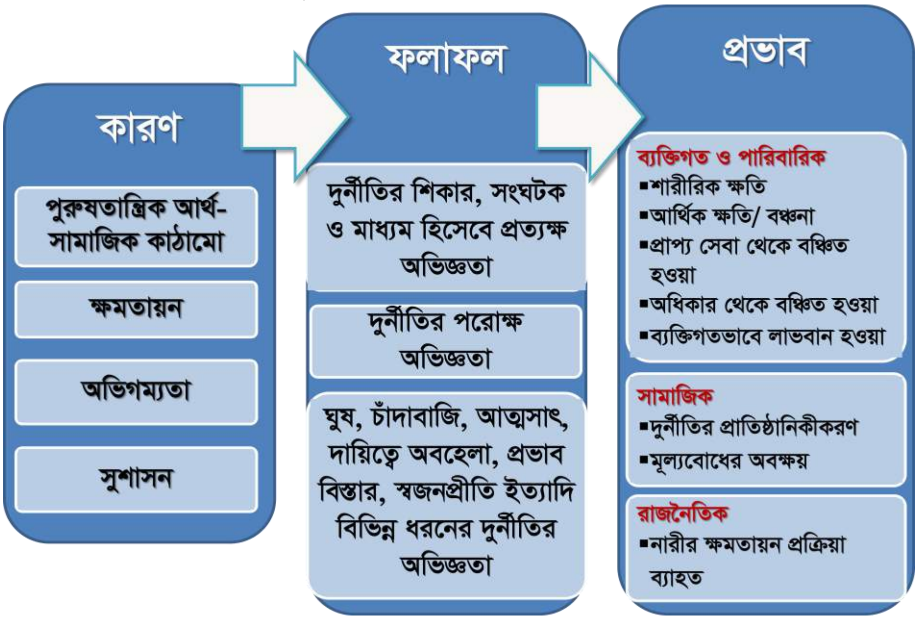

গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে নিচের উপসংহারে পৌঁছানো যায়।

১. **দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:** তৃণমূল পর্যায়ে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। ভূমি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা (পুলিশ), বিচারিক সেবা বা স্থানীয় সরকার খাতের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবাগ্রহীতাদেরকে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে ও নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিতে বাধ্য করা হয়। ফলে দুর্নীতিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নেওয়া হয়, এবং সাধারণ জনগণ একে স্বীকার করে নেয়। পল্লি নারীরাও এ ধারণার ব্যতিক্রম নয়। দুর্নীতির এই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ফলে নারী হিসেবে তারা তাদের প্রাপ্য পায় না।

২. **দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা:** দুর্নীতি সম্পর্কে গ্রামীণ নারীর স্বতন্ত্র ধারণা রয়েছে। তারা আইন ও সমাজ দ্বারা আরোপিত ক্ষমতার অপব্যবহারকে দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করে, যার ফলে তাদের দুর্নীতির ধারণার মধ্যে বঞ্চনা (উত্তরাধিকার ও ভূমির ওপর অধিকার), বৈষম্য (প্রাপ্যতা, সম্পদের ক্ষেত্রে), এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনও অন্তর্ভুক্ত।

৩. **দুর্নীতির সাথে নারীর অভিজ্ঞতার মাত্রার বৈচিত্র্য:** নারীর দুর্নীতির অভিজ্ঞতা বিভিন্ন মাত্রার, যেমন সম্পৃক্ততার দিকে থেকে, দুর্নীতির ধরনের দিক থেকে এবং খাতের দিক থেকে। সম্পৃক্ততার দিক থেকে নারী দুর্নীতির শিকার, সংঘটক, মাধ্যম ও সুবিধাভোগী হতে পারে, যা নির্ভর করে তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও অন্যান্য নিয়ামকের ওপর। ধরনের দিক থেকে আর্থিক, আর্থিক নয় এবং লৈঙ্গিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। সবশেষে নারীর অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন খাত ও খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়।

৪. **নারীর লৈঙ্গিক পরিচয়ের কারণে দুর্নীতির ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা যোগ:** নারীর লৈঙ্গিক পরিচয় তার দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। নারী হওয়ার কারণে দুর্নীতির শিকার হওয়ার সময় বিশেষ কোনো ছাড় পায় না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে বেশি দুর্নীতির শিকার হতে হয়, অথবা বিশেষ ধরনের দুর্নীতির মোকাবেলা করতে হয়, যেমন যৌন সুবিধার বিনিময়ে সেবা প্রাপ্তি।

৫. **গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার নিয়ামক:** গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ামক ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামো, ক্ষমতায়ন, অভিগম্যতা ও সুশাসনের ঘাটতি। দেখা যায় ক্ষমতা-কাঠামোয় ওপরে অবস্থানকারীদের দ্বারা নারীরা দুর্নীতির শিকার হয়, এবং প্রান্তিক (peripheral/ marginalized) নারীদের (দরিদ্র, পুরুষ অভিভাবকহীন, বয়োবৃদ্ধ, অমুসলিম) দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি।

৬. **দুর্নীতি মোকাবেলায় নারীদের নিজস্ব কৌশল:** গ্রামীণ নারীদের দুর্নীতির বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই মোকাবেলায় নিজস্ব কৌশল রয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে সেবা পেতে বা নিয়ম-বহির্ভূত কোনো সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো নারী তার সামাজিক অবস্থান, পরিচিতি, সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে। তবে নারীদের একটি অংশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করে বা উদ্যোগ নিয়ে থাকে।

৫.২ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফল ও বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে দুর্নীতি প্রতিরোধে কয়েকটি সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে।

৫.১ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে

১. দুর্নীতির সাথে নারীদের সম্পৃক্ততা আরও ভালভাবে বোঝার জন্য, বিশেষকরে শহরাঞ্চলের চিত্র, দুর্নীতির সংঘটক হিসেবে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণ, দুর্নীতির অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিত গবেষণার প্রয়োজন।
২. নারীর সংবিধান-প্রদত্ত সম-অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এর সম্মানজনক স্বীকৃতি ও কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও এ সংক্রান্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে।
৩. নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর পূর্ণ ও সম-অংশগ্রহণ, এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্যদের কাজের পরিধি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে, যেন তা সমতাভিত্তিক ও আনুপাতিক হয়।
৫. প্রযোজ্য খাতে/ প্রতিষ্ঠানে 'ওয়ান স্টপ সেবা'র প্রচলন করতে হবে।

৫.২ বাস্তবায়ন পর্যায়ে

৬. যেসব প্রতিষ্ঠানে নারীরা সেবা নিতে যান সেসব প্রতিষ্ঠানের সেবা, বিশেষকরে নারীদের জন্য প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জেন্ডার সংবেদনশীল পদ্ধতিতে তথ্য প্রচার করতে হবে, এবং নারীদের তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
৭. নারীদের জন্য বিশেষ সেবার কার্যকর প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও জবাবদিহিতা জোরদার করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে।
৮. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রদত্ত বিশেষ সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তদারকি বাড়াতে হবে।
৯. সবগুলো সেবাখাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের (ডিজিটালাইজেশন) মাধ্যমে সেবা প্রদানকারী ও সেবগ্রহীতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ কমিয়ে এনে দুর্নীতি করার সুযোগ কমিয়ে আনতে হবে।

১০. সব সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অভিযোগকারীর পরিচয় গোপন রাখার নিশ্চয়তাসহ অভিযোগ করার একটি নারী-বান্ধব ব্যবস্থা থাকতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে আইনের শাসনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

****

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

টিআইবি, ২০১৬, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫* (বর্ধিত সার-সংক্ষেপ), ঢাকা।

টিআইবি, ২০১৪, *স্থানীয় সরকার খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ঢাকা।

টিআইবি, ২০১২, *সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২* (সার-সংক্ষেপ), ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), ২০১০, *আপডেটিং পভারটি ম্যাপস অব বাংলাদেশ*, ঢাকা।

হোসেন, সেলিনা (সম্পাদিত), ২০০৯, 'ক্ষমতায়ন', *জেন্ডার ও উন্নয়ন কোষ (১ম খন্ড)*, সময় প্রকাশন, ঢাকা।

Alatas, Vivi *et al,* 2009, 'Gender, Culture, and Corruption: Insights from an Experimental Analysis', *Southern Economic Journal*, Vol. 75, No. 3.

Alhassan-Alolo, Namawu, 2007, 'Gender and corruption: testing the new consensus', Wiley Online library, Volume 27, Issue 3, Pages 189–259.

Bowman, D. M. & Giligan, G. 2008, 'Australian women and corruption: The gender dimension in perceptions of corruption', JOAAG, Vol. 3. No. 1.

Branisa, Boris, and Maria Ziegler, 2010, 'Reexamining the link between gender and corruption: The role of social institutions', Discussion Papers, No. 24, Georg-August-Universität Göttingen, http://www.uni-goettingen.de/crc-peg (7 March 2013)

Department for International Development (DFID), 2015, 'Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them: Evidence paper on corruption', UKAid.

Dollar, David *et al*, 1999, 'Are Women Really the Fairer Sex? Corruption and Women in Government', World Bank Working Paper Series No. 4.

Goetz, Anne-Marie, 2004, 'Political Cleaners: How Women are the New Anti-Corruption Force. Does the Evidence Wash?' http://www.u4.no/document/showdoc.cfm?id=124 (21 November 2012)

Hossain, N. Celestine Nyamu Musembi and Jessica Hughes, 2010, *Corruption, Accountability and Gender :Understanding the Connections,* UNDP and UNIFEM.

Kabir, SMS and Nazmunnesa Mahtab, 2013, 'Gender, Poverty and Governance Nexus: Challenges and Strategies in Bangladesh Empowerment', *A Journal of Women for Women*, Vol. 20.

Limpangog, Cirila P, 2001, 'Struggling through Corruption: A Gendered Perspective', http://www.10iacc.org/download/workshops/cs32a.pdf (21 November 2012).

Mason and King, 2001, 'Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice', World Bank Report No. 21776.

Mutonhori, Nyaradzo, 2012, 'What stops women reporting corruption?' www.blog.transparency.org (21 November 2012).

Nawaz, Farzana, 2009, *State of Research on Gender and Corruption*, U4 Expert Answer, U4 Anti-corruption Resource Center, http://corruptionresearchnetwork.org/resources/frontpage-articles/gender-and-corruption (21 November 2012).

Rivas, M. F. 2008, 'An experiment on corruption and gender', Working Paper No. 08/10, Department of Economic Theory and Economic History of the University of Granada, http://www.ugr.es/~teoriahe/RePEc/gra/wpaper/thepapers08_10.pdf (21 November 2012).

Samimi A J and Haniyeh Hosseinmardi, 2011, 'Gender and Corruption: Evidence from Selected Developing Countries', *Middle-East Journal of Scientific Research*, 9 (6): 718-727, IDOSI Publications, Iran.

Seppänen, Maaria and Pekka Virtanen, 2008, *Corruption, Poverty and Gender: With case studies of Nicaragua and Tanzania*, Ministry For ForeiGn Affairs, Finland.

Sung, Hung-En, 2003, 'Fairer Sex or Fairer System? Gender and Corruption Revisited', Social Forces 82: 705-725.

Swamy, Anand, Stephen Knack, Young Lee, and Omar Azfar, 2000, 'Gender and Corruption', IRIS Centre Working Paper No. 232.

Transparency International (TI), 2009, 'Global Corruption Barometer', Berlin, http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2009 (21 November 2012).

--------, 2009, *The Anti-Corruption Plain Language Guide*. Berlin.

--------, 2010, *Corruption and Gender in Service Delivery: The Unequal Impacts*, Wroking Paper # 2, Berlin.

--------, 2014, *Gender, Equality and Corruption: What are the Linkages?*, Policy Paper # 1, April 2014, Berlin. http://www.transparency.org/whatwedo/publication/policy_position_01_2014_gender_equality_and_corruption_what_are_the_linkage (accessed on 8 November 2016).

TI Sri Lanka (TISL), 2014, *Women's Experience of Corruption in Public Service*, Colombo.

Torgler, Benno, and Valev, Neven T, 2006, 'Public Attitudes toward Corruption and Tax Evasion: Investigating the role of gender over time', Working Paper Series, Berkeley Program in Law and Economics, UC Berkeley. http://escholarship.org/uc/item/3983136n (18 November 2012).

U4 Resource Centre, 'Corruption in the Education Sector: Common forms of corruption', http://www.u4.no/themes/education/educationcommonforms.cfm (21 November 2012).

UNIFEM, 2009, *Who Answers to Women? Gender and Accountability, Progress of the World's Women Report 2008 / 2009.*

Vijayalakshmi, V, 2005, *Rent-Seeking and Gender in Local Governance*, Working Paper 164, Institute for Social and Economic Change, Bangalore, India.

World Bank, 2012, 'World Development Report 2012: Gender Equality and Development', No. 57627.